বেস্ট সেলার

বাংলাদেশের প্রথম ক্যারিয়ার বিষয়ক মোটিভেশনাল বই

রোড টু সাক্সেস

সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তী

BanglaBook.org

একটি ঘটনা, একটি চ্যালেঞ্জ পাল্টে দিতে পারে একটি জীবনকে। ইন্টারন্যাশনাল মোটিভেটররা যখন বলছেন **Do or die** তখন একজন বাংলাদেশি মোটিভেটর আরো একধাপ এগিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন **Do Before Die**. হতাশাকে হতাশ করে, ব্যর্থতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাভাষী মানুষদের কাছে তেমনি জীবন পাল্টানোর শপথ নেয়া বারুদের মত, হাইভোল্টেজ মোটিভেশনাল একটি বই 'রোড টু সাকসেস'। মোটিভেশনাল স্পীকার সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তীর এই বইটি হয়তো আপনার জীবনকে পাল্টাতে পারবে না, তবে বইটি পড়ে আপনি নিজেকেই পাল্টে দিতে পারবেন যেভাবে পেরেছে অন্যরা।

সম্মানীত সচিব, পুলিশ কর্মকর্তা, বিসিএস ক্যাডার, কর্পোরেট অফিসার, মোটিভেশনাল ট্রেইনারসহ ক্যারিয়ার প্রত্যাশী অসংখ্য তরুণদের মাঝে ও বিভিন্ন পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে জীবন বদলে দেয়া মোটিভেশনাল বই 'রোড টু সাকসেস'।

বাংলাদেশ দূতাবাস এথেন্সের সম্মানীত ১ম সচিব সুজন দেবনাথ সুদূর এথেন্সে বসে বইটির প্রশংসা করে রিভিউ লিখে সবাইকে বইটি পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এক ট্রেইনার বলেছেন- 'সারাজীবন আমি অন্যদের মোটিভেশন দিয়ে এসেছি। অথচ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মোটিভেশনাল ট্রেইনিংটা আমি পেয়েছি রোড টু সাকসেস বইটি পড়ে।'

পাঠকের মতামত

'এই একটি বই পড়ে আমার মনে হয় মরা মানুষও জেগে উঠবে, পঙ্গু লোকও হাঁটার স্বপ্ন দেখবে। এতটাই হাইভোল্টেজ মোটিভেশন আছে বইটিতে।'

"আমার মাঝেও যে সত্যিকার অর্থে এত গুণ আছে, আমিও যে আসলে অনেক কিছুই করতে পারি তা আমি রোড টু সাকসেস পড়েই জেনেছি এবং সত্যিকার অর্থে আমি এখন সুখি এবং আমার মনে হয় আমার অসাধ্য একমাত্র যেটাকে আমি অসাধ্য করে রেখেছি সেটাই।'

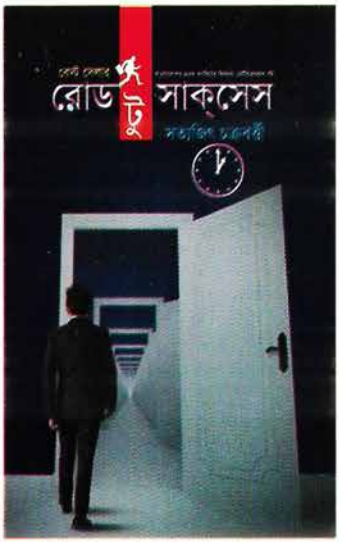

বর্তমান প্রজন্ম যখন হতাশায় জর্জরিত, স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাচ্ছে, দুঃস্বপ্নের চোরাবালিতে আশার অপমৃত্যু ঘটছে ঠিক তখন, গত ডিসেম্বরে দাঁড়িকমা প্রকাশনী থেকে একটি মোটিভেশনাল বই প্রকাশিত হয় 'রোড টু সাকসেস' নামে। আমাদের দেশে মোটিভেশনাল লেখক নেই বললেই চলে। যে ক'জন লেখক প্রেরণাদায়ী লেখা দিয়ে বই বের করেন, তাদের অধিকাংশ বই অনুদিত। তাছাড়া এই বইয়ের লেখক সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তী নিজে একজন পাবলিক স্পীকার। যার ফলে মানুষের হতাশার জায়গাটা তিনি ব্যবহারিকভাবেই বুঝতে পারেন। এক কথায় এটি একটা 'হাইভোল্টেজ 'মোটিভেশনাল বই। দেশে ও বিদেশে ইতোমধ্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বইটি। আমার বিশ্বাস একদিন বিশ্বব্যাপী হতাশা মুছে দিবে 'রোড টু সাকসেস'।

প্রকাশক

www.BanglaBook.org

সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তী
লেখক ও পাবলিক স্পীকার

আমি নক্ষত্রের ভীড়ে জন্মানো কোন ধ্রুবতারা নই, আমি নই কোনো উপন্যাসের নিভৃতচারী চরিত্র। আমি আমারই আকাশের কিংবদন্তী। বর্ণের মিছিলে, শব্দের চাষে কঠিন এক চ্যালেঞ্জে আমি বলতে এসেছি-সফলতার ভাগ্য হাতের রেখায় নয়, এমনকি জ্যোতিষীর গণনায়ও নয়; আপনার সফলতার ভাগ্য আপনার হাতের মুঠোয়। সাহসীরা যখন বলে Do Or Die ; ঠিক তখনই আরো একধাপ এগিয়ে আমি কঠিন চ্যালেঞ্জে, দৃঢ় শপথে উচ্চারণ করি Do Before Die.

fb connection with writer :
satyajit_laws.world@ ymail.com
Or, search (by name) : Satyajit Chakraborty

www.BanglaBook.org

ROAD TO SUCCESS
Cover Designed *Shohanur Rahman Anonto*
Published by Darikoma Prokasoni
E-mail: darikomaprokasoni@gmail.com
www.darikomaprokasoni.com
ISBN: 978-984-92555-8-1

শব্দে শিল্পচর্চা
দারিকমা
প্র কা শ নী

রোড টু সাকসেস

সত্যজিত চক্রবর্ত্তী

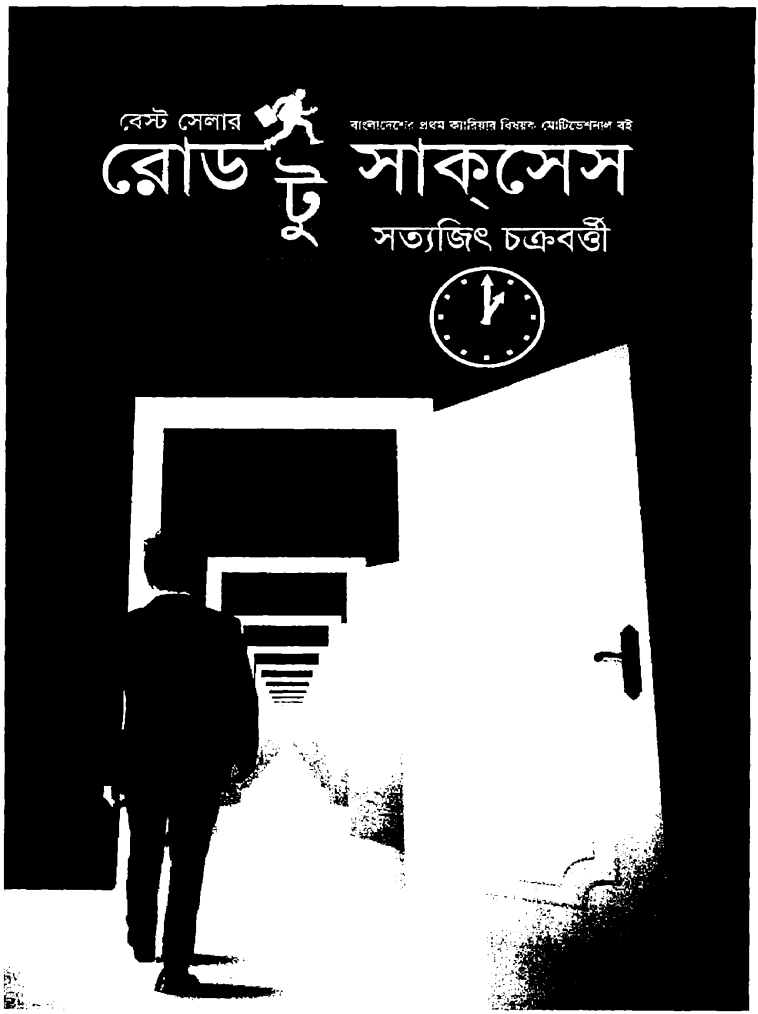

শব্দে শিল্পচর্চা
দাঁড়িকমা
প্রকাশনী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রোড টু সাকসেস

সত্যজিত চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ: একুশে বইমেলা ২০১৭

তৃতীয় মুদ্রণ: একুশে বইমেলা ২০১৭

চতুর্থ মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৭

পঞ্চম মুদ্রণ ও পরিমার্জিত সংস্করণ: অক্টোবর ২০১৭

ষষ্ঠ মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সপ্তম মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৮

অষ্টম মুদ্রণ: জুলাই ২০১৮

নবম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৮

দশম মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ সোহানুর রহমান অনন্ত

প্রকাশক মো. আবদুল হাকিম

দাঁড়িকমা প্রকাশনী

সুলতান মার্কেট (২য় তলা), বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ দ্বীপশিখা প্রিন্টিং এন্ড প্রেস, চট্টগ্রাম- ০১৯৭০-৬৭৫৪২৭

+৮৮ ০১৮৪০ ৬৭৫ ৪২৭

darikomaprokasoni@gmail.com

www.darikomaprokasoni.com

মূল্য ২০০ টাকা মাত্র।

অনলাইন পরিবেশক: রকমারি ডটকম rokomari.com/darikoma

Road To Success a motivational book

by Satyajit Chakraborty

Published by Md. Abdul Hakim

Publisher of Darikoma Prokashoni

First Published December 2016

Price Tk. 200.00 $ 8.00

ISBN: 978-984-92555-8-1

উৎসর্গ

যাঁর হাতে আমার প্রথম শব্দচাষ
যাঁর আঁচলে আমার স্নেহের বসবাস
যিনি আমার রক্তমাংসপিণ্ড নামক মানব কাঠামোর স্থপতি
আমার প্রথম প্রেরণাদায়ী নারী– আমার গর্ভধারিণী মা।

কৃতজ্ঞতা

বইয়ের শেষের দিকে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং লিখতে গিয়ে যাঁরা আমাকে তথ্যগতভাবে সাহায্য করেছেন এবং বইটি লেখার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়েছেন–

১. সুজন দেবনাথ
প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, এথেন্স।
২. শিপলু কুমার দে
সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
৩. মান্না দে
সহকারী পুলিশ কমিশনার, বাংলাদেশ পুলিশ
৪. মওদুদ ভূঁইয়া
এসিসট্যান্ট কমিশনার, ট্যাক্স

এবং আমার পাঠক ও অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী।

লেখকের প্রকাশিত অন্য বই
* উপেক্ষিত অপেক্ষা
* দ্যা হিডেন পাওয়ার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দশম মুদ্রণ ও আত্মকথন

মানুষ কখনো সফল হতে গিয়ে ব্যর্থ হয় না। বরং সফল একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। একটা জীবনকে পুরো বদলে দিতে একটা সঠিক সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। জীবন নিজে নিজে বদলায় না, একে বদলে দিতে হয়। যদি আপনি চান, তবে কতক্ষণই বা লাগে আপনার জীবন পুরোটাই বদলে যেতে। "রোড টু সাকসেস" এর দশম মুদ্রণে এসে একটাই অনুভুতি, যে অনুভুতি প্রকাশ করাও যায় না, বুঝানোও যায় না। প্রতিনিয়ত অনলাইনে অফলাইনে যখন শুনি এই একটা বই পড়ে কেউ আত্মহত্যার মত জঘন্য সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছে, কেউ জীবনকে হতাশার আস্তানা থেকে ফিরে এনে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে, তখন ভাবতেই স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা চলে আসে; যিনি হয়তো এতটুকু দয়া না করলে আমার বইটা লেখা হত না। ২০১৯ এর জানুয়ারিতেই আসছে নতুন মোটিভেশনাল বই **দ্যা হিডেন পাওয়ার**।

সবার জন্য অনেক শুভ কামনা।

সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তী
লেখক, মোটিভেশনাল ট্রেইনার ও উদ্যোক্তা

সূচিপত্র

চ্যালেঞ্জ: দ্যা হিডেন মিনিং অব লাইফ	০৭
চ্যালেঞ্জ: রোড টু ডেসটিনেশান	০৯
সফলতার স্থপতি!	১১
Better work, Best Challenge	13
সুখ আপনার ভাবনায়; ঘটনায় নয়	১৫
Hidden key of SUCCESS	18
আপনার শ্রেষ্ঠ দুর্যোগই হোক শ্রেষ্ঠ সুযোগ	২২
উন্নত জীবনের প্রশিক্ষণ	২৭
দৃষ্টিভঙ্গির ম্যাজিক	৩০
চাকরিপ্রার্থীর বাস্তবতা	৩৩
ব্যক্তিত্ব গঠন	৩৫
শিশু থেকে শ্রেষ্ঠত্ব, সন্তানের গড়ে উঠা কৃতিত্ব	৩৮
হ্যালো জগৎশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আবিষ্কার করুন নিজেকে	৪২
অসময়ে আত্মকথন	৪৩
চ্যালেঞ্জিং বাউন্ডারি	৪৩
স্বপ্নকথন	৪৫
স্বাক্ষর থেকে অটোগ্রাফ	৪৬
চ্যালেঞ্জ: রোড টু ড্রিম	৪৮
রোড টু চ্যালেঞ্জিং সাকসেস	৫১
চ্যালেঞ্জ নিন, আত্মবিশ্বাসী হোন	৫২
ব্যর্থতার চূড়ায় সাফল্যের পদচিহ্ন	৫৪
বাঁচার জন্য আত্মহত্যা	৫৭
প্রিয়জনের প্রিয়বচন	৫৮
ক্যারিয়ার কথন	৫৯
চ্যালেঞ্জ	৬১
ট্রেনের বেকার যাত্রীরা	৬২
অধূমপায়ী বন্ধুগ্রুপ	৬৪
বিজয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে	৬৫
বাধার পাহাড়ে জয়ধ্বনি	৬৬
দুর্ভাগ্যের রেখায় সৌভাগ্যের চিহ্ন	৬৮
চ্যালেঞ্জ	৬৯

সূচিপত্র

চলুন রাগ নিয়ন্ত্রণ করি	৭০
সুন্দর জীবনের সন্ধানে	৭২
ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	৭৪
যে কারণে সিভি দুর্বল হয়ে যায়	৮৩
সিভি প্রেজেন্টেশন	৮৪
অন্যের কেন্দ্রবিন্দু হোন, চক্ষুশুল নয়	৮৬
শুধু নিঃশ্বাসে নয়, বিশ্বাসেও বাঁচুন	৮৯
আবেগ নয়, বেগ দরকার	৯১
সমালোচনার শক্তি	৯৩
নিজেকে চিনতে শিখুন, চিনাতে শিখুন	৯৬
জীবনটা অক্সিজেনের, জীবিকাটা কৌশলের	৯৮
স্মার্ট সিভিতে স্মার্ট ক্যান্ডিডেট!	১০২

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চ্যালেঞ্জঃ দ্যা হিডেন মিনিং অব লাইফ

আপনাকে সফল হওয়ার জন্য সুপারম্যান হতে হবে না, স্পাইডারম্যানও হতে হবে না,শুধু জেন্টেলম্যান হলেই চলবে। কারণ বিধাতা আপনাকে 'সৃষ্টিরা সেরা জীব' বলে ঘোষণা দিয়ে, আপনাকে অলরেডি সুপারম্যান কিংবা স্পাইডারম্যান এর চেয়েও বিশেষ কিছু করে দিল। আমি বিশ্বাস করি আপনি ইতিহাসখ্যাত সেরা কিংবদন্তি। লোহার একটি সামন্য ছোট্ট টুকরাও পানিতে ভাসে না, অথচ মানুষই এমন এক কিংবদন্তি যে কিনা লোহার তৈরি বিশাল বিশাল জাহাজকে পানির সাগরে ভাসিয়ে রাখে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হিংস্র প্রাণী বাঘকে কে না ভয় পায়? অথচ মানুষই একমাত্র প্রাণী যে কি না- খাঁচায় বন্ধি করেছে এই বাঘকে। আর আপনিও মানুষ।

মাটির উপর উদ্ভিদ জন্মে; এমন বৈজ্ঞানিক ধারণা নিয়ে হাঁটতে যখন পুরনো কোনো পাকা দালান দেখি, ইটের প্রাচীর ঘিরেও জন্মেছে লতাপাতা; তখন আমি আবার আত্মবিশ্বাসে জেগে উঠি। যদি মাটিবিহীন ইটের কংক্রিটের উপর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে, তবে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে কেন অসাধ্যকে সাধন করতে পারব না। যদি মাধ্যমিক শেষ না করা নজরুলের লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হতে পারে; যার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে স্কুল শিক্ষক বের করে দেয়, পরে সে ছেলেটিই যদি সূর্যকে পরাজিত করে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে পুরো পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে দেয়, হয়ে উঠে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিসন, তবে ইতিহাসে অসাধ্য বলে আর কিছুই থাকতে পারে না।

আপনি পৃথিবীতে এসেছেন বিধাতার দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার "জীবন" নিয়ে। যে জীবন স্বয়ং বিধাতার হাতে দেয়া উপহার, সে জীবন হোঁচট খেতে পারে কিন্তু থেমে যাবে না। আপনি সফল হওয়া মানেই হল, বিধাতা যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পাঠালো তার সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়ে যাওয়া। অতএব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাধাটি আসলে আসুক, সব মানুষ যত দূরে যাওয়ার যাক, বিধাতা ঠিকই আশীর্বাদের ছায়া আপনার মাথার উপর রেখেছেন। কারণ আপনি তাঁরই সৃষ্টি। যেখানে স্বয়ং বিধাতায় আপনার সহায়ক সেখানে কাকে আর আপনার এত ভয়?

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা আপনি নিজে। আপনিই আপনার ক্যারিয়ারের শ্রেষ্ঠ স্থপতি। আপনার আজকের পরিশ্রম নির্ধারণ করে দিবে আপনার কালকের ইতিহাস কেমন হবে। জীবনে চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিলেই সেটা তীরে গিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছায়ে না। দু'হাতে নৌকার বৈঠা চালালে তবেই তো সেটি গন্তব্যের সন্ধান পাবে। স্বপ্ন শুধু দেখলেই হয় না, স্বপ্ন পূরণে চাই ইস্পাত কঠিন মনোবল।
আমি সেই বোনটির কথা ভাবছি, যে লং জার্নি করতে পারেনা বলে দূরে কোথাও যায়নি কখনো। আর সেও চাকরি লাভের আশায় এখন নিত্য ঢাকার যাত্রি।

BanglaBook.org

আয়নায় যে বোনটি আগে নিজের মুখটি দেখতো কতশত বার, চোখের কাজলটি একটু দিতে ভুল হলেই যে মুছতো কয়েকবার, আর এখন, রাত জেগে পড়তে পড়তে চোখের নিচে যে কালি পড়ে গেছে সেদিকে তার নজরই নেই। যে ছেলেটি আগে সারাদিন দেখতো ফেসবুকে ম্যাসেজের রিপ্লাই এসেছে কি না, তার ছবিতে বিশেষ কেউ কমেন্ট দিয়েছে কি না! এখন তার সেদিকে কোন খেয়ালই নেই, এখন সে দেখে পত্রিকায় নতুন কোন চাকরির বিজ্ঞপ্তি এসেছে কি না। যে ছেলেটি একটি চাকরির আশায় প্রতিদিন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির খোঁজে পত্রিকা কিনে, সে ছেলেটিই একদিন সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে নিজেই চাকরি নিয়োগের ভাইভা নেয়। যে মেয়েটি একসময় ঢাকায় স্বামীবাগ থেকে মালিবাগ দৌঁড়াত চাকরির পরীক্ষা দিতে, সেই মেয়েটিই এখন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে।

আপনি হতাশ হয়ে গেলে পৃথিবীর কোনো মোটিভেশনই আপনাকে জাগাতে পারবেনা। আর আপনি হতাশ না হলে পৃথিবীর অন্য কোনো মোটিভেশনের আপনার দরকারই হবে না। চোখ বন্ধ করুন আর ভাবুন, আপনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, গাড়ি থেকে নামলেন। আপনার সামনে পেছনে পুলিশ গার্ড দিচ্ছে। তারা আপনাকে স্যার স্যার বলে সম্বোধন করছে। আপনি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছেন, আপনাকে দেখে ঐ কোটিপতি ক্ষমতাবান লোকটিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আপনি চোখ বন্ধ করুন আর ভাবুন, আপনি একজন পুলিশের এএসপি; যে আপনি ছোটবেলায় পুলিশ দেখলে লুকিয়ে থাকতেন, আজ সে আপনিই গাড়ি থেকে নামামাত্র একঝাঁক পুলিশ আপনাকে স্যালুট জানাতে এক ঘণ্টা আগে থেকে প্রস্তুত। কি সুখের অনুভুতি। আপনি একজন সহকারী জজ। ভাবুন এবার আপনি আদালতে বসে বিচার করছেন, আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একসময়ের ক্ষমতাবান মন্ত্রী। এই বিচার কাজটি সম্পন্ন করছেন আপনি। আপনার রায়ের উপর নির্ভর করছে সাবেক মন্ত্রীর ভবিষ্যত।

বিশ্বাস করেন, আমার নিজেরই গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

ভাবুন আপনি একজন সম্মানীত বিসিএস ক্যাডার, আপনার একটি স্বাক্ষর ছাড়া কারো মূল্যবান সার্টিফিকেট সত্যায়িত হচ্ছে না। এ যে কেমন এক সুখের অনুভুতি তার কল্পনা করতেও অর্ধেক স্বাদ পেয়ে যাচ্ছেন। ভাবুন, যে আপনি ছোটবেলায় একশ টাকা পেলে দশ টাকার আইসক্রিম খাওয়ার পর বাকি নব্বই টাকা কি করবেন তারই হিসেব মিলাতে পারতেন না; আজ সে আপনিই বাংলাদেশ ব্যাংকের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে নিয়োগ পেয়ে লক্ষ কোটি টাকার হিসেব মিলাচ্ছেন। এমন স্বপ্নই আপনাকে ঠিক পথে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।

আপনার ভাগ্যকে হাতের কয়েক ইঞ্চি রেখায় সীমাবদ্ধ করবেন না। জীবন মানে রক্ত মাংসপিণ্ডের এক মানবসভ্যতা নয়, জীবন মানে দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে শুধুই বেঁচে থাকা নয়। জীবন মানে চ্যালেঞ্জ! অস্তমিত সূর্যকে কেউ প্রণাম করে না। শান্ত সমদ্রে কেউ দক্ষ নাবিক হতে পারে না।

BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জ- রোড টু ডেসটিনেশন

ইতিহাস জানার জন্য আপনি পৃথিবীতে জন্মাননি, ইতিহাস গড়ার জন্যই আপনার জন্ম। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা আপনি নিজে। আপনিই আপনার ক্যারিয়ারের শ্রেষ্ঠ স্থপতি। আপনার আজকের পরিশ্রমই নির্ধারণ করে দিবে আপনার কালকের ইতিহাস কেমন হবে। জীবনে চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। আপনার সফলতার ইতিহাস কয়েক ইঞ্চি হাতের রেখায় লেখা নেই, আপনার সফলতার ইতিহাস লেখা হবে ৩ ইঞ্চি ভিজিটিং কার্ডের উপর; যেখানে গাঢ় কালিতে লেখা থাকবে আপনারই নাম। আমি বিশ্বাস করি, আপনার সফলতার ভাগ্য কয়েক ইঞ্চি হাতের রেখায় নয়, জ্যোতিষির গণনায় নয়; আপনার ভাগ্য আপনার হাতের মুঠোয়। আপনিই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ স্থপতি, যিনি নিজের হাতেই গড়তে পারেন নিজের ক্যারিয়ার, নিজের ইতিহাস।

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাঠুরিয়া ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চিতেই আজ কত যুবক চষে বেড়ায় শুধু একটি চাকরির জন্য। এলোকেশি চুলে, সভ্যতা ভুলে যে মেয়েটির জন্য সে রাজপথে হেঁটে হেঁটে গোলাপ কিনেছিল, আজ সে শুধু পত্রিকা কিনে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তির জন্য। একটা "লাভলেটার" এর চেয়েও এই মুহূর্তে একটি "এপয়েন্টমেন্ট লেটার" জীবনে খুব দরকার। জীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখ হল, আপনার ব্যর্থতার পর একজন অযোগ্য ব্যক্তিও আপনার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, পথভ্রষ্ট ছেলেটিও আপনাকে কাজের ভুল আবিষ্কার করে দিতে চাইবে। আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির যত্ন নিতে হবে, যেন সময়মত সকল হতাশা আর নেগেটিভ লোকদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলতে পারেন- ইয়েস! আমি পেরেছি। শুধু অপেক্ষা সেই একটি দিনের।

BanglaBook.org

কাদামাটি থাকলে তা দিয়ে আপনি দেবী দূর্গাও বানাতে পারেন কিংবা চাইলে হিংস্র অসুরও বানাতে পারেন। কাদামাটি কিন্তু একই, চয়েসটা শুধু আপনার। পৃথিবীর যেকোন অসাধ্য কাজ হাতের মুঠোয় চলে আসে এমন চয়েস দিয়েই। জীবনটা আপনার, সিদ্ধান্তও আপনার। আজ থেকে কয়েক বছর পর আপনি কি পরিচয়ে নিজেকে দেখতে চান, তার চয়েসও সিদ্ধান্ত আজকেই নিতে হবে।

হতাশার চৌকাঠ পেরিয়ে যখন আপনি বলছেন চাকরি নেই, কিন্তু তখন চাকরি বলছে আপনি নেই। আপনি যখন বলেছেন চাকরি মানে সোনার হরিণ, অন্যদিকে চাকরি নিজেই বলছে আপনিই সেই সোনার হরিণ। আপনাকে খুঁজতে সরকারি ওয়েবসাইটে চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে হয়। আপনিই সেই সোনার হরিণ যাকে খুঁজতে চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়, আলাদা বোর্ড গঠন করে। আমি বিশ্বাস করি, চাকরি পেয়ে আপনার যতটা না গৌরবের হয়,

আপনাকে চাকরিতে নিতে পেরে সেই প্রতিষ্ঠানের আরো বেশি গৌরববোধ হয়। তাহলে এবার আপনিই বলুন- কে সোনার হরিণ আর কে শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে!

প্রতিদিন নানা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসে পত্রিকায়। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। জজ/ম্যাজিস্ট্রেট/এএসপি/ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসব নিয়োগ কার জন্য? অবশ্যই আপনার জন্য। শুধু আপনি স্বপ্ন পূরণ করবেন বলেই প্রতিদিন এতো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসে সরকারি ওয়েবসাইটে। আপনার পাশের যে বিলাস বহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শপিং সেন্টারটি আছে, বলুন তো সেটা কার জন্য তৈরি? সেটা জনাব আপনার জন্যই তারা সাজিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী রেস্টুরেন্টটি দেশি-বিদেশী খাবার তারা সাজিয়ে রেখেছে শুধু আপনার জন্য। শুধু আপনি থাকবেন বলে চারিদিকে তৈরি হচ্ছে বিলাসবহুল বাসা। কিন্তু আপনি প্রস্তুত তো এসব উপভোগ করার জন্য?

এক বিখ্যাত লোক একবার বলেছিলেন, তিনি- "প্রাইমারিতে ২বার ফেল, মাধ্যমিকে ৩বার; ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায়ও ৩বার ফেল। চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়ে ৩০ বার ব্যর্থ হয়েছি আমি। চীনে যখন কেএফসি আসে তখন ২৪জন চাকরির জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যে ২৩জনের চাকরি হয়; শুধু একজন বাদ পড়েন, সেই একজনই আমি। এমনও হয়েছে কোথাও চাকরির জন্য ৫জন আবেদন করেছেন, তার মধ্যে ৪জনেরই চাকরি হয়, বাদ পড়েছি শুধু আমিই। এই কথাগুলো বলেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী "জ্যাকমা"। জীবনের অল্প কয়েকটি ব্যর্থতাই আপনি যখন হতাশ হয়ে পড়েন তখন আমি জ্যাকমাকে তুলে নিয়ে এসে আপনাকে বলছি, তিনিই সে ব্যক্তি যাকে ব্যর্থতা পরাজিত করতে পারেনি। বরং তিনিই ব্যর্থতাকে ব্যর্থ করে ইতিহাসের পাতায় সফল হয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

মহানায়কের জন্ম তখনই হয়, যখন ব্যর্থতা তাকে ঘিরে রাখে, আশাবাদী মানুষেরাও তার প্রতি আশা ছেড়ে দেয়, কাছের মানুষগুলো দূরে সরে যায়, কিন্তু একদিন সবাইকে চমকে দিয়ে সেই ব্যর্থ ছেলেটিই হয়ে যায় শীর্ষ সফল ব্যক্তি। কী জনাব সিনেমার গল্প মনে হচ্ছে? ৩৪তম বিসিএস- এ সবার শীর্ষে থাকা ওয়ালিদ, ৩৩তম বিসিএস প্রিলিতে টিকতে পারেনি। ৩০তম বিসিএস- এ প্রথম হওয়া ব্যক্তির অনার্স শেষ হওয়ারই কথা ছিল না, যাও অনার্স শেষ হল তাও আবার ২.৭৪ নিয়ে। তাঁর ভাষ্যমতে তাকে নিয়ে এরপর কেউ স্বপ্ন দেখেনি। অথচ সেই ব্যক্তিটি বিসিএস-এ ১ম হয়ে আজ অন্যদের স্বপ্ন দেখায়। এভাবে অনেক নায়কের জন্ম হয়েছে ব্যর্থতার সিঁড়ি বেয়ে। শুধু তাই নয়, অনার্স পড়তে না পারা যে ডিগ্রী পাশ করা জনাব আবদুল আউয়াল ২৯তম বিসিএস-এ ১ম হয়ে দেখিয়ে দিল, সফল হওয়ার জন্য নামিদামী ভার্সিটি বা নামিদামী সাবজেক্ট নয়; একটি স্ট্রং স্বপ্ন দরকার। গর্ভবতী সুপর্ণা আগের রাতে সন্তান জন্ম দিয়ে পরের দিন আবার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, ৩৫তম বিসিএস-এ কোয়ালিফাই হতে

পেরেছিলেন। ৯ মাসের গর্ভবতী সুপর্ণা যদি ৩৫তম বিসিএস-এ প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা লিখিত পরীক্ষা দিতে পারে, শুধু তাই নয় শেষ পরীক্ষার আগের দিন রাতে সন্তান জন্ম দিয়ে আবার পরের দিন অসুস্থ শরীরে ৩ ঘণ্টা লিখিত পরীক্ষা দিয়ে মেধাতালিকায় ১১তম হতে পারে; তবে ইতিহাসে আর কী এমন অসাধ্য থাকতে পারে। যেখানে বিসিএস- এ আবেদন করেই অনেকেই লিখিত পরীক্ষা দেয়ার সাহস পায় না, সেখানে সুপর্ণা আগের দিন সন্তান জন্ম দিয়ে পরের দিন ৩ ঘণ্টার পরীক্ষা দিয়ে জাতীয় মেধাবীদের মধ্যে ১১তম হয়ে যায়। এই মুহূর্তে যদি আমি আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলি- উল্টে দিয়ে ভাগ্য চাকা, চলুন নিজেরাই আঁকি ভাগ্যরেখা। তবে কী হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন? নাকি দাঁতের সাথে দাঁত চেপে, হাত তুলে বলবেন- "ইয়েস! আমি পারবোই"। যখনই হতাশ হবেন তখনই হতাশাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে গর্জে উঠে বলবেন-I will win not immediately but definitely.

সফলতার স্থপতি

আসুন ভাগ্যরেখাকে চ্যালেঞ্জ করি। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি কে? রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, নাকি বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প? নাকি আপনি মনে মনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী কিংবা বিল গেটসকেই শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর ব্যক্তি ভাবছেন? পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ভ্লাদিমির পুতিন নয়, বারাক ওবামা কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্পও নয়। এমন কি নরেন্দ্রমোদী কিংবা সম্পদের সম্রাট বিল গেটসও নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হলেন তিনি, যাকে এই মূহুর্তে আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবেন। অর্থাৎ আপনিই সেই শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আপনি যেমনটি চাইবেন, আপনার পৃথিবী ঠিক তেমনটিই হবে।

আপনি কি হতে চান- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশের এসপি, ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসক, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সচিব? আপনি ঠিক তাই হতে পারবেন, যা আপনি হতে চাইবেন। বারাক ওবামা চেয়েছেন বলেই কেউ ম্যাজিস্ট্রেট হয়নি, ভ্লাদিমির পুতিন চেয়েছেন বলেই কেউ বিচারপতি হননি, বিল গেটস চাননি বলে কারো সচিব হওয়া আটকায়নি, ডেনাল্ড ট্রাম্প সুপারিশ করেনি বলে কারো জেলা প্রশাসক কিংবা ডিসি হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। জেলা প্রশাসকের ঐ সম্মানীত জেলা প্রশাসক কিংবা সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি, পুলিশের সম্মানীত চৌকস অফিসার এস পি কিংবা সম্মানীত ম্যাজিস্ট্রেট- তারা প্রত্যেকেই এমন অবস্থানে পৌছাতে পেরেছেন শুধু নিজেরা চেয়েছেন বলেই। ইয়েস, আবারো বলছি এবং খুব জোর দিয়েই বলছি- শুধু তারা নিজেরা চেয়েছেন বলেই এবং সে অনুযায়ী পড়াশুনা ও শ্রম দিয়েছেন বলেই তারা

BanglaBook.org

আজ প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় সফল।

এখন জনাব, আমার প্রশ্ন আপনার কাছে, আপনিও আপনার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হতে চান কি না? আপনিও আপনার স্বপ্ন পূরণ করে সফল হতে চান কি না? বিশ্বাস করেন, যদি আপনি চান তবে আপনার সফলতায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে এমন কেউ নাই। বৃষ্টির কারণে যে আপনি স্কুলে যেতে চাননি; সে একই বৃষ্টিতে আপনার ক্লাসের কেউ একজন সব ক্লাস করে পরীক্ষার ফার্স্ট হয়ে যায়। শুধু আপনার আগ্রহ না থাকাতেই বৃষ্টি আপনার কাছে বাঁধার দেয়ালে হয়ে দাঁড়াল। আর একই বৃষ্টিতে ভিজে কেউ ফার্স্ট হয়ে গেল। বৃষ্টি কিন্তু একই; অথচ কারো অলসতা ও অনীহায় সেটি হয়ে যায় দুর্যোগের এবং অন্য কারো চ্যালেঞ্জ ও স্বপ্ন পূরণে তা হয়ে যায় সুযোগ। আবরো বলছি- বৃষ্টি কিন্তু একই। একে আপনি চাইলে দুর্যোগও বানাতে পারেন কিংবা আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছা আর চ্যালেঞ্জে সেই দুর্যোগটিই হয়ে যেতে পারে বড় সুযোগ। জীবন আপনার, চয়েস আপনার। অতএব সিদ্ধান্তও আপনার।

আপনি যখন ভাবছেন- যদি একবার 'সুযোগ' পায় হবে তবে আমিও সফল হতে পারবো। ঠিক সেই মূহুর্তে একটু ইতিহাস খুঁজে দেখেন সফলরা সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। সুযোগ কখনো আসেনা, সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়। শুধু তাই নয়, সুযোগ আসার মত সুযোগটিও আপনাকেই সৃষ্টি করতে হবে।
ধরুন, আপনি গত ১ বছর ধরে একটি সরকারি চাকরির জন্য অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ আগামীকাল জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দেখতে পেলেন চাকরির বিশাল এক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। আপনিও খুশিতে আত্মহারা। কিন্তু সমস্যাটি হল এই নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আপনি প্রস্তুতি নেননি কোনো পড়াশুনা করেননি। যেহেতু আপনার প্রস্তুতি নেই, এ বিষয়ে আপনি পড়াশুনাও করেন নি; সুতরাং এ পরীক্ষায় আপনার কোয়ালিফাই হওয়ার কোনো চান্স নেই। তবে যারা গত ১ বছর ধরে পড়াশুনা করে সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিবে, তারাই কোয়ালিফাই হয়ে হয়ে এস.পি ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী জজ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজীবী, বিসিএস ক্যাডার অফিসার ইত্যাদি হিসেবে নিয়োগ পাবেন। তাহলে ঘটনাটি কি দাঁড়াল? যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আপনার জন্য শুধুই একটি বিজ্ঞপ্তি হয়ে রইল। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতে পারেননি বলেই, আপনি সুযোগ আসার মত সুযোগটি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নিজেকে প্রস্তুত রাখার মানেই হল সুযোগ আসার পথটি নিজ হাতে তৈরি করে রাখা।

একারণেই আমি বিশ্বাস করি- ব্যর্থরা যখন সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে, সাহসীরা তখন শ্রম ও মেধা দিয়ে নিজেরাই সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে জীবনে আসলে সুযোগ বলতেই কিছুই নেই। আপনি যেটিকে সুযোগ বলছেন, আমি বলছি সেটিকে আপনার কাজের স্বীকৃতি।

BanglaBook.org

Better Work, Best Challenge

(ফলোয়ার থেকে আইকন)

আমরা সবাই শ্রেষ্ঠ হতে চাই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ কাজটি করতে চাইনা। মানুষের চাওয়া এবং সফল হওয়ার মাঝে মধ্যেখানে যে সময়টুকু থাকে তার নামই হল কাজ। আপনি যদি আপনার কাজকে শ্রেষ্ঠ ভালবাসাটুকু দেন, তবে আপনার সেই কাজই আপনাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেব গড়ে তুলবে।

আপনি আজ যা নিজের প্রয়োজনে নিজে ভালোবেসে করছেন, কাল সেই কাজটিই অন্যদের কাছে ক্যারিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। আপনি যা খুশি করেন, তবে ভালবেসে করেন। আপনার প্রতিটি কাজই একদিন লক্ষ-কোটি ডলারের বিনিময় হবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করবে। বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটি? পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছে? আচ্ছা বর্তমানে যারা বিউটি পার্লারে বিউটিশিয়ান হিসেবে ক্যারিয়ার গড়েছেন তারা আসলে কি কাজটি করছেন? পৃথিবীর শুরুতে তো মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির এত প্রয়োজন ছিল না। তখন তো মানুষ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রসাধনী দেয়া তো দূরে থাক, নিজের দেহ ঢাকার জন্য কাপড় পর্যন্ত ছিল না। পৃথিবীর শুরুতে মানুষ গাছের বাকল পরিধান করত। তাহলে সভ্যতার বিবর্তনের এত পড়ে এসে বিউটি পার্লার এত জনপ্রিয় হল কীভাবে। দেশের হাজার হাজার তরুণী হঠাৎ করে বিউটিশিয়ান হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে কেউ শুধু নিজেকে সুন্দর রাখতে এই সাজের ব্যাপারটি এল। তারপর কাজ এক থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বর্তমানে টিভিতে অনুষ্ঠান দেখা যায় বিউটিশিয়ান সেলিব্রেটি কানিজ আলয়াস খানকে। তারা কি করেছেন? কেন আজ অনেকেই তাদের মত ক্যারিয়ার গড়তে চাই? শুধু তাই নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারীরা এই বিউটি পার্লারের মাধ্যমেই আত্মনির্ভশীল হচ্ছে। তারা আসলে বিশেষ কিছু করেন নি। মাইক দিয়ে প্রচারণা চালান নি, অন্যান্য পণ্যের মত ঢালাও বিজ্ঞাপন দেননি। তারা শুধু নিজের কাজটিকে ভালবেসে করেছেন। আর এভাবেই মানুষের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাটা প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করল। বিউটিশিয়ান হিসেবে নারীরা ক্যারিয়ার শুরু করতে লাগল। তাই বলছিলাম, আপনি যদি আপনার কাজকে ভালোবাসা দেন, তারপর সেই কাজই আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিবে।

পৃথিবীর যত বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন, এরা কেউ বিখ্যাত হওয়ার জন্য কিছুই করেননি। এমনকি কাজ করার সময় তাদের চিন্তা-চেতনায় জনপ্রিয় হওয়ার বিন্দু মাত্র বাসনাও ছিল না। তবে তারা তাদের কাজের প্রতি ডেডিকেটেড ছিল, তারা

BanglaBook.org

তাদের কাজকে ভালবাসতেন। আর পরবর্তীতে কাজেই তাদের বিখ্যাত করে তুলল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টাকার জন্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখেননি। মহাত্মা গান্ধী, ক্ষুধিরাম, প্রীতিলতা, মাষ্টার দা সূর্যসেন এরা নিছক জনপ্রিয়তার আশায় আন্দোলন সংগ্রাম করেননি। আলফ্রেড নোবেল শুধু টাকার জন্য ডিনামাইট আবিষ্কার করেননি। এরা প্রত্যকে কাজ করেছেন কাজকে ভালবেসে। আর তাদের সেই কাজই আজ তাদের এত জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে।

বেসরকারি যেসব মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আছে, সেখানে প্রমোশন হয় কিসের ভিত্তিতে? এক কথায় বললে বলা যায়, আপনার পারফরম্যান্স এর উপরই নির্ভর করবে আপনার প্রমোশন। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য আপনাকে একবার পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু বেসরকারি চাকরিতে আপনাকে প্রতিদিনই পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হয় আপনি যোগ্য। এসব কোম্পানি আপনাকে লক্ষ টাকা বেতনের অফার করে। কেন এত টাকা বেতনের অফার করে? সোজা কথায় বলতে গেলে-এরা আপনাকে নয়, আপনার পারফরম্যান্সকেই বেতন/সম্মানী দেয়। যে মুহূর্তে আপনি নিজের পারফরম্যান্স প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন তারপর মুহূর্তে আপনার চাকরি থাকার আর কোন কারণ নেই। যদি এই মুহূর্তে আপনাকে প্রশ্ন করি- আপনি কেন চাকরি করছেন?

* শুধু টাকার জন্য?
* চাকরিটি টিকিয়ে রাখার জন্যই চাকরি করছেন?
* ভালবেসে, ভালো ক্যারিয়ার গড়তে?

যদি শুধু টাকার জন্য চাকরি করেন কিংবা জাস্ট চাকরিটি টিকিয়ে রাখতেই কাজ করেন তবে আপনার পক্ষে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। আপনি সুযোগ পেলেই কাজ ফাঁকি দিবেন, যা কোম্পানির জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। অপরদিকে আপনি যদি ভালবেসে, ভালো ক্যারিয়ার গড়তে কাজ করেন তবে আপনি কোম্পানিকে অনেক কিছুই দিতে পারবেন। আর বিনিময়ে কোম্পানির ভালবাসা দ্বিগুন হারে ফেরত পাবেন অর্থাৎ প্রমোশন পাবেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবেই অনেককেই দেখেছি যাঁরা বেসরকারি কোন লিডিং বা যে কোম্পানি কিংবা মাঝারি মানের কোম্পানিতে যে পদে চাকরিতে জয়েন করেছে তারা মাত্র ২ বা ১ ধাপ উপরে যেতে পারে। আর বেশি দূর যেতে পারে না। আর এভাবেই মাত্র ২/১ ধাপ প্রমোশন নিয়েই চাকরি জীবনের ইতি টানে। আবার অন্য দিকে দেখা যায় একই পদে একই সময়ে জয়েন করে তারই বন্ধু/ সহকর্মী ঐ কোম্পানির ম্যানেজার কিংবা তারও উপরের পদে পৌঁছে যায়। অথচ ২ জনেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা একই। পার্থক্য শুধু পারফরম্যান্স। আপনি ভালো পারফরম্যান্স তখনই দিতে পারবেন যখন আপনার কাজের প্রতি ভালবাসা থাকবে। আর এভাবেই কাজের মধ্য দিয়েই আজকের ফলোয়ার হয়ে উঠে আগামীদিনের আইকন।

BanglaBook.org

সুখ আপনার ভাবনায়; ঘটনায় নয়

আমরা সবাই সুখি হতে চাই। অথচ মজার ব্যাপার হলো আমরা কেউ কখনো নিজেদের সুখি বলতে পারি না। আপনাকে সুখ কে দিবে? পৃথিবীর কোনো মানুষের কী সাধ্য আছে সুখ দেয়ার? সুখ দেওয়া যায় না, নেওয়া যায় না। সুখ অনুভব করতে হয়। পৃথিবীর কেউই আপনাকে সুখ দিতে পারবে না, যতক্ষণ না আপনি নিজে সুখি অনুভব করছেন।

আপনি নিজে সুখি হতে চান, তবে আপনি সুখে আছেন এমন একটা ভাব আপনার মাঝে রাখতে হবে। আপনি যদি খুব সামান্য বিষয়েও হাসতে পারেন কিংবা বিনা কারণে নিজে নিজে হাসতে পারেন তবে ঐ হাসির মুহূর্তটুকুতে আপনার শরীরে কিছুটা হলেও ভালো বোধ করবেন। বলছিলাম- আপনার সুখে থাকতে হলে আপনাকে সুখে আছেন এমন ভাব রাখতে হবে। কেন বললাম কথাটি? আচ্ছা, যারা বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে অফিসার/উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থী হিসেবে ভাইভা দিতে যান, তারা কি ধরনের পোষাক পরে যান? তারা প্রত্যেকে খুব সুন্দর ও মার্জিত পোষাক পরে যান, শার্টের সাথে অবশ্যই মানানসই টাই পরে যান। কেউ কেউ কোটও পরেন। প্রশ্ন হল- কেন তারা ভাইভা দিতে গিয়ে সুন্দর শার্ট, প্যান্ট, টাই, কোট ইত্যাদি পরেন? যারা ভাইভা পরীক্ষা দিতে যান তারা তো বেকার। তাদের তো এত ভালো পোষাক থাকার কথা না। বা এত ভালো পোষাকটাই তো বেমানান। আবার নিয়োগদাতা ব্যক্তিরা চান আপনি কোট, টাই ও মার্জিত পোষাক পরে ভাইভা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন। কেন এমনটি হয়? কারণ, আপনি যদি অফিসার হতে চান বা অফিসার হওয়ার জন্য ভাইভা দিতে চান, তবে আপনার পোষাকও অফিসার সুলভ ভাব থাকতে হবে। তার মানে বিষয়টি কি দাঁড়াল? আপনি যত বড় অফিসার হতে চান, ঠিক তত বড় অফিসারের মত ভাব আপনার নিজের মাঝেই রাখতে হবে অফিসার হওয়ার আগেই।

এবার আসুন সুখের ব্যাপারে। অফিসার হওয়ার জন্য যেমন আপনি অফিসার হওয়ার আগেই অফিসার সুলভ ভাব আনছেন নিজের মাঝে; ঠিক তেমনভাবে যেমনটি সুখি হতে চান ঠিক তেমনই সুখে আছেন এমন ভাব নিজের মাঝে রাখতে হবে। আপনি নৌবাহিনীতে চাকরি করতে গেলে আপনাকে আগে থেকেই সাঁতার জানতে হবে। এখানে আপনার এটা বলার সুযোগ নাই যে, নৌবাহিনীতে চাকরি পাওয়ার পরই তো সাঁতার প্রয়োজন, তাহলে আগে থেকে কেন সাঁতার জানতে হবে? সুখের ব্যাপারটিও এমন। যেমন সুখ চান তেমন সুখের অভিনয় করুন।

সুখ নিজ থেকেই অনুভব করতে হয়। যদি আপনি বলেন আপনি গরীব তাই আপনি সুখি নন; তাহলে কোটিপতি বড় লোকেরা কেন অসুখি, তাদের তো টাকার অভাব নেই। সাধারণত দেখা যায় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিন্তার কারণে যেসব স্ট্রোক করা রোগী যান, তাদের অধিকাংশই ধনাঢ্য ব্যক্তি। তারা কেন চিন্তায়

BanglaBook.org

স্ট্রোক করে? যদি বলেন আপনার লেখাপড়া কম তাই আপনি অসুখি, তাহলে অনেক বড় বড় অফিসারের দিকে তাকান, দেখবেন তাদের চেহারায় চিন্তার ভাব। আপনার বন্ধুর ছেলে পরীক্ষায় এ প্লাস পেল, আপনার ছেলে কেন পায় না? আপনার পাশের বাসার ভদ্রলোকটি ডিবির লটারি পেল, আপনি কেন পেলেন না? এমন সব ভাবনায় আমাদেরকে সুখি হতে দেয় না। আমরা সব সময় নিজেদেরকে অন্যের সাথে তুলনা করে ক্রমাগত অসুখি করে তুলেছি। আপনার তুলনা আপনি নিজেই। আপনি যত বেশি নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করবেন তত বেশি সুখ হারাবেন। অনেকেই বলেন চারপাশের নানান ঘটনা, ব্যক্তিগত ব্যর্থতাই তাদের অসুখি হওয়ার মূল কারণ। কোনো ঘটনা মানুষকে দুঃখ দিতে পারে না আবার আনন্দও দিতে পারেনা। ঘটনাকে আপনি কিভাবে দেখছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিই আপনাকে সুখি কিংবা দুঃখি করবে। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ এ দু'টোই আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল,ঘটনায় নয়। আপনার বন্ধুর সাফল্যে আপনি যদি কষ্ট পান, মনে হিংসা জাগে, তবে ঐ মূহুর্ত থেকে আপনার নেগেটিভ চিন্তা শুরু হবে এবং অসুখি হবেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার বন্ধুর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হোন তবে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুখ অনুভব করেন। এখানে ঘটনা কিন্তু একই- বন্ধুর সাফল্য! কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হওয়ার কারণেই আপনার সুখি হওয়া আর অসুখি হওয়া নির্ভর করছে। এক কথায় বলতে গেলে সুখ কিংবা দুঃখ ২টির চাবিকাঠি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতেই; ঘটনায় নয়। তাই ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে আপনি ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রণ করুন।

আমার যখনই হতাশ আসে কিংবা কোনো কিছুর ব্যর্থতা বা না পাওয়ার যন্ত্রণায় মন বিষণ্ন হয়ে উঠে, তখন আমি নিচের লেখাটি পড়ি.....

"যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে,
যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে,
যা হবে তাও ভালোই হবে।
তোমার কি হারিয়েছে, যে তুমি কাঁদছ?
তুমি কি নিয়ে এসেছিলে পৃথিবীতে,
যা তুমি হারিয়েছ?
তুমি কি সৃষ্টি করেছ, যা নষ্ট হয়ে গেছে?
তোমার আজ যা আছে, কাল তা অন্য কারো ছিল,
পরশু সেটা অন্য কারো হয়ে যাবে।
পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম।"

পৃথিবীতে আমরা আসার সময় শুধু বিধাতা প্রদত্ত দেহটি নিয়ে এসেছিলাম। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত আপনার দামী পোশাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, ভালো বাড়ি, নতুন মডেলের গাড়ি কিংবা প্রেম, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সুখ্যাতি- সবই আপনি নিজে অর্জন করেছেন এই পৃথিবী থেকেই। যে চাকরিটি আজ আপনার, একদিন সে পদে অন্য

BanglaBook.org

কেউ ছিল। আপনার প্রমোশন বা অবসরের পর ঐ একই পদে কাল অন্য কেউ বসবে এটাই তো নিয়ম। অতএব এই পৃথিবীতে এসে আপনি কিছুই হারাননি; শুধুই অর্জন করেছেন।

একবার নাসিরউদ্দিন হোজ্জাকে এক লোক প্রশ্ন করেছিল– জীবন সুখি হতে হলে কোন বিষয়টা আমাদের মনে রাখা উচিত আর কোন বিষয়টা ভুলে যাওয়া উচিত? তিনি বললেন– জীবনে যদি কারো উপকার করেন, তবে সেটি চিরজীবনের জন্য ভুলে যাবেন। যদি কখনো কারো উপকার পান তবে সেটি সারাজীবন মনে রাখবেন।

আপনি কত আক্ষেপ করছেন অন্যের সুখ দেখে, বাড়ি-গাড়ি দেখে। আপনি মনে মনে বিধাতার উপর আক্ষেপ করে বলছেন– বিধাতা আমাকে কিছুই দেয়নি। জন্মের পর থেকে এই পর্যন্ত কী পরিমাণ ফ্রিতে অক্সিজেন নিয়েছেন আপনি, তা আপনার জানা আছে? একবার মেডিকেল গিয়ে দেখুন তাদের কত বেশি টাকা প্রদান করতে হয় সিলিন্ডার অক্সিজেনের জন্য। অথচ বিধাতা আপনাকে যে এতবছর পর্যন্ত ফ্রিতে অক্সিজেন দিল তার বিনিময়ে কি আপনাকে কোনো টাকা প্রদান করতে হল? প্রতিমাসে হাজারখানেক টাকা আপনাকে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। অথচ সেই জন্মের পর এখনো পর্যন্ত দিনে সূর্যের আলো আর রাতে চাঁদের আলোর জন্য আপনি কতটাকা প্রদান করেছেন? এক টাকাও না। এসব বিধাতার উপহার আপনার জন্য। এসবের জন্য আপনাকে কোন টাকা দিতে হয় না। যদি এসব আলো, অক্সিজেনের জন্য আপনাকে টাকা প্রদান করতে হতো, তবে একবার ভাবুন এই পৃথিবীতে আপনি কতদিন টিকে থাকতে পারবেন? আমরা সব সময় অন্য একজনকে দেখেই নিজেকে অসুখি ভাবতে শুরু করি। নিজের সুখটা কখনো নিজেরা দেখি না। যে কৃষকের মাথার উপর দিয়ে বিমান উড়ে যায়, সেভাবে বিমানে বসে থাকা লোকগুলো বিদেশে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করবে। আর আমি কত অসুখী। অন্যদিকে বিমানে বসা যাত্রিটি ভাবছে দেশে থেকে সামান্য কৃষি কাজ করতে পারলেও অন্তত কাছের মানুষদের কাছে থাকতে পারতাম, প্রতিদিন তাদের সাথে সময় কাটাতে পারতাম। বিদেশে নিঃসঙ্গ জীবন কতই না কষ্টের। দেশের একজন কৃষকও আমার চেয়ে অনেক সুখি।

দেখুন আমরা কেউই সুখি হতে পারছি না শুধু অন্যের দিকে তাকিয়ে। অথচ আমরা চাইলেই আমাদের ভাবনাকে পরিবর্তন করে নিজেদের সুখি ভাবতে পারি।

Hidden Key Of Success
(নিজেকে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠত্বে আনয়নের চাবিটি)

পানিকে বিশুদ্ধ করার জন্য ফিল্টার রয়েছে। কিন্তু মানুষকে বিশুদ্ধ করার কী আছে? কাপড়ের ময়লা দূর করতে আছে সাবান কিংবা ডিটারজেন্ট পাউডার। কিন্তু মানুষের ব্যর্থতা ময়লা দূর করতে কী আছে? কিছুই নেই। আপনি মানুষ; মানুষকে কোন যন্ত্র বিশুদ্ধ করতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সেই নিজেই নিজেকে বিশুদ্ধ করতে পারে। এখন শুধু প্রয়োজন কিছু ক্ষমতার। সম্মানীত পাঠক, দেখুন তো আপনার মাঝে নিচের গুণগুলো আছে কি না–

নিজের ভুল বের করার ক্ষমতা
ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা
সমলোচনা সহ্য করার ক্ষমতা
ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার ক্ষমতা
দোষ স্বীকার করার ক্ষমতা
অন্যকে প্রশংসা করার ক্ষমতা
নিজের সেরাটুকু খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা।

নিজের ভুল বের করার ক্ষমতা ঃ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক কে? নিউটন, আইনস্টাইন নাকি টমাস আলভা এডিসন? শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি কী– গতির সূত্র, বৈদ্যুতিক বাতি নাকি বিমান? আমি মনে করি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক নিউটন নয়, আইনস্টাইনও নয়, এমনকি টমাস আলভা এডিসনও নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক তিনিই, যিনি নিজের ভুলটি নিজেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন। পৃথিবীর সেরা ব্যক্তি সে নয়, যে অন্যেদের ভুল বের করতে পারে। পৃথিবীর সেরা ব্যক্তি সে, যে নিজের ভুলটি সবার আগে বের করতে পারে।

BanglaBook.org

আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের ভুলগুলো আবিষ্কার করতে পারছেন না। ভুল করা লজ্জার কিছু নয়। ভুল তো সে–ই করবে, যে কাজে হাত দিবে। যার কাজের প্রতি আগ্রহ–ই নাই, তার জীবনে না আছে ভুল, না আছে শুদ্ধ। সহজ বাংলায় সে একজন অলস। মানুষ মাত্রই ভুল করে। আপনি ভুল করেছেন? তার মানে আপনি একজন মানুষ। আর আপনি যদি আপনার ভুল স্বীকার করতে পারেন, তবে আপনি হবেন মহান মানুষ। ভুল স্বীকার করতে পারাটা মানুষের অনেক বড় গুণ।

কেন আপনি ভুল স্বীকার করবেন? কেন আপনি নিজের ভুল নিজে আবিষ্কার করবেন? আপনি যদি আপনার নিজের ভুলটি নিজেই আবিষ্কার করতে পারেন এবং ভুল স্বীকার করতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, ও একজন সুশীল, সুন্দর মনের মানুষ হিসেবে সবার মনে ঠাঁই পাবেন। অহংকারী ব্যক্তির প্রাপ্তি বলতে শুধু নিজের মিথ্যা আত্মতৃপ্তিটুকুই থাকে; কিন্তু একজন বিনয়ী মানুষ সবার মনেই স্থান পায়। আপনি যদি নিজের ভুলটুকু বের করতে না পারেন, তবে তা আর সংশোধনের সুযোগ পাবেন না। আর যদি ভুল সংশোধন করতে না পারেন তবে সারাজীবন আপনাকে ভুলগুলো নিয়েই বসবাস করতে হবে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার; আপনি কি সারাজীবন ভুল নিয়েই বসবাস করবেন, নাকি ভুল সংশোধন করে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। মনে রাখবেন– Your last mistake is your best teacher.

সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা ঃ

সমালোচক কখনো কারো ক্ষতি করতে পারে না। আমরা সাধারণত সমালোচকদের সহ্য করতে পারি না। কারণ তারা আপনার ভুলগুলোই সবাইকে বলে বেড়ায়। আমরা সবাই পরিপক্ক ও ভালো মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই। আমরা সবাই মনে করি আমাদের মাঝে কোন ভুলত্রুটি বা অন্যায় বা নেগেটিভ কিছু থাকবে না। আপনার মাঝে যেসব ভুলত্রুটি আছে তা হয়তো আপনার চোখে পড়ে না। কিন্তু আপনার মাঝেও ভুলত্রুটি রয়েছে। আপনার কাছের মানুষগুলোও আপনার ভুলত্রুটিগুলো আপনাকে দেখিয়ে দেয় না। যদি আপনি তাতে কিছু মনে করেন এই ভেবে। তাহলে আপনার দোষগুলো আপনি কিভাবে সংশোধন করবেন? এক্ষেত্রে সমালোচকই আপনার একমাত্র ব্যক্তি যে আপনার দোষ ত্রুটি ও ভুলের হিসেব রাখে। যদিও সে অসৎ উদ্দেশ্যে কাজটি করে; কিন্তু সমলোচনার কারণেই আপনি নিজেকে ভুল থেকে, খারাপ কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।
আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন, সমালোচনা তারই হয়, যিনি অনেক বেশি আলোচিত হওয়ার যোগ্য। আপনার পাশের গ্রামের লোকটি সারাদিন অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করলেও তাকে নিয়ে দশ জন মানুষও সমালোচনা করে না। অথচ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নারী বিরোধী দু'টা কথা বললেই তাকে নিয়ে টাক–শো হয়, পত্রিকায় লেখালেখি হয়। এর কারণ কী? এর কারণ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার পাশের গ্রামের লোকটির চেয়েও হাজার গুণ বেশি জনপ্রিয় ও বিখ্যাত।

আপনার সমালোচকদের সংখ্যা তত বেশি হবে, যত বেশি আপনি জনপ্রিয় আর বিখ্যাত হবেন। মনে রাখবেন– দুষ্ট ছেলেরা সেই গাছেই বেশি ঢিল ছুঁড়ে, যে গাছের ফল খুবই মিষ্টি হয়।

BanglaBook.org

ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ঃ

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে- No Risk, No Gain. ঝুঁকি সবাই নিতে পারে না। ঝুঁকি নেওয়ার জন্য সাহস ও কাজের প্রতি আন্তরিকতার দরকার হয়। যার সাহস ও কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকে, তিনি তো এমনিতেই সফল হোন। আপনি ঝুঁকি নিয়েছেন? তার মানে ঐ কাজের প্রতি আপনি অনেক আন্তরিক। এক মনীষি এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার কথা বলেছেন-

Take risks in your life
If you win, you can lead
If you lose, you can guide.

জীবনে যারা বড় বড় পর্যায়ে সফলতা এনেছেন, তাদের অনেকেই বড় বড় ঝুঁকি নিয়েছেন। আপনি কত বড় গাছ কাটবেন সেটা নির্ভর করবে আপনি কত ধারালো কুড়াল এনেছেন তার উপর। ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্তটি আপনার সঠিক কি না তা আপনার কাজের উপর নির্ভর করছে। তবে মাথায় রাখবেন একটি সঠিক সিদ্ধান্ত আপনার আত্মবিশ্বাসকে দ্বিগুণ করবে। আর একটি ভুল সিদ্ধান্ত আপনার অভিজ্ঞতাকে দ্বিগুণ করে তুলবে। অতএব সিদ্ধান্ত যা-ই হোক তা আপনার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে।

ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার ক্ষমতা ঃ

একজন মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো ব্যর্থতাকে মেনে নিতে না পারা। আপনি যদি ব্যর্থতার পর সিস্টেমকে দোষ দেন, সমাজকে দোষ দেন, মানুষকে দোষ দেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি আরো একটি ব্যর্থতার জন্ম নিবেন। পুরনো ব্যর্থতা কি নতুন ব্যর্থতার জন্ম দিবে; নাকি নতুন সফলতার জন্ম দিবে তার পুরোটাই আপনার উপর নির্ভর করে। আপনার প্রতিটি ব্যর্থতায় হতে পারে আপনার এক একটি ট্রেনিং। আর এজন্য সম্ভবত টমাস আলভা এডিসন দশ হাজার বার ব্যর্থতার পর যখন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করলেন, তখন তিনি বললেন- আমি দশ হাজার বার ব্যর্থ হয়নি; বরং দশ হাজারটা পথ আবিষ্কার করেছি যে পথে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করা যায় না।

BanglaBook.org

প্রশংসা করার ক্ষমতা ঃ

পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ অন্যের সমলোচনা করা। আর সবচেয়ে কঠিন কাজ অন্যের প্রশংসা করা।

নিজের সেরাটুকু খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা ঃ

পৃথিবীর সেরা সার্চ ইঞ্জিন কি– গুগল, বিং নাকি পিপীলিকা? আমি মনে করি পৃথিবীর সেরা সার্চ ইঞ্জিন গুগুল নয়, বিংও নয় এমনকি বাংলা সার্চ ইঞ্জিন পিপীলিকাও নয়। পৃথিবীর সেরা সার্চ ইঞ্জিন হল সেই ব্যক্তি, যিনি নিজের সেরাটুকু নিজেই খুঁজে পান। গুগলে আপনি সার্চ করলে পৃথিবীর সব তথ্য পাবেন; শুধু পাবেন না আপনার সেরা ক্ষমতার খবর, পাবেন না আপনার সক্ষমতার খবর। যে ব্যক্তি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে, যে ব্যক্তি নিজের সক্ষমতাটুকু বুঝতে পারে সে–ই তো পৃথিবী জয় করতে পারে। যারা নিজেদের সক্ষমতার খোঁজ পেয়েছিল তাঁরাই তো এভারেস্ট জয় করেছেন, অল্প শিক্ষা নিয়েও বড় বড় বিজ্ঞানী হয়েছেন। সার্কাস কিংবা চিড়িয়াখানায় আগুন লাগলে সেখানকার হাতিটি কেন আগুনে পুড়ে মারা যায়? হাতির তো অসীম শক্তি। তাহলে সে কেন সামান্য একটা দড়ি কিংবা শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না? এর কারণ হলো জন্মের পর থেকেই তাকে একটা ছোট শিকল বা দড়ি দিয়ে সেখানে বেঁধে রাখা হয়। ফলে সার্কাসের মধ্যে সে যখন বড় হতে থাকে তখন সে– ভাবে, ঐ শিকল ছিঁড়ার ক্ষমতা ওর নাই। অথচ বনের হাতি অনেক শক্তিশালী শিকল ছিঁড়ার ক্ষমতা রাখে। যেহেতু ছোট থেকেই সার্কাসের হাতিটি বন্দী অবস্থায় বড় হয়। সে জানেই না বা সে বুঝতেই পারে না তারও যে শক্তিশালী একটা দেহ আছে। যদি সে নিজের সক্ষমতাটুকু বুঝতে পারত তবে সে সহজে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারতো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আপনার শ্রেষ্ঠ দুর্যোগই হোক শ্রেষ্ঠ সুযোগ

জীবন আপনাকে জীবিত রাখবে না, আপনি আপনাকে জীবিত রাখতে পারেন। জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাত আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে, স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিবে, চলার পথে থামিয়ে দিবে। এমনকি বারবার অপমান আর ব্যর্থতায় আপনাকে আপনার চ্যালেঞ্জ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। কিন্তু আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে, আপনি হোঁচট খেলেও উঠে আবার দোঁড়ানোর ক্ষমতা রাখেন। আপনি ব্যর্থতার শেষ সীমায় পৌঁছেও সফলতা ছিনিয়ে আনার কারিগর হয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন। আপনি ব্যর্থতাকেই ব্যর্থ করে দিতে পারেন, আপনিই প্রমাণ করতে পারেন শত বাধার পরও আপনি মহা-মূল্যবান।

ব্রিটেনে একবার এক প্রফেসর ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময় পকেট থেকে বিশ পাউন্ডের একটা নোট বের করে জিজ্ঞেস করল, কে কে এই নোটটি চাও?
পুরো ক্লাসের সবাই একসাথে হাত তুলল। এবার প্রফেসর সেই নোটটি ভাঁজ করে জিজ্ঞেস করল, এখন কে কে এই নোটটি চাও?
উত্তর সেই একই, সবাই চায়। এবার প্রফেসর নোটটা দুমড়ে মুচড়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে জানতে চাইলএবার বলো কে কে এই নোটনি চাও?
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তখন সবাই হাত তুলল। অবশেষে প্রফেসর নোটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ঘষে ঘষে একেবারে ডাস্টবিনের আবর্জনায় পরিণত করে দিয়ে বলল, এখন এই বিশ পাউন্ডের নোটটা কে কে চাও?
উত্তর এবারও সেই একই, সবাই হাত তুলল। তখন প্রফেসর জিজ্ঞেস করল- এই নোটটিকে এত কিছু করার পরও তোমরা প্রত্যেকে একে বারবার চাইলে। কেন চাইলে? একে একে সবাই উত্তর দিল। সবার সারমর্ম ছিল একটাই। এই নোটটি সুন্দর থাকলেও এটির যে মূল্য, নষ্ট হলেও এটির মূল্য একই থাকে। কারণ এর মূল্য ফিক্সড করায় আছে।
তখন প্রফেসর বললেন- আজকে তোমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা পেলে। তুমি হলে ঐ বিশ পাউন্ডের নোটটার মত, জীবন তোমাকে ব্যর্থ করে দিবে, নানান অঘটন তোমাকে হতাশ করতে চাইবে, কিন্তু তুমি যদি ঠিক থাক তবে তোমার মূল্য কখনো কমবে না। তুমি বেঁচে থাকবে, সফল হবে, এমনকি স্বপ্নগুলোও পূরণ হবে।

বাস্তব জীবনে কিছু ঘটনা শেয়ার করছি, যেগুলো হয়তো আপনারা জানেন অনেকেই। ২০০৯ সালে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, যার ইয়াহুতে জব করার ১২ বছর অভিজ্ঞতা ছিল; তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে চাকরির জন্য আবেদন করলে তাকে রিজেক্ট করা হয়। এরপর তিনি নতুন আশায় টুইটারে এ্যাপ্লাই করেন, কিন্তু সেখানেও সেই একই ব্যর্থতা। রিজেক্ট করা হলো তাকে।

BanglaBook.org

এত ভালো ডিগ্রি, এত ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরির জন্য চেষ্টা না করে, ইয়াহুর প্রাক্তন ছাত্রের সাথে মিলে একটা অ্যাপ তৈরি করেন। পাঁচ বছর আগে তাকে ফিরিয়ে দেয়া সেই কর্তৃপক্ষ ১৯ মিলিয়ন ডলারে তিনি তার অ্যাপটা বিক্রি করেন। এই সেই ব্রায়ান এক্টন, কোফাউন্ডার হিসেবে কাজ করছেন হোয়াটসঅ্যাপ–এ যখন তিনি ফেইসবুক থেকে রিজেক্টেড হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "এটা একটা চমৎকার সুযোগ অসাধারণ কিছু মানুষের সাথে পরিচিত হবার, এবার জীবনের নতুন অভিযানের দিকে আমার যাত্রা শুরু হল।" তিনি যখন টুইটার থেকে রিজেক্ট হলেন তখন তিনি বলেছিলেন– "কোন ব্যাপার না, এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়, অনেক পথ এখনো বাকি।" যেখানে ছোটখাটো একটু ব্যর্থতায় আমরা সফলতার আশায় ছেড়ে দিই, তখন এই ব্যক্তিটিই সফলতাকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছেন এত বড় ব্যর্থতার ভিড়েও। কিভাবে আনলেন এই সফলতা?

জাদুর কাঠি দিয়ে? নিশ্চয় না। তিনি নিজের প্রতি বিশ্বাস করেছিলেন, ব্যর্থতাগুলোকে পজিটিভলি নিয়েছেন বলেই আজ তিনি সফলতার সিঁড়ি বেয়ে স্বপ্নকে ধরতে পেরেছেন।

আরেক নারীর গল্প বলছি। যিনি হতাশাকে হতাশ করেছিলেন।

এই নারী যে তার একমাত্র বাচ্চা নিয়ে দ্বারে দ্বারে একটা চাকরির জন্য ঘুরছিলেন। তার বিবাহিত জীবন নিয়ে তিনি এতই যন্ত্রণায় ছিলেন যে, তাকে মানসিক চিকিৎসা পর্যন্ত নিতে হয়েছে। তিনি অনেক সাধনায় একটা বই লিখেন অনেক স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু ভাগ্যের এক এক নির্মম পরিহাস তার লেখা বই এর পাণ্ডুলিপি মোট ১২ জন প্রকাশক ফিরিয়ে দিয়েছে। "জাদুর শহর" নিয়ে লেখা বই দেখে অনেকে বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। এই নারী হলেন হ্যারি পটার সিরিজের স্রষ্টা– জে.কে.রাউলিং। যার লেখা বইকে একসময় কেউ প্রকাশই করতে চাইনি। পরবর্তীতে তার লেখার জন্য প্রকাশকরাই লাইন ধরে। একেই বলে সফলতা। যেখানে ব্যর্থতা এক পা বাড়াতে চাইবে, তখনই আপনার বিজয় বাসনা দ্বিগুণ করে দিতে হবে।

আগের লেখায় আপনাদের উসাইন বোল্টের কথা বলেছিলাম। যিনি বর্তমানে শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ হিসেবে পৃথিবীতে চমক সৃষ্টি করেছেন। ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে তিনি পৃথিবীর সর্বকালের দ্রুততম মানব হিসেবে পরিচিত। পাঁচবার স্বর্ণপদক জয়ী বিশ্ব রেকর্ড করা এই দৌড়বিদ যখন ২০০৮ সালে প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, তখন নির্দিষ্ট সময়ের আগে দৌড় শুরু করায় তাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেয়া হয়। একজন প্রতিযোগির জন্য এটা প্রচণ্ড অপমানের বিষয়। মাঠে গিয়ে পরাজিত হওয়ার চেয়েও খেলা থেকে বাদ পড়া খুব লজ্জাজনক।

কিন্তু পৃথিবীকে অবাক করে দেয়া তথ্যটি তিনিই সৃষ্টি করে দিলেন। যে মাঠে তিনি

অপমানিত হন, তার চেয়েও বড় মাঠের বড় প্রতিযোগিতায় তিনি কিংবদন্তী চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান।

এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে যারা ব্যর্থতাকে সফলতায় পরিণত করে অর্জন করেছে অসাধারাণ সফলতা। ব্যর্থতাকে ব্যর্থতা হিসেবে না নিয়ে অভিজ্ঞতা হিসেবে নিলে সেটা হয়ে যায় শিক্ষার একটা অংশ। আর শিক্ষা কখনো বিফলে যায় না। শুধু ব্যর্থতাকে স্বাভাবিক শিক্ষার অংশ হিসেবে নিয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে হয়। জীবন যেমনই হোক, নিজের মূল্য কখনো কমে না, যে পুড়ে যাওয়া ধাতু থেকে অলংকার বানাবে ভাবে, সে হয় কারিগর আর যে শেখে না তার কাছে সেটা পুড়ে যাওয়া ধাতু।

আপনি যখন এতিম বলে নিজেকে সফলতার অযোগ্য ভাবছেন, তখন আমি ইতিহাস থেকে আরেক পিতৃপরিচয়হীন যুবকের কাহিনী নিয়ে আসলাম আপনাকে জানাতে। তার একসময় থাকার কোনো জায়গা ছিল না। বন্ধুদের রুমের ফ্লোরে ঘুমাতেন। মানুষের ব্যবহৃত কোকের বোতল ফেরত দিয়ে পাঁচ সেন্ট করে কামাই করতেন, যেটা দিয়ে খাবার কিনতেন। প্রতি রোববার তিনি সাত মাইল হেঁটে হরেকৃষ্ণ মন্দিরে যেতেন শুধু একবেলা ভালো খাওয়ার জন্য।
তিনি অ্যাপল এবং পিকচার অ্যানিমেশ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও– স্টিভ জবস। যে তিনি এত মাইল পথ হেঁটে যেতেন শুধু বিনা পয়সায় খাবার খেতে, সে তিনিই আজ হাজার হাজার লোকের অর্থের যোগানদাতা। কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করছেন অনেকের। ইতিহাসের ব্যর্থতাকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রমাণ করলেন মানুষ তাই হতে পারে, যা সে স্বপ্ন দেখে।

আরেক যুবকের কথা বলছি– মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম।
তাঁকে বলা হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সফল ড্রপ আউট। স্যাট পরীক্ষায় ১৬০০ নম্বরে ১৫৯০ পান তিনি।
কিন্তু কম্পিউটার সফট্ওয়্যার তৈরির নেশায় তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম কাটান। ড্রপ আউট হওয়ার ৩২ বছর পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন তিনি। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউট হন, একটা সময় এসে সে একই বিশ্ববিদ্যালয় তাকে গুরুত্বপূর্ণ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়।
– তিনি হলেন বিল গেটস। যার নামাটাই অনেক বড় মোটিভেশন।
আরেকজন বাবার সাথে মুদি দোকান করত।
পরিবারের এতই অভাব ছিলো যে– স্কুল নাগাদ পড়েই তাকে থেমে যেতে হয়েছিলো। সেই ব্যক্তিই একসময় হয়ে উঠে বিরাট বিপ্লবী নেতা।
– তিনি হলেন চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে তুং।

BanglaBook.org

অভাবের তাড়নায় কুলিগিরি করত। একদিন বাসের কন্ট্রাক্টরের কাজের জন্য গেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। যে যুবকটি অংকে পারদর্শী নয় বলে বাসের কন্ট্রাক্টর হতে পারেনি, পরবর্তীতে সে-ই হয় ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী।

নাম তার জন মেজর। যে ব্যক্তিটি অল্প কিছু টাকার আশায় কাজ করতে গিয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সে তিনিই হয়ে গেলেন সে দেশের অর্থনীতির প্রধান হাতিয়ার। বিশ্বাস করেন এসব ঘটনার চাইতে পৃথিবীতে আশ্চর্যের ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না।

এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, তারাই হলেন ইতিহাসের সেরা কিংবদন্তী, যারা দুর্যোগকে বানিয়েছেন জীবনের সেরা সুযোগ।

পৃথিবীর সকল কিংবদন্তীদের জীবনে দুর্যোগ এসেছিল। তারা শুধু সেটাকে মেনে নিয়েছিল একটা ঘটনা হিসেবে। কিন্তু তারা সেটাকে কখনো জীবনের শেষ পরিণতি ভাবেননি। যার জীবনে যথ ব্যর্থতা, তার জীবনে সফলতাটাও বিশ্বব্যাপী। আসুন আরেক কিংবদন্তীর কথা শুনি।

মাত্র ৫ বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারান, ১৬ বছর বয়সে স্কুল থেকে ঝরে পড়েন, ১৭ বছরের মাথায় মোট ৪ বার চাকরি হারিয়েছিলেন। একবার নিজেকে এই অবস্থানে এনে দেখুন তো কেমন লাগে। যেখানে একটা চাকরি না পাওয়ার যন্ত্রণায় আপনি ক্রমাগত হতাশ হচ্ছেন, সেখানে তিনি সেই সোনার হরিণ পেয়েও চার চারটিবার চাকরি থেকে বিতারিত হলেন। কাহিনী এখানেই শেষ নই।

১৮ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করে তিনি নতুন জীবনের সুখের সন্ধান করতে লাগলেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি বাবা হন। সুখের একটু একটু আলো যখন তার জানালা দিয়ে প্রবেশ করছিল, ঠিক তখনই তাকে আরেক যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হল। সব কষ্ট ভুলে তিনি যখন চেয়েছিলেন তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে জীবনের বাকি সময়টুকু আনন্দে কাটাবেন, ঠিক সে সময়ই অর্থ্যাৎ ২০ বছর বয়সে তার স্ত্রী তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায় আর কন্যা সন্তানটিকেও নিয়ে যায় সাথে। তিনি আবারো একা হয়ে পড়লেন। তার জীবনে বারবার পেয়ে হারানোর যন্ত্রণাগুলোই এসেছে। না পাওয়ার চেয়েও মারাত্মক কষ্ট আর যন্ত্রণা দেয় পেয়ে হারানোর বেদনাগুলো।

পরবর্তীতে তিনি নতুন জীবনের সন্ধানে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং সেখানে ব্যর্থ হন। বেঁচে থাকার তাগিদে তিনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং সেখানেও সফলতার দেখা পাননি। জীবনের সব কিছু হারিয়ে এবার তিনি চাকরি নিলেন রেললাইনের কন্ট্রাক্টর হিসেবে, কিন্তু সেখানেও সুবিধে করতে পারেননি। বেশিদিন টিকতে পারলেন না সেখানেও। অবশেষে এক ক্যাফেতে রাঁধুনির চাকরি নেন। ৬৫ বছর বয়সে তিনি অবসরে গিয়েছিলেন।

অবসরে যাবার প্রথম দিন সরকারের কাছ থেকে ১০৫ ডলারের চেক পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল জীবন তাঁর মূল্যহীন। আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলেন তিনি। এরপর একটি গাছের নিচে বসে জীবনে কি কি অর্জন করেছেন তাঁর একটা লিস্ট বানাতে শুরু করলেন। হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো– জীবনে এখনো অনেক কিছু করবার বাকি আছে। আর তিনি বাকি সবার চাইতে একটা জিনিসের ব্যাপারে বেশি জানেন– আর সেটা হলো রন্ধনশিল্প।
তিনি ৮৭ ডলার ধার করলেন সেই চেকের বিপরীতে আর কিছু মুরগী কিনে এনে নিজের রেসিপি দিয়ে সেগুলো ফ্রাই করলেন। এরপর Kentucy প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে গিয়ে সেই ফ্রাইড চিকেন বিক্রি করা শুরু করলেন। পরবর্তীতে তার এই ফ্রাইড চিকেন এতটাই জনপ্রিয় হল যে, তাতেই জন্ম নিল KENTUCY FRIDE CHICKEN তথা KFC এর।

৬৫ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন আর ৮৮ বছর বয়সে এসে Colonel Sanders বিলিওনার হয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের সবকটি ঘটনা যখন আপনাকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে চাইবে, আপনাকে হতাশ করতে চাইবে আপনি তখন শুধু নিজের বিশ্বাসটুকুকেই প্রাধান্য দিবেন। যে ব্যক্তিটি পদে পদে ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে ছিলেন, সেই তিনিই আজ জীবনের শেষ চেষ্টায় নিজের ছোট কাজকে বিশাল আকারে গড়ে তুলেছেন কেএফসি হিসেবে। আজ বিভিন্ন দেশে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন KFC এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। কে রাখে আজ তার এই ব্যর্থতার খবর? সবাই আপনার সফলতাকেই মনে রাখবে, ব্যর্থতাকে নয়।
অতএব দু'একটি ব্যর্থতার ঘটনায় আপনাকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না, যদি আপনি ঠিক থাকেন। মানুষ কখনো ঘটনার কাছে পরাজিত হয় না। মানুষ পরাজিত হয়, নিজের আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে।

BanglaBook.org

যে ঘটনাটি আপনার কাছে দুর্যোগ হয়ে আসল, সে একই ঘটনা হয়তো অন্য কারো কাছে সুযোগের অনুপ্রেরণা হল। ব্যর্থতাকে কখনো চরম পরিণতি না ভেবে, শুধু একটি ঘটনা ভেবেই বিদায় দিন। ব্যর্থতাকে জীবনের একটা প্রশিক্ষণ হিসেবে নিন। তবেই আপনি হবেন সেরাদের সেরা। প্রতিটি দুর্যোগই আপনার কাছে আসবে সুযোগের হাতছানি নিয়ে। এখন জীবনের হিসেবটা বেশ সহজ। আপনি চাইলেন হোঁচট খাওয়ার পর আর না উঠে প্যারালাইসিস রোগীর মত জীবন কাটাতে পারেন। অথবা আবার উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে অংশ নিয়ে হয়ে যেতে পারেন শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ।

উন্নত জীবনের প্রশিক্ষণ

উন্নত জীবন কিংবা উন্নত চরিত্র গড়ার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ লাগে না। আপনার জীবন গড়ার শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক আপনি কোথায় পাবেন? কোথায় খুঁজে পাবেন আপনার জীবন গড়ার সেরা প্রশিক্ষককে? কোথাও খুঁজতে হবে না। একবার নিজের দিকে তাকান। আপনি, হ্যাঁ আপনিই আপনার জীবন গড়ার পৃথিবী খ্যাত প্রশিক্ষক। আসুন ৫ বাক্যের একটি শপথে আজ নিজের জীবন পরিবর্তন করে নিজেকে মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি।

৫ বাক্যের জীবন বদলানো শপথ ঃ

আমি এমন কোনো কাজ করব না, যা সবার সামনে করা যায় না।
(যেমন ঃ অসামাজিক কাজ, দুর্নীতি, ঘুষ গ্রহণ কিংবা এ সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলকক কাজ)
আমি এমন কোনো কথা বলব না, যা সবার সামনে বলা যায় না।
(যেমন ঃ অশ্লীল ও অশালীন ভাষায় গালমন্দ করা, কারো সম্পর্কে মিথ্যা বদনাম করা ইত্যাদি)
আমি এমন কিছুই খাব না, যা সবার সামনে খাওয়া যায় না।
(যেমন ঃ মদ, সিগারেট বা অন্য কোনো মাদকদ্রব্য)
আমি এমন কিছুই দেখব না, যা সবার সামনে দেখা যায় না।
আমি এমন কোনো লোকের সাথে সম্পর্ক রাখব না, যার কথা আমি অন্যদের বলতে পারব না।
এ প্রসঙ্গে এক জনৈক মনীষীর কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন, তোমরা দিনের আলোতে এমন কাজ করো না যাতে রাতের অন্ধকারে তোমাদের লুকিয়ে থাকতে হয়। আর তোমরা রাতের অন্ধকারে এমন কিছু করো না, যাতে দিনের আলোতে পালিয়ে বেড়াতে হয়। শুধু এই একটা কথা মেনে চলতে পারলেও আমরা হাজারটা পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।
এবার আসুন আমার ৫ বাক্যের এক শপথে উন্নত জীবন গড়ার পথে। আপনি বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, আমি আমার জীবনের দীর্ঘ উপলব্দি থেকেই ঐ ৫ বাক্যের এক শপথটি আবিষ্কার করে দেখলাম, এই একটি শপথই আপনার জীবনকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে, সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

শপথের প্রথম বাক্য ছিল–

"আমি এমন কোনো কাজ করব না, যা সবার সামনে করা যায় না। যেসব কাজ সবার সামনে করা যাবে না, সেসব কাজ আমি গোপনেও করব না।"
এমন একটি শপথে আপনি আপনার দিনটি শুরু করেই দেখুন না কী হয়?

BanglaBook.org

ম্যাজিকের মত পাল্টে দিবে এটি আপনার জীবনকে। আপনি যদি সারাদিন এমন কোনো কাজ না করেন, অর্থ্যাৎ অসামাজিক, দুর্নীতি, ঘুষ লেনদেন, টেন্ডারবাজি কিংবা অন্যায়মূলক কোনো কাজ না করেন, তবে নিঃসন্দেহে ঐ দিনের জন্য আপনি একজন ভালো মানুষ। প্রতিটি দিন এভাবে আপনি নিজেই নিজেকে প্রমাণিত করুন ভালো মানুষ হিসেবে। একদিন দেখবেন আপনার আশেপাশের মানুষগুলোও আপনার সামনে অন্যায় কিছু করতে লজ্জবোধ করবে। একজন খারাপ লোকও আপনার সামনে খারাপ কিছু করার আগে অন্তত ১০ বার ভাববে।

শপথে দ্বিতীয় বাক্যে বলা আছে–

"আমি এমন কোনো কথা বলব না, যা সবার সামনে বলা যায় না।"

এই শপথে আপনি আপনার দিনের শুরুটা করুন আর শপথটি ভালোভাবে মেনে চলার চেষ্টা করুন। আপনি যদি কাউকে গালমন্দ না করেন, অশ্রাব্য বা অশ্লীল ভাষায় কারো সাথে ঝগড়া না করেন, তবে নিঃসন্দেহে কেউ আপনার ব্যবহারে কষ্ট পাবে না। যেহেতু আপনি কারো সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না, সুতরাং অন্য কেউও আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। আর এভাবেই সারাটা দিন সবার সাথে আপনার একটা চমৎকার সময় অতিবাহিত হবে। এতে আপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত হবে। আপনি সবার কাছে সম্মানিত হবেন। একটু খেয়াল করে দেখবেন, যদি সবসময় আপনি অশ্লীল ও অশালীন ভাষায় গালমন্দ করেন, তবে তার প্রভাব আপনার সন্তানের উপরও পড়বে। সেও ধীরে ধীরে শিখে যাবে এসব অশ্লীল শব্দের ব্যবহার। সুতরাং নিজেকে সংযত করার মানেই হল, আপনার ভবিষ্যত প্রজন্মের সুন্দর জীবন গড়ার পথটিও সহজ করে দেয়া।

BanglaBook.org

শপথের তৃতীয় বাক্য হলো–

"আমি এমন কিছুই খাব না, যা সবার সামনে খাওয়া যায় না।"

আমরা প্রতিনিয়ত বন্ধুদের দ্বারা খারাপ কাজে উৎসাহিত হয়। আমি দামী ব্রান্ডের সিগারেট খায়, এটা মোটেই স্মার্টনেস নয়, এটা আপনার অভিজাত্যও নয়। বরং এটি আপনার চরিত্রের একটি নেগেটিভ দিক। অনেকেই ভাবে সিগারেট এর মাধ্যমে টেনশন মুক্ত থাকা যায়। শুনে রীতিমত অবাক হতে হয়। সিগারেট আপনার টেনশন কমায় কিভাবে? বরং এটি তো আপনার টেনশন বাড়ায়। আপনি যখন সিগারেট হাতে ধুমপান করছেন, তখন আপনাকে সজাগ থাকতে হয় কেউ দেখে ফেলল কি না! সবসময় লুকিয়ে, বা পরিচিত জনের অগোচরে এটি খেতে হয়। কোনো অনুষ্ঠানে হয়তো বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন মদ সেবন করবেন। কিন্তু সেখানেও আপনাকে অনেক লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয়। সিনিয়র কেউ দেখলে কি না, পরিচিত কারো চোখে পড়ে গেলেন কি না! আরো কতসব চিন্তা! তাহলে যে জিনিসটা আপনি বলছেন টেনশন কমায়, আমি তো দেখছি সে জিনিসটা হাতে নেওয়ার পর থেকে উল্টো নতুন করে টেনশন যোগ হয়। যে জিনিস খেতে হলে আপনাকে এতো লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হবে, সে জিনিস তো

আর যায় হোক কোনো ভালো জিনিস হতে পারে না। সভ্য সুশীল মানুষের জিনিস হতে পারে না। আমি দামী ব্রান্ডের সিগারেট খায় এটা গর্বের কোনো বিষয় নয়; বরং গর্বের বিষয় হলো আমি কোনো সিগারেট বা মদ খায় না। আপনি ধুমপান মুক্ত থাকার মানে হলো, আপনার পরবর্তী প্রজন্ম তথা আপনার সন্তানও ধূমপান মুক্ত থাকার পথটা তৈরি করে দেয়া। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিও চায় তার সন্তান যেন তার মত মদ, সিগারেট না খায়। একজন ধুমপায়ী মনে প্রাণে চায়, তার সন্তান যেন ধূমপান মুক্ত থাকে। আপনি অন্তত একটি উদাহরণ হোন আপনার বন্ধুমহলে, যেখানে সবাই ধূমপান করলেও আপনি অন্তত ধূমপান মুক্ত।

শপথের চতুর্থ বাক্য হলো–

"আমি এমন কিছুই দেখব না, যা সবার সামনে দেখা যায় না"।

বর্তমান ইন্টারনেটের এই যুগে পর্নোগ্রাফি এক বিরাট মহামারির নাম। অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা খুব দ্রুত বিভিন্ন সাইটে নেট থেকে পর্নোগ্রাফিতে জড়িয়ে পড়ছে। এতে করে ব্যক্তিত্বের চরম অবনতি ঘটছে। অন্তত এটা মাথায় রাখবেন যে ছবি বা ফিল্ম আপনি আপনার পরিবার নিয়ে দেখতে পারবেন না, সে ছবি বা ফিল্ম একা দেখারও কোনো মানেই হয় না। এতে ব্যক্তিত্ব কমে যায়।

শপথে পঞ্চম বাক্য হলো–

"আমি এমন কোনো লোকের সাথে সম্পর্ক করব না, যার কথা আমি অন্যদের বলতে পারব না।"

বর্তমান সময়ে জঙ্গীবাদ বহুল আলোচিত একটা শব্দ। মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এসব ব্যক্তিরা খুব সহজেই বিভিন্ন কলেজ, ভার্সিটির শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে ফেলেন জঙ্গীবাদের মত সন্ত্রাসবাদে। আপনি যার সাথে মিশছেন তাকে কি আপনি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন? যদি উত্তর হয়, না, তবে সে লোকটি নিশ্চয় ভালো লোক নয়। কলেজ, ভার্সিটি পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই ক্ষমতার আশায় কিছু সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই। কারণ এ বয়সে অন্যদের সামনে নিজেকে ক্ষমতাবান জাহির করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। আর এমন প্রবণতা থেকেই ছেলেরা সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ বাড়তে থাকে। অথচ বড় কোনো অপরাধের পর যখন পুলিশ ইনভিস্টেগেশন হয়, তখন আপনি নিজেই আবার স্বীকার করতে চান না যে, ঐ লোকের সাথে আপনার যোগাযোগ ছিল। তাহলে যার সাথে সম্পর্কের পরিচয় আপনি সবাইকে বলতে সংকোচবোধ করবেন, তার সাথে সম্পর্ক না রাখলেই তো হয়। যে বন্ধুটি হাতে সিগারেট কিংবা অস্ত্র ধরিয়ে দেয়, সে আর যায় হোক আপনার শুভাকাঙ্খী হতে পারে না! সময় থাকতেই তাদের বিদায় দিন। না হয় এরাই এক সময় আপনাকে তাদের মত নিচে নামিয়ে আনবে।

আপনি যদি নিয়মিত এই ৫ বাক্যের এক শপথ নিয়ে দিন শুরু করেন, তবে প্রতি

BanglaBook.org

সপ্তাহে, প্রতি মাসে আপনি নিজেকে এক নতুন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন। প্রতিটি কাজ করতে যাওয়ার আগে কিছু কথা ভাববেন। এই ভাবনাগুলো আপনাকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এবং যেকোনো অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আপনি যেকোনো কাজ করার আগে ভাববেন–

আমি যে কাজটি করেছি সেটা যদি আমার মা-বাবা দেখতেন, তবে তারা কি গর্বে মাথা উঁচু করে রাখতেন, নাকি লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখতেন?

আমি যা খাচ্ছি তা দেখলে আমার মা-বাবা কি স্বাভাবিক থাকতেন, নাকি লজ্জায় চোখ বন্ধ করে রাখতেন?

আমি যা বলছি তা শুনলে কি আমার মা-বাবা আনন্দে আত্মহারা হতেন, নাকি লজ্জায় কানে হাত দিয়ে অপমানিত বোধ করতেন।

আমি যা দেখেছি যদি তা আমার মা-বাবা দেখে ফেলেন তবে কি তারাও আমার পাশে বসে দেখবেন, নাকি তারা লজ্জায় চোখ বন্ধ করে চলে যাবেন?

বিশ্বাস করুন, যদি আপনি এই ভাবনাগুলো মনের মাঝে রাখেন তবে আপনি কখনো খারাপ কিছু করতে পারবেন না। আর আপনি যদি খারাপ কিছু না করেন তবে নিঃসন্দেহে আপনি পৃথিবীর ভালো মানুষগুলোর একজন হবেন। সবাই আপনাকে সম্মান করবে, ভালোবাসবে, স্নেহ করবে। আপনি যাবেন সবার আদর্শের ব্যক্তি। আপনার মা হয়ে যাবেন রত্নগর্ভা।

দৃষ্টিভঙ্গির ম্যাজিক

মানুষের সুখ-দুঃখের মূল অনুভূতি তার চিন্তা শক্তিতে। যে ঘটনায় আপনি প্রচণ্ড রেগে যান, সে একই ঘটনায় কেউ কেউ হয়তো খুব স্বাভাবিক আছেন। যে কথায় আপনি খুব কষ্ট পান, অন্য কেউ হয়তো সে একই কথাকে 'পাগলের প্রলাপ' ভেবে বেশ স্বাভাবিক আছে। ঘটনা একই, শুধু চিন্তার ভিন্নতার কারণেই আমরা কেউ সুখি, আর কেউ দুঃখি। বিজ্ঞান মতে আমাদের দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

১। প্রো একটিভ বা ইতিবাচক (Positive)

২। রি একটিভ বা নেতিবাচক (Negative)

প্রো একটিভ মানে হচ্ছে ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বরং ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আরো সহজভাবে বলা যায়, যেকোনো পরিস্থিতিতে উত্তেজিত বা অতি আবেগপ্রবণ (Emotional) না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়া। প্রো একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করবে।

রি একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি মানে হলো, আপনি ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে উল্টো নিজেই ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের বিপদ ডেকে আনে, ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়।

BanglaBook.org

যেকোনো ঘটনায় আপনি চাইলে পজিটিভ ভাবনায় স্বাভাবিক থাকতে পারেন বা নেগেটিভ ভাবনায় খুব উত্তেজিতও হয়ে যেতে পারেন। ধরুন আপনি কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলেন। গিয়ে দেখতে পেলেন সেখানে খাবার সংকট হয়েছে এবং আপনি খেতে পেলেন না। ঐ মুহূর্তে দেখবেন যারা খেতে পারেননি, তারা খুব চিৎকার করছেন, অনুষ্ঠানের আয়োজকদের বেশ তিরষ্কার ও গালমন্দ করছেন। এতে ঐ মুহূর্তে আপনার মেজাজ খুব খারাপ অবস্থায় আছে। ঐ খারাপ মেজাজ নিয়ে আপনি বাসায় গেলে নিশ্চিতভাবে আপনি আপনার স্ত্রী, সন্তান কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর ঐ মেজাজের প্রভাব ফেলবেন। এমনকি ঘরের সামান্য বিষয় নিয়েও আপনি ঐ খারাপ মেজাজের প্রভাবে ঝগড়া বাধিয়ে ফেলবেন। আমাদের পরিবারগুলোতে ঝগড়ার অধিকাংশ কারণ যতটা না পারিবারিক, তার চেয়ে বেশি বাহ্যিক। অফিসে বসের ঝাড়ি খেয়ে আপনি বাসায় ফিরলেন। দেখা গেল বসের ঝাড়ির প্রতিশোধটা আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে পুষিয়ে নিলেন। কিংবা আপনার সন্তানের সামান্য চিৎকার করে কথা বলা নিয়েও আপনি রেখে গিয়ে তার গায়ে হাত তুললেন। এই যে জনাব, একটু থামুন। সবকিছুকে একটু পজিটিভলি নিন। পজিটিভ ভাবনা আপনাকে বস্তুগত কিছু দিতে পারুক আর না পারুক, অন্তত একটা শান্ত মেজাজ দিবে, যা দিয়ে আপনি সুখে থাকতে পারবেন।

বলছিলাম বিয়ের অনুষ্ঠানের খাবার সংকটের কথা। আপনি ঐ খেতে না পেরে রেগে যাওয়ার পরিবর্তে, ইতিবাচক চিন্তা করুন। আপনি মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলুন– "হে বিধাতা, তোমাকে ধন্যবাদ এমন অনুষ্ঠানে আমাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য। আজ যদি আমি আগে খেয়ে নিতাম, তবে এখানে অন্য আরেকজনকে না খেয়ে থাকতে হত। এখন আমি বিধাতার কৃপায় একটা ভালো কিছু করার সুযোগ পেয়েছি; নিজে না খেয়ে অন্য কাউকে খাওয়ার সুযোগ করে দিতে পেরেছি। হয়তো এমন পরিস্থিতিতে না পড়লে এই ভালো কাজটি অর্থ্যাৎ নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানোর কাজটি কখনোই করা হত না।" মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিন আপনাকে দিয়ে এমন এক ঘটনায় একটা পুণ্যের কাজ করিয়ে নিলেন বলে।

এই ভাবনা বা চিন্তা আপনাকে আর কিছু দিতে পারুক আর না পারুক, অন্তত মাসসিক প্রশান্তি দিবে, আপনাকে রাগতে দিবে না এমন ভাবনা। গভীর রাতে হঠাৎ ফোন বাজলে আমরা দুঃশ্চিন্তায় ভুগি। এত রাতে না জানি কে আবার কোন বিপদে পড়ল। এই ভাবনায় আমাদের হৃদকম্পন বেড়ে যায়, এবং আমরা দুঃশ্চিন্তায় বা ভয়ে ঘামতে থাকি। অথচ আপনি জানেনও না এটি কার কল বা কী কারণে কল আসল! আমরা যেকোনো ঘটনায় নেগেটিভ বিষয়টি সবার আগে ভাবি। গভীর রাতের ফোন কল কি শুধু দুঃসংবাদই দেয়? এমনও তো হতে পারে আপনার বন্ধুটি বা কোনো এক আত্মীয় ভালো কোনো পদে চাকরি পেয়েছে; বা তার উঁচু পদে প্রমোশন হয়েছে। সে সংবাদটি সারাদিন ব্যস্ততার কারণে আপনাকে

BanglaBook.org

দিতে না পারায়, গভীর রাতে সুসংবাদটি দিচ্ছে। অথবা এমনও হতে পারে আপনার কোনো আত্মীয়ের দীর্ঘদিন পর সন্তান হলো, আর সে খুশিতে তিনি সুসংবাদটি আপনাকে তৎক্ষণাৎ দিতেই আপনাকে এত রাতে ফোন দিল। নেগেটিভ ভাবনা আপনাকে দুঃশ্চিন্তায় ভোগাবে আর পজিটিভ ভাবনা আপনার মনকে শান্ত রাখবে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার– আপনি কেমন ভাবনা ভাবতেন।

নেতিবাচক চিন্তা দুঃশ্চিন্তার জন্ম দেয়; আর দুঃশ্চিন্তা হল মানসিক ও শারীরিক রোগের জননী। ইতিবাচক চিন্তা মনকে প্রশান্ত রাখে; আর প্রশান্ত মন সুখি জীবনের অন্যতম কারণ।

আপনি যেভাবে দৃষ্টিভঙ্গি রাখবেন আপনি সেভাবেই বাঁচবেন। আপনি যদি যেকোনো ঘটনায় রিএক্ট করেন, নেগেটিভ ভাবেন তবে আপনি খুব সহজেই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হবেন এবং রেগে যাবেন। ভুল আচরণ করবেন। ব্যক্তিত্ব হারাবেন। নবীজির পথে বৃদ্ধার কাঁটা বিছিয়ে রাখার কাহিনিটা আমাদের সকলেরই হয়তো জানা। এক বৃদ্ধা প্রতিদিন নবীজি (সাঃ) এর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতেন যেন নবীজি চলার পথে কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে কষ্ট পায়। কিন্তু নবীজি প্রতিদিন কাঁটা সরিয়ে পথ চলতেন। একদিন হঠাৎ নবীজি দেখতে পেলেন পথে কাঁটা নেই। দ্বিতীয় দিনও পথে কাঁটা নেই। নবীজি ভাবলেন হয়তো বৃদ্ধার কিছু হয়েছে। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখলেন বৃদ্ধা অসুস্থ। এই অবস্থায় আমরা হলে কী করতাম? হয়তো খুব খুশিতে বলতাম বুড়ির উচিত শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু নবীজি তার প্রতি সমবেদনা জানালেন। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করালেন। বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠলেন। পরবর্তীতে নবীজির আচরণে মুগ্ধ হয়ে ঐ বৃদ্ধা নবীজির ভক্ত হয়ে গেলেন। এই কাহিনির শিক্ষা কি? নবীজি রেগে না গিয়ে, কোনো রিএক্ট না করে শুধু পজিটিভ ও প্রো একটিভ ছিলেন বলেই তিনি ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বরং ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

সবকিছুকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে রিএক্ট না করে বরং প্রো একটিভ থাকতে পারাটা একটা বড় গুণ। পরীক্ষার রেজাল্টের তারিখ ঘনিয়ে আসলে ভালো পরীক্ষা দেয়া শিক্ষার্থীরও ভয়ে হৃদকম্পন বেড়ে যায়। কেন এই ভয় পাওয়া? এর মূল কারণ নেগেটিভ ভাবনা। ভালো পরীক্ষা দেয়ার পরও সে ভাবছে যদি আশানুরূপ রেজাল্ট না আসে তাহলে কি হবে। এমন আগাম নেগেটিভ ভাবনা প্রতিনিয়ত আমাদের দুঃশ্চিন্তায় মনকে অস্থির করে রাখে।

কোনো নিকট আত্মীয়ের অপারেশন হলে আমরা মৃত্যু ভয়ে অস্থির হয়ে উঠি। অথচ আমাদের চিন্তা করা উচিত ঐ একই রোগে একই ক্লিনিকে, একই ডাক্তারের চিকিৎসায় এর আগে অনেকেই সুস্থ হয়েছেন; কোনো কিছুতেই যেন আমরা পজিটিভ ভাবতে পারি না। এ কারণেই দেখা যায় রোগীর বাড়ির লোকজনও রোগী হয়ে যায়, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

তাই আসুন আজ থেকে আমরা সবকিছুতে ইতিবাচক থাকব। এই পুরো পৃথিবী বিধাতা আমাদের জন্য তৈরি করে করেছেন। আমরা সুখে থাকব, শান্তি থাকব।

BanglaBook.org

চাকরিপ্রার্থীর বাস্তবতা

হ্যালো আগামীর বিজয়ী। বর্তমানে আপনি অনার্স পাশ করা এক বেকার যুবক। প্রতিনিয়ত চাকরির খোঁজে পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছেন, অনলাইন জব সাইটগুলোতে নিয়মিত চোখ রাখছেন শুধু একটি চাকরির আশায়। আপনি কি জানেন আপনি কার সাথে প্রতিযোগিতা করে চাকরিটি পেতে চাইছেন। যে ছেলেটি এই মুহূর্তে টেকনাফে বসে সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার বিপরীতে তেঁতুলিয়ায় বসে অন্য প্রার্থীরাও তুফান গতিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে একটি চাকরির আশায়। সে আপনি টেকনাফে বসে আছেন, সে আপনার বিপরীতে আজ প্রতিযোগী তৈরি হচ্ছে তেঁতুলিয়ার শেষ প্রান্তে। এক কথায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রুপসা থেকে পাঠুরিয়া ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি ইঞ্চিতেই তৈরি হচ্ছে আপনার প্রতিযোগী। চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা এতটাই কঠিন বাস্তবতায় আপনাকে দাঁড় করাবে, যেখানে আবেগের চেয়েও বাস্তবতার প্রধান্য বেশি। কলেজ কিংবা ভার্সিটিতে আপনার যে বন্ধুটি আপনাকে পাশ করানোর জন্য দিন-রাত সাহায্য করত, আজ সে বন্ধুটিই আপনার প্রতিযোগী। আপনার খুব নিকট বন্ধুটিই আপনার খুব নিকট প্রতিযোগী। যদি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত একজনকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং শেষ পর্যায়ে সেই একটি পদের বিপরীতে প্রার্থী আছেন আপনারা দুই ঘনিষ্ট বন্ধু। তবে এক্ষেত্রে আপনার ঘনিষ্ট বন্ধুটিও চাইবে আপনাকে পরাজিত করে সে জয়ী হতে। এখানেই জীবনের বড় বাস্তবতা।

বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করার পর, মা-বাবা পথ চেয়ে থাকে সন্তানের একটি চাকরির। আপনার বাবা হয়তো ভাবছেন, আপনি চাকরিটা এবার পেয়ে গেলেই আপনাকে তার অসুখের কথা বলবেন। বয়স হওয়াতে হয়তো দীর্ঘদিন তিনি নানা শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। তবু সহ্য করে আছেন এই ভেবে, এবার তো আপনার পড়াশুনা শেষ, ছেলে এখন গ্রাজুয়েট। এবার চাকরিটা হয়ে গেলেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম অবস্থায় চাকরিটা হচ্ছে হচ্ছে করেও আপনার হলো না। শুধু একটি চাকরির আশায় হয়তো রাত জেগে পড়তে গিয়ে আপনার আড্ডা দেয়া হয়নি বন্ধুদের সাথে, হয়তো হাজারটা অভিমান জমে আছে আপনার হৃদয়হরণীর মুঠোফোনে। সবকিছুকে পেছনে ফেলে এখন আপনার চাওয়া শুধু একটাই, ভালো মানের একটি চাকরি চাই।

এদিকে কোনো এক বেলা বোসের হয়তো মোবাইলের অপর প্রান্তে বসে আছে আপনার ফোনের অপেক্ষায়। যে ফোনে আপনি বলবেন– "চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো, এখন আর কেউ আমায় আটকাতে পারবে না..."। শুধু আপনার চাকরির সংবাদ শুনার আশায় প্রিয়তমা বসে আছে অনেক ভালো পাত্রপক্ষকে বিদায় দিয়ে। এদিকে আপনার একটা চাকরির আশায় আপনার

BanglaBook.org

অপেক্ষায় থাকা প্রেয়সীর বয়সটাও বেড়ে যায়। শুধু আপনি চাকরিটা পাবেন বলে আপনার মা কত স্বপ্ন বুনেছে মনে।
চাকরিটা আপনি পেলেই এবার হয়তো আপনার ছোট বোনটি অনেক শপিং করবে বলে বড় এক লিস্ট বানিয়ে রেখেছে। কত খুশি তার বড় ভাইয়ের অনার্স পাশের সংবাদে। আপনার ছোট বোনটি হয়তো অনেকদিন ধরে বড় বড় শপিং সেন্টারে বান্ধবীদের সাথে শুধু শপিং করাটাই চেয়ে চেয়ে দেখেছে, আর হয়তো মনে মনে বলেছে ভাইয়া এবার চাকরিটা পেলেই ঐ নতুন জামার কথাটা ভাইয়াকে বলব। কিন্তু না। সে ভাইয়ার চাকরিটা এখনো হল না।

আমি সেই বোনটির কথা বলছি, যে কিনা শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে এখনো চাকরির আশায় দিন-রাত পরিশ্রম করে যায়। চাকরিটা পেলেই সে বোনটি তার বাবার জন্য একজোড়া দামি জুতো, আর শার্ট কিনে দিবে। ছোট ভাইটিরও ভালো কোনো পোশাক নেই। এবার চাকরিটা পেয়ে গেলেই সে অসুস্থ মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। এদিকে মেয়েটির বাবা-মাকে নানা কথার মুখোমুখি হতে হয়, এত পড়ালেখা শেষ হওয়ার পরও কেন মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে না তা নিয়ে। বাবার বিশ্বাস এবার তার মেয়ের চাকরিটা হয়েই যাবে। গতবার যখন চাকরি নিয়োগের পরীক্ষা দিতে ট্রেনে উঠল ঢাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে, সেবারও হয়তো চোখ মুছে তার বাবা বলেছিল– যে মেয়েটি কখনো বাবাকে ছাড়া ঘরের চৌকাঠ পেরোইনি, সে আজ ঢাকায় যাচ্ছে একা একাই শুধু একটি চাকরির আশায়।

এই যে ভাই, শুধু আপনার একটি চাকরির আশায় পথ চেয়ে আছে আপনার বৃদ্ধ বাবা-মা। সংসারের এই দীর্ঘ পথ তারা টেনে এনেছে শুধু আপনাকে অফিসার বানাতে। শার্ট অনেক আছে বলে কত ঈদ আর পূজোয় যে বাবাটি শপিং ছাড়াই কাটিয়ে দিয়েছে শুধু আপনার শপিং ঠিক মত করাতে। পুরনো শাড়িতে কত ঈদ আর পূজো হাসি-মুখেই কাটাল আপনার মা একদিন আপনি মানুষ হবেন বলে, বড় অফিসার হবেন বলে। আপনার প্রতি ইঞ্চি জ্ঞানের কালিতে লেগে আছে মা-বাবার হাজারো স্বপ্ন।

চলুন, আরেকবার শুরু করি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ। এইবার প্রাণপনে চেষ্টা করি চাকরিটি ছিনিয়ে আনার। আর কত পুরনো শাড়িতে মা ঈদ, পূজো কাটাবে? আর কত সংসারের বোঝা বইবে বৃদ্ধ বাবা? এবার সময় এসেছে তাদের প্রতিদান দেওয়ার। এবার সময় এসেছে তাদের স্বপ্ন পূরণের। হেরে যাওয়ার জন্য আপনার জন্ম হয়নি। আপনি হারতে পারেন না। বিধাতার কৃপায়, নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টায় এবারই হোক আপনার চাকরি নিশ্চিতের বছর। বাংলাদেশের বেকারত্বের পরিসংখ্যান থেকে মুছে দিন একজন বেকারের নাম। শপথ নিন বিজয়ের। আগামীর বিজয় আপনারই জন্য।

BanglaBook.org

ব্যক্তিত্ব গঠন

আমরা সবাই ব্যক্তিত্ববান হতে চাই। আমরা চাই সম্মানীত হতে। অথচ আমরা অনেকেই ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েই ব্যক্তিত্ববান হওয়ার চেষ্টা করছি। অন্যের সম্মান নষ্ট করে নিজেকে সম্মানীত করতে চাইছি। আপনি হয়তো বন্ধুদের আড্ডায় কোনো এক বন্ধুর ছেঁড়া শার্ট নিয়ে বেশ মজা করছেন। আপনিও হাসছেন, আপনার বন্ধুরাও হাসছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এই মজা, যার ছেঁড়া শার্ট নিয়ে এই আনন্দ আর কৌতুক আপনাদের, একবার তার কথা ভাবুন। তারও তো ইচ্ছে করে আপনার মত দামী শার্ট গায়ে দিয়ে ঘুড়ে বেড়াতে। সে ছেঁড়া শার্ট পরে, এর মানে এই নয় যে সে কৃপণ। এর মানে হল নতুন একটা শার্ট কেনার মত তার সামর্থ্য নেই।

আপনার যে বন্ধুটি কাজের অজুহাতে আপনাদের সাথে পিকনিকে যেতে চাইনি, সবাই মিলে তাকে খুব করে শুনিয়ে দিলেন– তুই বড় অসামাজিক। কিন্তু একবার তার অবস্থানে গিয়ে তার কথা ভাবুন তো! বন্ধুরা সবাই মিলে পিকনিকে যাবে, সেখানে অনেক আনন্দ হবে, মজা হবে। কে না চাই এই আনন্দের অংশীদার হতে। কিন্তু যে বন্ধুটি কাজের অজুহাতে যেতে চাইনি, তারও খুব ইচ্ছে ছিল পিকনিকে যাওয়ার। হয়তো পিকনিকের কথাটি প্রথমে শুনে সেও আপনাদের মতই খুশি হয়েছিল। কিন্তু মাস শেষে তাকে হয়তো ভাইয়ের ঔষুধ, কিংবা মায়ের চিকিৎসার খরচ বহনের পর টিউশনের আর কোনো টাকা তার হাতে অবশিষ্ট থাকে না। অথবা এমনও হতে পারে, সে নিজেই তার পড়ালেখার খরচ বহন করে, সাথে তার ভাই-বোনদেরও। এ খরচ মিটানোর পর তার হাতে হয়তো আর কোনো অবশিষ্ট টাকা থাকে না। যদি আপনার মত তার টাকা থাকত, তবে সেও সব অজুহাত বাদ দিয়ে পিকনিকে যেত। যাকে আপনি অসামাজিক বলছেন, সে-ই সামাজিকতার সবচেয়ে বড় তার ঘরেই পালন করছে। আপনি যখন ৫০০ টাকা নিয়ে পিকনিকে যাওয়ার কথা ভাবছেন, আপনার বন্ধুটি হয়তো তখন ঐ টাকা দিয়ে বাবার ঔষুধ কিংবা ছোট ভাইয়ের খাতা-কলম কেনার কথা ভাবছে। এটাই গরীবের সৌন্দর্য।

যদি ব্যক্তিত্ববান ও প্রিয় মানুষ হতে চান তবে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারেন।

যে কথাটি শুনলে আপনার খুব খারাপ লাগে কিংবা অন্য কেউ আপনার সাথে যে আচরণ করলে আপনি কষ্ট পান, আজ থেকে সেসব কথা কিংবা যেসব আচরণ আপনি নিজেও অন্যদের সাথে করবেন না।

যদি কোনো কাজে ভুল করেন তবে বিনয়ের সাথে দুঃখিত বলুন। প্রয়োজনে

BanglaBook.org

ক্ষমা চান। আপনি ক্ষমা চাইছেন এর মানে এই নয় যে, আপনি সবার কাছে ছোট হয়ে গেলেন। বরং ক্ষমা চেয়ে আপনি সবচেয়ে পরিণত, সাহসী. জ্ঞানী ও বিনয়ী মানুষের পরিচয় দিয়েছেন। অপরাধ করার পরও সবাই জোর গলায় নিজের দোষটি অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু দোষ স্বীকারের জন্য সাহসের প্রয়োজন হয়।

কখনো রিক্সাচালক বা দিনমজুর পেশার লোকজনকে 'তুই' বলে সম্বোধন করবেন না। শুধু পেশা বিবেচনায় কাউকে 'তুই' বলাতে কোনো স্মার্টনেস নেই। আপনার সবচেয়ে বড় স্মার্টনেস ও সবচেয়ে বড় গুণ হবে, যদি আপনি বড় কোনো অফিসারের সাথে যেমনটা আচরণ ও ব্যবহার করেন, ঠিক তেমন আচরণ আপনি একজন রিক্সাচালকের সাথে করতে পারেন। আপনার বাবাকে যদি আপনারই বয়সী কেউ 'তুই' বলে সম্বোধন করে তবে আপনার যেমন খারাপ লাগবে, ঠিক তেমনই ঐ রিক্সাচালকও তো কারো না কারোর বাবা। তার ছেলেরও নিশ্চয় এটা শুনতে ভালো লাগবে না যে, তার বাবাকে শুধু রিক্সাচালক বলেই 'তুই' বলে সম্বোধন করছেন।

কখনো অন্যের মতামত বা বক্তব্যকে ছোট করে দেখবেন না। বিনয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করে নিজের মতামত দিন। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রটি মনে রাখবেন– "প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে।" যদিও বা তিনি সূত্রটি গতির ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু মানবজীবনেও এর প্রভাব অপরিসীম। করো মতামত বা বক্তব্য শুনে আপনি যদি খুব খারাপ ভাষায় তার সাথে দ্বিমত হোন, তবে তিনিও খুব খারাপ ভাষায় আপনার মতামতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবেন। আর আপনি যদি বিনয়ী ভাষায় তার সাথে দ্বিমত হোন, তবে নিশ্চিতভাবে তিনিও আপনার সাথে দ্বিমত হওয়ার ক্ষেত্রে বিনয়ী ভাষা ব্যবহার করবেন। দ্বিমত পোষণ করা খারাপ নয়, তবে খারাপ ভাষায় দ্বিমত পোষণ করা অবশ্যই খারাপ।

নিজেকে বড় করতে গিয়ে কখনো অন্যকে ছোট করবেন না। আপনি যাকে ছোট করে নিজেকে বড় করতে চাইছেন, সুযোগ পেলে তিনিও আপনাকে ছোট করতে চাইবেন। ব্যক্তিত্ববানরা নিজ গুণে বড় হয়, কখনো অন্য কাউকে ছোট করে নয়। এক শিক্ষক একবার ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লম্বা একটা রেখা টানলেন চক দিয়ে। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের বললেন, কে এই রেখাটি না মুছে একে ছোট করতে পারবে?

কেউ পারল না, তখন শিক্ষক ঐ রেখাটির পাশে আরো একটা বড় রেখা আঁকলেন, যা আগের রেখার চেয়ে বড়। তখন তিনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলেন, প্রথম রেখাটি এখন বড় না ছোট। সবাই উত্তর দিল ছোট। এর কারণ কী? এর কারণ

হলো পাশে আরেকটা বড় রেখা আঁকাতে আগের রেখাটি এমনিতেই ছোট দেখাচ্ছে। এই গল্পের শিক্ষা কী? এই গল্পের শিক্ষা হলো, নিজেকে বড় করতে হলে কাউকে ছোট করতে হয় না। আপনি এগিয়ে গেলে অন্যরা এমনিতেই পেছনে পড়ে থাকবে। দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হতে চাইলে, যে সবার আগে যায় তাকে থামিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় না, বরং আপনি আরো স্পিডে তার চেয়ে বেশি দৌড়াতে পারলে সে এমনিতেই আপনার পেছনে পড়ে থাকবে।

মিথ্যা কথা ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে। যদি কারো কাছে একবার মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত হোন, তবে ভবিষ্যতে নিজেকে প্রমাণ করা খুবই কষ্টকর হবে।
কথা দিয়ে কথা রাখার চেষ্টা করুন। যদি কাউকে কোনো বিষয়ে কথা দিয়ে থাকেন তবে তা অবশ্যই পালন করুন। যদি কোনো কারণে কথা রাখতে অপারগ হোন তবে বিনয়ের সাথে দুঃখ প্রকাশ করে তা নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঐ ব্যক্তিকে অবহিত করুন। হয়তো আপনি কারো সাথে বিকেলে দেখা করার কথা বললেন; কিন্তু অনিবার্য কারণে আপনি তার সাথে দেখা করতে পারছেন না। এ ব্যাপারটি আপনি তাকে জানালেনও না, যার সাথে আপনার দেখা করার কথা। তাহলে একবার তার কথা ভাবুন যিনি সঠিক সময়ে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। এমনও হতে পারে শুধু আপনার সাথে দেখা করতেই তিনি অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়েছেন। মনে রাখবেন, অজুহাত সম্পর্ককে নষ্ট করে। বিনয় সম্পর্কের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগায়।
কারো সাথে সাক্ষাতে মিষ্টি হাসিতে অভিবাদন জানান। কখনো ব্যক্তিগত দুঃখ কারো সাথে শেয়ার করবেন না। কেউ আপনার দুঃখ মোচন করতে পারবে না, উল্টো সুযোগ সন্ধানীরা আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইবে। পারিবারিক গোপনীয়তা বাইরে প্রকাশ করা দুর্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।
আপনি বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারেন এটা আপনার সাধারণ গুণ। কিন্তু আপনি শত্রুদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে পারেন এটা আপনার মহৎ গুণ। কারো সাথে গোমড়া মুখে কথা বলা মানেই ব্যক্তিত্ববান হওয়া নয়, ব্যক্তিত্ববান তো তিনিই যিনি দুঃখ ভুলে হাসিমুখে কথা বলতে পারে। পৃথিবীটা প্রতিধ্বনির নামান্তর, যা দিবেন তাই ফেরত পাবেন।, গালির বিপরীতে গালি, প্রশংসার বিপরীতে প্রশংসা। আর ভালো ব্যবহারের বিপরীতে অবশ্যই ভালো ব্যবহার পাবেন।
প্রতিটি মা-বাবাই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ চিন্তিত থাকেন। প্রত্যেক মা-বাবা চান তার সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, ভালো ক্যারিয়ার হোক। মা-বাবার উচিত সন্তানের ভবিষ্যৎ তৈরির কথা না ভেবে, বরং ভবিষ্যতের জন্য সন্তানকে তৈরির কথা ভাবা। যে হীরার খোঁজে মা-বাবারা সারাদিন ব্যস্ত থাকেন তারা হয়তো জানেনও না, তাদের সন্তানেরা একেকটা হীরার খনি। আপনার সন্তানের শৈশব থেকেই তার প্রতি মনযোগী হোন।।

BanglaBook.org

শিশু থেকে শ্রেষ্ঠত্ব, সন্তানের গড়ে ওঠা কৃতিত্ব
(সন্তানদের মানসিকভাবে স্ট্রং করার পদ্ধতি ও নানাবিধ কৌশল)

শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। শিশুদের মত এত ভালো অনুকরণ আর কেউ করতে পারে বলে আমার জানা নেই, আপনার সন্তানটি জন্মের পর থেকে তাই করবে যা আপনি তার সামনে করবেন। জাপানের শিশুরা জাপানি ভাষায় কথা বলে, কারণ তার মা-বাবাও সে ভাষায় কথা বলে। আমেরিকার শিশুরা ইংরেজিতে কথা বলে, কারণ তার মা-বাবাও ইংরেজিতে কথা বলে। আপনার সন্তানেরা বাংলায় কথা বলে, কারণ আপনারা বাংলায় কথা বলেন। পৃথিবীতে এমনটি কখনো হয়েছে, জাপানের এক শিশু বাংলায় কথা বলা শুরু করেছে? না, এমনটি হয়নি, হবেও না। কারণ তার মা-বাবা কিংবা তার সাথে যারা সারাদিন কথা বলে তারা কেউই বাংলা ভাষায় কথা বলে না। শিশুরা যে আসলেই অনুকরণ প্রিয় এবং অনুকরণে বেশ দক্ষ, তার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কী হতে পারে!

আপনি হয়তো খেয়াল করবেন এক বা দুই বছরের শিশুরা প্রায়ই তার বাবা কিংবা মায়ের জুতো পরে হাঁটতে চাই। কখনো কখনো বাবার শার্ট পরে বসে থাকে। ছোট মেয়ে শিশুরা ওড়নাকে পেছিয়ে শাড়ির মত করে পরে খেলা করে। কেন এমনটি হয়? এর কারণ হলো ছোট শিশুটি দেখছে তার বাবা জুতো পরে হাঁটছে। এটা দেখে সেও জুতো পরে হাঁটতে লাগল। ছোট মেয়ে শিশুটি দেখছে তার মা শাড়ি পরে। এটা দেখে সেও মায়ের মত শাড়ি পরতে লাগল। সন্তানের মা-বাবা হিসেবে এটা আপনার জন্য বড় ধরনের একটা সুযোগ তাকে আপনার মত গড়ে তোলার। তার সামনে আপনারা তেমন আচরণই করুন, যেমন আচরণ আপনারা সন্তানের কাছে আশে করেন।

BanglaBook.org

বর্তমান সময়ে দেখা যায় আধুনিক পরিবারগুলো ১২০০ স্কয়ার ফিটের বাসিন্দা মাত্র। তার স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান নিয়েই পরিবার বানাতে চান। তাদের ঘরে নিজেদের মা-বাবাকে রাখতে চান না অনেকেই। এতে করে সৃষ্টি হয় বৃদ্ধাশ্রমের। যে মায়ের গর্ভে সন্তানের প্রথম নিরাপদ আশ্রয় হয়, সে মায়ের শেষ ঠিকানা কি করে বৃদ্ধাশ্রম হয়! যে বাবা সারাদিন মাথার রক্তকে ঘামে ঝড়িয়ে সন্তানের জন্য আশ্রয় নির্মাণ করেন, সে বাবার শেষ আশ্রয় কিভাবে বৃদ্ধাশ্রম হয়! আগেই বলেছি শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। আধুনিক সমাজের অত্যাধুনিক মানুষ হতে গিয়ে আপনি যদি নিজের মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসেন, তবে একদিন আপনার সন্তানও একদিন এই আধুনিকতার দোহাই দিয়ে আপনাকেও বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে। কারণ সে আপনার কাছে থেকেই শিখেছে নিজ বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের জায়গা হয় না। এ প্রসঙ্গে Living with honour বইয়ের একটা চমৎকার গল্প পড়েছিলাম।

এক বৃদ্ধ দাদুর গল্প। এক দাদু ছেলে-মেয়ে ও নাতনি নিয়ে বসবাস করতেন তার

সংসারে। তারা প্রতিদিন একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করত। অনেক বছর কেটে গেল। দাদু বয়স্ক হয়ে গেল। দাদুর শরীর ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁর হাত কাঁপতে শুরু করল। অনেক সময় তার হাত থেকে খাবার পড়ে গিয়ে জায়গাটা নোংরা হয়ে যেত। একদিনক কিছু অতিথির সামনে ভাত খেতে গিয়ে তার থালা পড়ে গেল। তাঁর ছেলেন এই ব্যাপারটা আর সহ্য হল না। রেখে গিয়ে সে তার বৃদ্ধ বাবাকে বলল, "আমি আর তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। কাল থেকে তুমি তোমার ঘরে একাই বসেই ভাত খাবে।" সে তার বাবাকে দামী প্লেটের পরিবর্তে কাঠের বানানো একটা প্লেট দিল যেন না ভাঙ্গে। এখন থেকে বয়স্ক লোকটির খাবার টেবিলে আসা বন্ধ হয়ে গেল। খুব নিঃসঙ্গ, একাকীত্ব জীবন-যাপন করতে লাগলেন বৃদ্ধটি। একদিন সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধ লোকটির ছেলে বাড়ি ফিরে দেখল, তারই ছেলে একটা কাঠের বাটি তৈরি করছে। সে তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করল– "বাটিটা কার জন্য তৈরি করছ?"

ছেলে তার বাবাকে উত্তর দিল– "বাবা এটা তোমার জন্য।"

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বাড়িতে এতসব ভালো ভালো জিনিস থাকতে তার কাঠের বাটির কি দরকার পড়ল?

ছেলে উত্তর দিল, "আমি এখন থেকেই ভবিষ্যতের জন্য এই কাঠের বাটি তৈরি করে রাখছি। একদিন তুমি যখন দাদুর মত বুড়ো হবে, তখন তো দাদুর মত দামী প্লেটে খাবার খেতে পারবে না। তখন তুমি সব নষ্ট করে ফেলবে। তখন তো তোমাকেও দাদুর মত একা ঘরে কাঠের বাটিতে খেতে দিতে হবে। তাই আমি সেই বাটিটা এখন থে তৈরি করে রাখছি।" বাবা তার ভুলটা বুঝতে পারলেন। তার ছেলে ঠিক তাই করতে যাচ্ছে, যা তিনি তার বয়স্ক বাবার সাথে করেছেন। আপনার ছেলে আপনাকে ঠিক ততটুকুই সম্মান দেওয়া শিখবে, যতটুকু সম্মান আপনি আপনার বয়স্ক মা-বাবাকে দিবেন। এই জীবন প্রতিধ্বনির মত। যা দিবেন, তাই ফেরত পাবেন।

অনেক মা-বাবা আছেন যারা তার সন্তানদের ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে কিংবা জোর করেই পড়াতে চান বা তাদের মত কাজটি করিয়ে নিতে চান। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক বলেছেন– "যে দেশে শিশুদের বিড়ালের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়, তারা বড় হয়ে সিংহের সাথে লড়াই করবে কী করে? যে দেশের শিশুদের ডুবে যাওয়ার ভবে ডোবায় নামতে দেয়া হয় না, তারা কীভাবে বড় হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিবে?" শুধু এই একটি কথা প্রত্যেক মা-বাবার ৩ বার পড়া উচিত। যে শিশুকে আপনি শাস্তির ভয় দেখিয়ে পড়াতে বসাবেন, সে শিশুটি সুযোগ পেলেই ফাঁকি দিতে চাইবে। কারণ পড়ালেখায় সে আনন্দ খুঁজে পায় না। বরং সে সবসময় পড়ালেখায় আতংকের মাঝে থাকে। একজন খুনের আসামীকে গ্রেফতার করার পরও তার গায়ে হাত তোলার অধিকার কারো থাকে না। অথচ আপনি মা-বাবা হয়ে সামান্য পড়া না পারার কারণে কিংবা দুষ্টামি করার কারণে আপনার সন্তানকে বেতের আঘাত দিচ্ছেন। তাকে মারছেন।

BanglaBook.org

শিশুরা আনন্দ নিয়ে পড়বে, ভয় নিয়ে নয়। অভিভাবক হিসেবে আপনার বরং সচেতন হওয়া উচিত এই ভেবে– আপনার সন্তান যেন শাস্তির ভয়ে পড়তে না বসে তাকে আনন্দ নিয়ে পড়তে হবে। যে ছেলেটি হাতে ব্যাট নিয়ে মাঠে খেলতে যায় মহা আনন্দে, যে ছেলেটি কম্পিউটারে গেম খেলে মহা আনন্দে, সে ছেলেটি কেন পড়তে বসবে ভয় আর আতংক নিয়ে? ছোট শিশুকে আপনি খেলার ছলে পড়ান এমনভাবে পড়ান যেন সে পড়াটাকেই একটা খেলা মনে করে। ফুলের বাগানে গিয়ে ফুল গুনতে দিন। আপনি নিজে ফুল গুনে গুনে দেখান। এতে করে সে ফুল নিয়ে ১, ২, ৩ শুনে শুনে একদিন সে ১০০ তে পৌঁছে যাবে। তাকে পাখি দেখান। তাকে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে পাখি দেখান, পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে পাখি দেখান। এবার পূর্ব ও পশ্চিমে মোট কয়টা পাখি হলো তাকে দিয়ে হিসেবটা করিয়ে নিন। এভাবে সে খেলতে খেলতে যোগ করা শিখে যাবে। সে সাথে পূর্ব আর পশ্চিম ঘুরতে ঘুরতে সে দিক নির্ণয় করা শিখবে। এই পড়ালেখায় দেখবেন তার কাছে খেলায় পরিণত হল। সে তারপর থেকে আনন্দে পড়বে; ভয়ে নয়। এরপর দেখবেন সে নিজে নিজে পড়ছে। সামান্য চক ভাঙ্গা নিয়ে যে মা তার সন্তানকে বকা দেন, পড়া না পারার কারণে সন্তানকে বকা দেন কিংবা গ্লাস ভাঙ্গার কারণে মারেন; সে ছেলে বড় হবে আতংক আর ভয় নিয়ে। ভুল হলে তাকে শাস্তি পেতে হবে এই ভয়ে সে কখনো নতুন কাজে হাত দিবে না– এতে করে তার মধ্যে সৃজনশীলতা বিকশিত হবে না। আইনস্টাইন, নিউটন, এডিসন এরম ত বিজ্ঞানীরা এত বড় বিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন শুধু নিজের কাজের স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই। আপনার সন্তানটি ভুল করার পর যদি আপনি বকা দেন কিংবা শাস্তি দেন, তবে আপনি মহাভুল করবেন। শিশুদের শৈশব হচ্ছে শিখার বয়স। এ বয়সে তারা কিছুই জানে না। তারা ভুল করতেই পারে। অভিভাবক হিসেবে আপনার উচিত তার ভুলকে সংশোধন করে দেয়া এবং শুদ্ধ কাজটি নিজে করে শিখিয়ে দেয়া। আপনি যদি আপনার সন্তানের ভুল সংশোধন না করে তাকে শাস্তি দেন তাহলে সে তো শুদ্ধ কাজটি কি তা শিখবেই না, বা শুদ্ধ কাজ কিভাবে করতে হয় তা জানবেই না। উল্টো কাজের প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব চলে আসবে।

ছোট শিশুদের কখনো বলবেন না– "বাবা এটা এভাবে করো" বরং আপনি নিজেও করে দেখিয়ে বলবেন, "বাবা চল আমরা কাজটি এভাবে করি।" একটু ব্যাখ্যা করছি বিষয়টা। ধরুন আপনি আপনার ছোট সন্তানকে শিখাতে চান কিভাবে নিজের কাজ নিজে করতে হয়? বা আপনি তাকে নিজের কাজ নিজে করার উপকারিতা বুঝাতে চাইছেন। এই মুহূর্তে আপনি যদি আপনার ছোট শিশু সন্তানকে বলেন– "বাবা, ঘরে তোমার মা তো কাজ করছে, বুয়াও তার কাজে ব্যস্ত; এখন থেকে তুমি নিজের পানি নিজে ঢেলে খাবে। "এই কথা সে হয়তো শুনবে, যেহেতু আপনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন। কিন্তু সে এ কথাটি মানবে না। তার যখনই পানির পিপাসা পাবে, সে তখনই হয় মা'কে নয়তো বুয়াকে পানির জন্য ডাকবে। কিন্তু আপনি চাইলে একটু অন্যভাবে আপনার

BanglaBook.org

সন্তানকে কাজটি শিখাতে পারতেন। কিভাবে? আপনি যদি আপনার সন্তানকে ডেকে বলেন, "বাবা ঘরে তোমার মা তো ব্যস্ত, বুয়াও তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। চল এখন থেকে আমরা নিজেদের পানি নিজেরা ঢেলে খাব।" এটা বলে আপনি নিজেই এক গ্লাস পানি ঢেলে খেলেন। এরপরই ম্যাজিকের মত দেখবেন আপনার ছেলেও নিজে পানি ঢেলে খাচ্ছে। এর কারণ কী? ঐ যে আগেই বললাম, শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। আপনি যখন বুঝিয়ে বললেন তখন সে বুঝল, কিন্তু নিজে পানি ঢেলে খেল না। কিন্তু যখনই আপনি নিজে পানি ঢেলে খেয়ে তাকেও ঢেলে খেতে বললেন, ঠিক তখনই সে নিজে গ্লাসে পানি ঢেলে খেল। এটাই হলো অনুকরণ। শিশুদের কিছু করার আদেশ না দিয়ে বরং কাজটি নিজেই করে দেখান। ছেলে কার্টুন দেখলে অনেক মা-বাবাই টিভির রিমোর্ট কেড়ে নিয়ে বকা-ঝকা করেন টিভি দেখার কারণে। এ প্রসঙ্গে কথা বলেছিলাম এক ডাক্তারের সঙ্গে। তিনি বললেন তার ক্লাস পড়ুয়া ছেলে কার্টুন দেখলে তিনি বকা না দিয়ে উল্টো ছেলেকে বলেন, সে যেন তার দেখা কার্টুনটির সম্পূর্ণ কাহিনি ঘরে বসে লিখে রাখে। এরপর তিনি চেম্বার থেকে বাসায় ফিরে ছেলের লেখা কার্টুনের কাহিনি পড়েন। এই লেখা পড়ে তিনি ছেলেকে বেশ প্রশংসা করেন। এতে কী লাভ হল? তিনি চাইলেই ছেলেকে বকা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে উল্টো ছেলেকে তার দেখা কার্টুনের কাহিনিটা লিখে রাখতে বলতেন এতে করে ছেলের যেকোনো কাজে মনোযোগ বাড়ে, গল্প লেখার কাজটি হয়ে যায়। সে শিখে যায় কিভাবে একটি ঘটনা সাজিয়ে লিখতে হয়। এভাবেই তার মধ্যে গল্প লেখার প্রতিভা গড়ে ওঠে। এভাবেই তো রবীন্দ্রনাথ, নজরুলদের জন্ম হয়। সন্তানের যেকোনো নেতিবাচক দিককে ইতিবাচক ঘটনায় নিয়ে আসার কাজটি তো আপনাকেই করতে হবে।

আপনার সন্তানকে আপনিই বড় করে গড়ে তুলুন। যে ছেলে মায়ের কোলে বাবার আদরে বড় হয় না, সে ছেলের মধ্যে মায়ার টান থাকে না। থাকে না ভালোবাসা। আর এ ধরনের ছেলেরা খুব হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অনেক মাকেই দেখা যায় বুয়ার হাতে সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব দেন। এটা মোটেই ভালো কাজ নয়। এতে করে আপনার সন্তান আপনার চেয়ে বেশি মিশছে ঐ বুয়ার সাথে। যেহেতু বলেছি শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। সুতরাং আপনার শিশুটি যদি বুয়ার হাতে মানুষ হয় অর্থ্যাৎ আপনি নিজে সন্তানের যত্ন না নেন, তবে আপনার সন্তান বুয়ার সকল আচরণই শিখবে। কারণ সে সারাদিন অনুকরণ করছে কাজের বুয়াকে, আপনাকে না। অতএব নিজের সন্তানকে নিজেই মানুষ করুন। সন্তানকে তার কাজের প্রশংসা করুন। খুব ছোট ছোট কাজেও তার প্রশংসা করুন। এতে করে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কাজের প্রতি সে মনোযাগী হবে। নতুন কাজে তার উৎসাহ বাড়বে। কখনোই তাকে গালমন্দ করবেন না। প্রয়োজনে নিজেই প্রশংসার ক্ষেত্র তৈরি করুন। প্রতিদিন তাকে নতুন নতুন কাজ দিন। আর সে কাজ করার পর তাকে প্রশংসা করুন। তবে সাবধান থাকবেন, আপনার সন্তানের সামনে অন্য কারো বদনাম যেন না করেন। এতে করে অন্যদের প্রতি তার

BanglaBook.org

শ্রদ্ধাবোধ জাগবে না। নিজেরা প্রতিদিন ধর্মীয় বিধান মোতাবেক প্রার্থনা করুন এবং আপনার সন্তানকেও সে সময় পাশে রাখুন। সেও ধর্ম বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। আপনার যে শিশুটি আজ মায়ের কোলে বসে কাঁদছে, একদিন দেখবেন সে নিজেই ডাক্তার হয়ে মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে কত পরিবারের কান্না থামিয়ে দিয়েছে। যে ছেলেটি আজ আপনার হাত ধরে হাঁটছে, একদিন দেখবেন তার হাত ধরেই হাজারো মানুষ পথ খুঁজে নিচ্ছে।

হ্যালো জগৎ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আবিষ্কার করুন নিজেকে!

কখনো কি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন– আমি কে? আসলেই কে আপনি? দুই মিনিট চোখ বন্ধ করে একটু ভাবুন তো আপনি কে! মহান সৃষ্টিকর্তা হাজারো প্রজাতির প্রাণি সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে স্বয়ং একটা বিশেষ প্রজাতিকে বলেছেন– সৃষ্টির সেরা জীব। সেই সেরা প্রজাতির নাম মানুষ। একবার নিজের দিকে তাকান। আপনিই সেই মানুষ, যাকে বলা হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। আপনাকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়নি, বলা হলো সেরা জীব। তার মানে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জীব নেই। সৃষ্টিকর্তা মানুষের মাঝে এমন এক অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন, যা দিয়ে মানুষ সব করতে পারে। এমনকি অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। আমি আবার বলছি খুব জোর দিয়েই বলছি, মানুষ অসাধ্যকে সাধন করতে পারে।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে (যখন চরকা বা গাড়ি আবিষ্কার হয়নি) যেসব মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করত, তারা যদি আজ দেখত মানুষ পাখির মত আকাশে উড়তে পারে বিমানে করে, তবে সেটিকে তারা যাদু বলত। খেয়াল করে দেখুন, পায়ে হাঁটা একটি জাতিকে মানুষ সভ্যতার এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মুহূর্তেই উড়ে যেতে পারে। ঠিক এই কাজটিই একসময় অসাধ্য বলে মনে করা তো দূরে থাক, মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ মানুষ সেটিই করেছে। আর আপনিও একজন মানুষ।

আজ থেকে কয়েক'শ বছর আগে আপনি যদি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতেন, যে মানুষটি বাংলাদেশে বসে আছে, সে চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে আমেরিকা, লন্ডন কিংবা নিউজিল্যান্ড এর মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে। তবে সে সময় লোকে আপনাকে পাগল বলত। কারণ তখন মোবাইল ফোন আবিষ্কার হয়নি। অথচ বর্তমান সভ্যতায় পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চাটিও বুঝে পৃথিবীর যে প্রান্তেই আপনি থাকুন না কেন, আপনার সাথে কথা বলা যাবে। এটি তার কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। সভ্যতার এত বড় পরিবর্তন কে আনল? নিশ্চয় মানুষ। আর আপনি কে? আপনিও একজন মানুষ।

সময়কে কাজে লাগানো ঃ

জীবনের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ "সময়"। যে সময়কে সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করেছে,

BanglaBook.org

সময় তাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় একটা দিন সবার জন্যই। শুধু সে সময়টাকে কে কীভাবে ব্যবহার করছে তার উপরই নির্ভর করবে ইতিহাসের কোন জায়গায় আপনি থাকবেন। আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, বরং ভবিষ্যতই আপনার জন্য অপেক্ষা করবে।
এখনই সময়, সময়কে কাজে লাগানোর। মনে রাখবেন, আপনি যদি প্রশিক্ষণের মাঠে ঘাম না ঝড়ান, তবে আপনাকে যুদ্ধের ময়দানে রক্ত ঝড়াতে হবে।

অসময়ে আত্মকথন

আমি ভালো না থাকলে হয় নক্ষত্র পতন, চাঁদে লেগে যায় নীরব গ্রহণ; তাই আমি ভালো থাকি সারাক্ষণ। বিশ্বে যদি অর্থনৈতিক মন্দা লেগে যায়, তখনো আমি আমার শূন্য ব্যালেন্সের এটিএম কার্ড দেখে খুশি থাকতে চাই। যদি পৃথিবীতে নেমে আসে চরম দুর্ভিক্ষ, তবে আসুক। তখনো আমি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলব– আজ আর ক্ষুধা নেই আমার। আমিই ইতিহাসের সেই চিরসুখী। আমি ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই না, ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি। আমাকে রাগাতে এসে কে কবে সফল হয়েছে? উল্টো রাগাতে না পেরে নিজেই রেগে চলে গেছে। হতাশা আমাকে হতাশ করতে এসে নিজেই হতাশ হয়ে ফিরে যায়, নিজের হতাশা কাটাতে হতাশা নিজেই আসে আমার কাছে আশার ধার নিতে। মানুষের সুখ-দুঃখের জন্য ঘটনা দায়ী নয়, বরং ঘটনাকে আপনি কিভাবে দেখছেন সেই চিন্তা ভাবনাই দায়ী।
যে কথায় আপনি কষ্ট পান, সে কথায় কেউ আবার আশা খুঁজে পায়। যে ঘটনায় আপনি ভেঙ্গে পড়েন, সে একই ঘটনায় কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়। আপনি সুখে থাকতে চাইলে পৃথিবীর কারো সাধ্য নাই আপনাকে দুঃখি করার। জীবনটা চয়েসের, সুযোগের নয়। সুযোগ আপনিই সৃষ্টি করবেন। আপনি যখন সামান্য অমাবস্যার অন্ধকার দেখে পথ হারিয়ে ভয়ে চিৎকার করেন, তখন অন্ধ ছেলেটি আপনারই পাশ দিয়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। যদি সুখে থাকতে চান তবে সবসময় মুখে হাসি রাখুন। হাসিমুখে কারো উপর রাগা যায় না, কাউকে কঠোর ভাষায় কথা বলা যায় না। যেহেতু আপনি কারো উপর রাগবেন না, তবে আপনার হাসিমুখের বিপরীতে অন্য কেউ রাগ করার সুযোগ পাবে না। হাসিই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা যা সবাই বুঝে। বাংলাদেশ থেকে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া থেকে নেদারল্যান্ড সবাই বুঝে হাসির ভাষা।

BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জিং বাউন্ডারি

ইতিহাস যখন শ্রেষ্ঠ সাহসী হিসেবে খেতাব দিচ্ছে বক্সিং এর চ্যাম্পিয়ানকে, যুদ্ধে জীবন দেয়া কোনো বিদেশি যুবককে; তখন আমি সত্যজিৎ স্যালুট জানাই সেই

সাহসী কিংবদন্তীকে যিনি বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও নতুন করে সফলতার স্বপ্ন দেখে। তিনিই আসল হিরো যিনি হতাশাকেই হতাশ করে স্বপ্ন দেখেন সফলতার, চ্যালেঞ্জ নেন ব্যর্থতাকে ব্যর্থ করার। একসময় যারা ব্যর্থ হয়ে মৃত্যু কামনা করে বলেছিল "মরে যেতে ইচ্ছে করছে", তাঁরা আজো বেঁচে আছে। খুব ভালোভাবেই বেঁচে আছে; এমনকি এদের কেউ কেউ সফলভাবেই বেঁচে আছে। মরা মানুষের জীবনে সফলতা আসে না। পৃথিবীর ইতিহাসে আপনি কি এমন কোনো চ্যাম্পিয়ন দেখেছেন, যিনি শুধু মারা যাওয়ার কারণেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন? তাহলে অল্প কয়েকটা ব্যর্থতাই আপনি কেন মৃত্যু কামনা করছেন? আশা নিয়ে বেঁচে থাকার মানেই হলো সফলতা আসার দরজাটি খোলা রাখা।

জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো– ঝুঁকি নিতে না চাওয়া। জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোস হলো– "আমার করা উচিত ছিল কিন্তু আমি করিনি।" যে মেয়েটি সারারাত 'ফিলিং ক্রেজি' লিখে স্ট্যাটাস দিয়ে সকালে পার্লারে গিয়ে মেকাপ মেখে গুগলে সার্চ দিয়ে স্বপ্নের সংজ্ঞা খুঁজে, সে কী করে জানবে স্বপ্নের মানে কী? আমি তো স্বপ্ন দেখি উইকিপিডিয়ায় নয়, এমনকি গুগলেও নয়; আমি স্বপ্ন দেখি সেই মেয়েটির চোখের নিচে জমে থাকা কালিতে, যে কিনা শুধু একটি চাকরির আশায় রাত জেগে পড়তে গিয়ে কালি জমিয়েছে চোখের পাতার নিচে। হে মেকাপ সুন্দরী, তুমি গুগলে সার্চ দিয়ে সেই রাত জাগা মেয়েটির চোখের নিচে জমে থাকা কালো দাগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো স্বপ্নের সংজ্ঞা খুঁজে পাবে না তোমার স্মার্টফোনের গুগলে।

আমি তো স্বপ্নে শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দেখেছি, সেই যুবকের মুখে জমে থাকা ঘামে; যে কিনা দুপুরের তপ্ত রৌদে ২০ টাকা বাঁচাতে গিয়ে রিক্সায় না চড়ে ব্যায়ামের অজুহাতে হাঁটা দেয় চাকরির এপ্লিকেশন লেটার আর সিভি নিয়ে। চুলে জেল দিয়ে স্পাইক করা ছেলেটি যখন ইউটিউবে সার্চ দিয়ে অস্কার প্রাপ্ত ছবি দেখতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই অপরপ্রান্তে গালভর্তি দাড়িতে কেউ কেউ সারারাত পড়তে ব্যস্ত। জীবনে কয়েক পৃষ্টার লাভ লেটারের চেয়েও এক পৃষ্টার এপয়েন্টমেন্ট লেটার অনেক বেশি প্রয়োজনের। একটি এপয়েন্টমেন্ট লেটার আপনাকে হাজারটা লাভ লেটারের প্রাপ্রক হিসেবে গড়ে তুলবে।

জীবনটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের। যে মুহূর্তে আপনি পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র দেখে সিদ্ধান্ত নেন সায়েন্স পড়া আপনার পক্ষে সম্ভব না, ঠিক সেই মুহূর্তে খবর আসে পৃথিবীর অপর প্রান্তে কেউ একজন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পদকে সম্মানীত হয়েছেন। যেখানে একপ্রান্তে শত শত যুবক রসায়নে ফেল করে, সেখানে প্রতিবছর ২/৩ জন ঐ একই বিষয়ে নোবেল পদক ছিনিয়ে আনেন। ক্রিকেট খেলাকে আপনি যখন ক্যারিয়ার ধ্বংসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে স্কুল পড়ুয়া ছেলের হাত থেকে ব্যাট কেড়ে নিলেন, সেদিনই আন্তর্জাতিক পত্রিকায় শিরোনাম হয় ব্যাট হাতে সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের সেরা ক্যারিয়ারের খবর। আপনার সফলতা কিংবা ব্যর্থতার জন্য ঘটনা দায়ী নয়; বরং ঘটনাকে আপনি

BanglaBook.org

কিভাবে দেখছেন সেটাই নির্ধারণ করে দিবে আপনার জীবনের সেরা ইতিহাস।

স্বপ্নকথন

যে ছেলেটি মা হারাল, তাকে আপনি "মানুষ মরণশীল" বলে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না। যে ছেলেছি অজস্র পরিশ্রমেও ব্যর্থ হলো, তাকে "পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাটি" বলে সান্ত্বনা দেয়াটা রসিকতা ছাড়া কিছুই না। কী বলে সান্ত্বনা দিবেন সেই মেয়েটিকে, যে কিনা শুধু একটি চাকরির আশায় বিদায় করেছে অজস্র পাত্রপক্ষকে; অথচ এবারো সে ব্যর্থ হল চাকরিটি পেতে।

যদি আমি বিচারক হতাম, তবে দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় ফাঁসি দিতাম ব্যর্থতাকে। এই এক "ব্যর্থতা" প্রতিনিয়ত খুন করছে হাজারো স্বপ্নকে। যদি আমি বিচারক হতাম তবে যাবজ্জীবন দন্ড দিতাম ঐ নিষ্ঠুর "বাস্তবতাকে", এই এক "বাস্তবতা" চুরি করছে হাজারো স্বপ্নকে। দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে বেঁচে থাকার নাম যদি জীবন হয়, তবে দীর্ঘায়ু অভিশাপ। তবু আসুন, আরেকবার হতাশার বুকে এঁকে দিই স্বপ্নে আলপনা। তারাই তো ইতিহাসের কিংবদন্তী, যারা হারতে হারতে জিতে যায়। ব্যর্থ হতে হতেই শ্রেষ্ঠ হয়।

আমি বিশ্বাস করি–

বহু শক্তিমান হাল ছেড়ে দেয়
হার মানে যত দ্রুতগামী,
জীবনযুদ্ধে তারাই জিতে
যারা বলে জিতবই আমি।

যার কিছু হারিয়ে যায়, তার আর নতুন করে হারানোর কিছু নাই; তাকে হারানোর ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। তার আর হারানোর অপশন নেই, পরের অপশনে শুধুই পাওয়ার। সূর্য ডুবে গেলে, তুমি আর কিভাবে ডুবাবে তাকে? পরের সকাল তো শুধু সূর্যোদয়ের। আপনি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে আপনাকে টেনে তোলার মত পাশে কাউকেই পাবেন না। কিন্তু যদি আশা নিয়ে হাল না ছাড়েন, তবে আপনাকে টেনে তোলার জন্য অন্তত নিজেকে নিজে পাবেন। আর বিধাতা তো আছেনই। পরিশ্রম নিজে করুন, বিশ্বাসটুকু বিধাতার উপর রেখে আত্মবিশ্বাসী হোন।

বর্তমানে, বসে আপনি যখন হাতের রেখায় জ্যোতিষীর মুখে ভবিষ্যতের গল্প শুনেন, ঠিক একই সময়ে কেউ কেউ নিজের হাতে ভবিষ্যতকে ছিনিয়ে আনেন; নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরি করেন। আপনার আজকের ধুলোমাখা ডায়েরিটা কাল হয়ে যাবে আত্মজীবনি। একদিন আপনার সেই আত্মজীবনীই হয়ে যাবে লাখো মানুষের প্রিয় মোটিভেশনাল বই। আপনার আজকের স্বপ্নবোনা পাগলামিগুলোই একদিন হয়ে যাবে অন্যের স্বপ্নপূরণের মহাবাণী। আজকের ছোট্ট

BanglaBook.org

একটি স্বাক্ষর একদিন হয়ে যেতে পারে বহু আকাঙ্খিত মানুষের প্রিয় অটোগ্রাফ। আপনার আজকের ডায়েরিটা কাল বাদাম বিক্রেতার প্যাকেট হবে নাকি কোনো বিখ্যাত প্রকাশনীর জনপ্রিয় অনুপ্রেরণার গল্প হবে, তার পুরোটাই নির্ভর করছে আজকের পরিশ্রম, সাধনা চ্যালেঞ্জের উপর। আজকের দিনটিই আপনার সেই ভবিষ্যত যেটা নিয়ে আপনি গতমাস কিংবা গতবছর চিন্তিত ছিলেন। আজ অন্তত এমন কিছু করেন যেন আগামী মাস কিংবা আগামী বছর আপনাকে আজকের মত ভাবতে না হয়।

বেশি কথা বলাটা যখন অন্যদের কাছে আপনাকে বাঁচাল হিসেবে উপস্থাপন করল, ঠিক একই ঘটনায় কাজটি একটু গুছিয়ে করে কেউ কেউ কথাসাহিত্যিক হিসেবে সম্মানীত হল। শিশুদের ছবি আঁকাটা যখন কোনো কোনো অভিভাবকের কাছে সময়ের অপচয় মনে হয়, তখন রং তুলির আঁচড়ে মোনালিসার জন্ম দিয়ে ঠিক একই কাজটি একটু গুছিয়ে করে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ইতিহাসে ঠাঁই করে নেয়। ঘটনা একই অথচ ফলাফল ভিন্ন। দুধে যখন টক পড়ে তখন দুখ নষ্ট হলো বলে যখন একদল চিন্তায় ভুগেন, ঠিক তখনই কেউ কেউ হয়তো সেই টকযুক্ত দুধকে দই বানিয়ে সুস্বাদু খাবারের তালিকায় যুক্ত করে। আপনার কাজটি আপনাকে বিখ্যাত করবে নাকি আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে তা নির্ভর করে কাজের প্রতি আপনার ভালোবাসা কতটুকু তার উপর। ক্যারিয়ার মানুষকে বিখ্যাত করে না বরং মানুষই ক্যারিয়ার তৈরি করে ক্যারিয়ারকেই বিখ্যাত করে তোলে। যে ধারালো ব্লেড দিয়ে আপনি কাউকে রক্তাক্ত করে হত্যা করতে পারেন, সেই একই ব্লেড দিয়ে একজন ডাক্তার অপারেশন রুমে কারো জীবন বাঁচাতে পারে। ব্লেড কিন্তু একই। অথচ একই ব্লেডে কেউ খুনি, আবার কেউ জীবন বাঁচানোর মহামুনি। বিখ্যাত কিংবা সফল ব্যক্তিরা কখনো বিখ্যাত হতে কিছুই করেননি। শুধু নিজের কাজটিকে ভালোবেসে গুছিয়ে সম্মান দিয়ে করেছেন। সেই কাজই তাদের বিখ্যাত ও সফল বানিয়ে দিল।

জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাটি আপনি আগে নিজেকেই নিজে উপহার দিন। কারণ আপনিই আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কেননা আপনার জীবন তখনই পরিবর্তন হবে, যখন শুধু আপনি নিজে পরিবর্তন করতে চাইবেন। অতএব যদি আপনিই আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে থাকেন; তবে সময়ের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ কিংবা জীবনের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাটি আগে নিজের জন্য তুলে রাখুন। এই ভালোবাসাই আপনাকে অন্যদের কাছে শ্রেষ্ঠ করে তুলবে।

স্বাক্ষর থেকে অটোগ্রাফ

যে বয়সে আপনি নিজেকে অযোগ্য ভেবে হতাশায় ভুগছেন, ঠিক তার চেয়েও কম বয়সে মালালা ইউসুফজাই নোবেল পুরস্কার ছিনিয়ে এনে পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছেন। আপনার চেয়েও কম বয়সে সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হয়েছিলেন।

BanglaBook.org

গতবার চাকরিটি হয়নি বলে যে আপনি আজ নিজেকে দুঃখি ভাবছেন, সে আপনাকে ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন "চর্যাপদ" আবিষ্কার করতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও ২ বার ব্যর্থ হতে হয়েছিল। যদি ২ বার ব্যর্থতার পর ৩য় বার তিনি আর চেষ্টা না করতেন, তবে তার পক্ষে "চর্যাপদ" আবিষ্কার করা সম্ভব হত না; তিনি এত বিখ্যাতও হতে পারতেন না। আমি বিশ্বাস করি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই সে ব্যর্থ হতে হতেই শ্রেষ্ঠ হয়।

যে মুহূর্তে আপনি কালো হয়ে জন্মানোর কারণে হীনমন্যতায় ভুগছেন, ঠিক সে মুহূর্তে সাদা চামড়ার মানুষের দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ (কালো) প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আপনার নাকটি একটু চ্যাপ্টা বলে যে আপনি বিধাতার সাথে অভিমান করেন, প্লাস্টিক সার্জারি করতে যাচ্ছেন; ঠিক সেই মুহূর্তে চ্যাপ্টা নাকের লোকগুলোই পুরো পৃথিবীকে পেছনে ফেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নিজেদের দেশ জাপানকে টপ লেভেলে নিয়ে গেছে, হয়েছে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্র। একটু খাটো বলে যে আপনি হিল জুতা পরে নিজের উচ্চতা বাড়াতে ব্যস্ত, ঠিক সে মুহূর্তে আপনার চেয়েও খাটো ব্যক্তি নেপোলিয়ান, বিদ্যাসাগর, আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট নিজেদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। কার এত সাধ্য আছে দৈহিক উচ্চতা দিয়ে এই খাটো ব্যক্তিগুলোর কৃতিত্বের উচ্চতাকে ছুঁতে পারে? যে ঘটনায় আপনি চরম হতাশায় ভুগেন, নিজেকে অযোগ্য ভাবতে শুরু করেন, ইতিহাস খুঁজে দেখেন ঠিক একই ঘটনায় কেউ কেউ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসে আছেন। আপনার অযোগ্যতা শারীরিক গঠনে নয়, দৈহিক অসৌন্দর্যেও নয়, এমনকি আপনার অযোগ্যতা কয়েকবার ব্যর্থতায়ও নয়; আপনার মাঝে যদি কোনো অযোগ্যতা থেকে থাকে তবে সেটি একমাত্র "আত্মবিশ্বাসের অভাব"। আপনি নিজেকে অযোগ্য ভাবার মানেই হলো বিধাতার বিপরীতে গিয়ে কথা বলা, কারণ তিনি আপনাকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। শ্রেষ্ঠ জীব কী করে অযোগ্য হয়!

আপনি ঠিক ততদূর পথ যাবেন যতদূর আপনি দৌড়াবেন। জীবনের হিসেব এখানে বেশ সহজ, যদি আপনি ভাবেন কীভাবে এতদূর পথ পাড়ি দিবেন। সে মুহূর্তে ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, উসাইন বোল্ট ২০০ মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছেন। আমি বিশ্বাস করি, যদি ব্যর্থতাকে পাশ কাটিয়ে, হতাশাকে পেছনে ফেলে একবার চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন তবে আপনিও একদিন হয়ে যাবেন ইতিহাসের কিংবদন্তী। আপনার আজকের ছোট একটি স্বাক্ষরও একদিন হয়ে যাবে বহু আকাঙ্খিত মানুষের প্রিয় অটোগ্রাফ।

BanglaBook.org

চ্যালেঞ্জ ঃ রোড টু ড্রিম

হ্যালো, আগামীর বিজয়ী! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হল পরাজয়ের পর আবার পরের প্রতিযোগীতায় অংশ্রগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। হেরে যাওয়ার পর নিজেকে আরেকবার সুযোগ দেয়ার মানেই হলো– পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহারটি নিজেকেই নিজে দেয়া। এববার ভাবনু সে ম্যাজিস্ট্রেট এর কথা যিনি বারবার ব্যর্থ হয়ে হাল না ছেড়ে ও শুধু পরের বার নিজেকে আরেকবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে আজ তিনি প্রমোশন পেয়ে সচিব পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। একবার ভাবুন সেই এএসপির কথা যিনি টানা ৩ বার বিসিএস পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরও নিজেকে ৪র্থ বার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে আজ তিনি প্রমোশন পেয়ে পুরো একটি জেলা নিয়ন্ত্রণ করেন এসপি হিসেবে।

পুরো পৃথিবীকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি আগুন। অথচ আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি পুরো আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ভূমিকম্পে যখন চারিদিকে ধ্বংস হচ্ছে তখনো আপনি সাইক্লিং লোডে টিকে থাকার পর লোহা আবিষ্কার করে শক্তিশালী বাড়ি বানিয়েছেন ভূমিকম্পকে আটকাতে। ভূমিকম্প বন্ধ করতে না পারলেও নিজেকে নিরাপদ রাখতে পেরেছেন। যে বাঘকে দেখলে বনের হিংস্র জন্তুগুলোও পালিয়ে বেড়ায়, ঠিক তখনই আপনি সেই বাঘকে বন্ধী করেছেন খাঁচায়। যেখানে বিধাতা প্রদত্ত শক্তিতে আপনি পুরো পৃথিবীকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ২/১ টি ব্যর্থতায় কেন আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না? আমি বিশ্বাস করি, আপনার সফল পথ ততদিন পর্যন্ত খোলা থাকবে যতদিন না আপনি চেষ্টা থামাচ্ছেন।

BanglaBook.org

আপনিই আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থপতি। আপনার জীবনের ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব আপনার। অন্য কেউ এসে আপনার জীবনের ইতিহাস গড়ে দিবে না। সফলতার প্রথম সিঁড়ি হল ব্যর্থতা। ব্যর্থ সবাই হতে পারে না। ব্যর্থ সে-ই হতে পারে যার সফল হওয়ার মত গুণাবলী আছে। নৌকা ডুবে যাবে এই ভয়ে যে নাবিক নদীতে কখনো নৌকাই ভাসাইনি; তার আবার ব্যর্থতা বা সফলতা কিসের? সে তো এক জীবন্ত লাশ! ব্যর্থ সে-ই হতে পারে যে তীব্র সফলতার আকাঙ্খা নিয়ে মাঠে নামে, যার চূড়ান্ত পরিণতি নিশ্চিত সাফল্য। আপনি পৃথিবীর ইতিহাস জানেন, এবার সময় এসেছে আপনার ইতিহাস পৃথিবীকে জানানোর। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দালানটি প্রথমে মাটির সবথেকে নিচে ফাউন্ডেশন গড়েছিল। একটি ভবন কত উঁচু হবে সেটা নির্ভর করবে, ভবনটির ফাউন্ডেশন নিচে কতটুকু গেল তার উপর। একটি ফুটবল কত স্পিডে গোলপোস্টে যাবে, সেটা নির্ভর করবে আপনি কত পেছনে গিয়ে বলটি কিক মারছেন তার উপর। আমিও বিশ্বাস করি, একজন পরাজিত মানুষ যত পেছনে পড়ে থাকেন, সঠিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে

পারলে তিনিই সবচেয়ে বড় সাফল্যটি ছিনিয়ে আনতে পারেন।

যতক্ষণ না আপনি চাকরির আবেদন করা থেকে বিরত থাকছেন তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার সফলতার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে না। ২/১ বার ব্যর্থতার পর যদি কেউ আপনাকে বলে আপনাকে দিয়ে কিছুই হবে না; ঠিক সে মুহূর্তে অন্তত একবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলেন আপনাকে ছাড়াই কিছু হবে না। হোঁচট তো সে খায়, যে দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চায়। যে দৌড়াতেই চায় না, সে তো প্যারালাইসিস রোগী। তার না আছে সফলতা, না আছে ব্যর্থতা। প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার মানেই হল এটিই প্রমাণ করে– আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি চ্যাম্পিয়নের সাথে লড়াই করেছেন।

ব্যর্থ হয়ে চোখ ভিজিয়ে কোন লাভ নেই। সফলতার পথটা একটা চলন্ত বাস ভ্রমণ। গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আপনাকে স্পিড ব্রেকার থামিয়ে দিবে, ট্রাফিক সিগন্যালের লাল বাতি আপনাকে মাঝে মাঝে পথ আটকে রাখবে, কিন্তু যার গন্তব্যে পৌঁছার মত ধৈর্য্য, সাহস আর সাধনা থাকবে, সে ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। আপনার চোখের জলে দু'দিন সবাই মায়া দেখাবে কিন্তু পরের দিন তারাই আপনাকে নিয়ে ব্যর্থতার উদাহরণ তৈরি করবে। যারা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াতে জানে, তারাই একদিন হাসির নক্ষত্র হয়। ইয়েস, আমি বিশ্বাস করি– আজকের এক ফোঁটা চোখের পানি, কালকের অট্টহাসিতে পরিণত হবে। শুধু প্রয়োজন ধৈর্য্য ধরে হাল না ছেড়ে লড়াই করে যাওয়ার সাহস।

নায়কের জন্ম তখনই হয়, যখন ব্যর্থতা তাকে ঘিরে রাখে, আশাবাদী মানুষেরাও তার প্রতি আশা ছেড়ে দেয়, কাছের মানুষগুলোও দূরে সরে যায়, কিন্তু একদিন সবাইকে চমকে দিয়ে সেই ব্যর্থ ছেলেটিই হয়ে যায় শীর্ষ সফল ব্যক্তি। যারা একসময় বলেছিল আপনি পারবেন না, আপনার সফলতাই তারাই আবার বলবে– "জানতাম তুমিই পারবে।" এভাবেই একটি সফলতা, বদলে দেয় মানুষের মুখের কথা।

পরীক্ষার প্রশ্ন কেন কঠিন হয়, এত কম কেন নিয়োগ দেয়া হয় এসব ভেবে যদি ব্যর্থতার ভয়ে আপনি নিজেকে পরের বার প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ না দেন তবে সেটিই হবে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। মরুভূমিতে এক ধরনের ঝাড়কাটা গাছ আছে। সেখানকার উটগুলো সেই ঝাড়কাটার গাছগুলো খেয়ে রস আস্বাদন করে। সে ভাবে, সে ঝাড়কাটা গাছ থেকে প্রচুর লবনাক্ত রস খাচ্ছে। কিন্ত সে এটা বুঝতে পারে না যে, সে আসলে কোনো রস খাচ্ছে না। ঝাড়কাটার কাটাগুলো তার মুখের সাথে লেগে ঠোঁট, মুখ সব কেটে যে রক্ত ঝরছে, সেই উট নিজের রক্ত খেয়েই নিজে মজা নিচ্ছে রস ভেবে। ব্যর্থতার ভয়ে পরের প্রতিযোগিতায় নিজেকে সুযোগ না দেয়ার মানেই হল ঐ উটের মত নিজের রক্ত নিজে খেয়ে জীবন উপভোগ করা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়া।

শীতকালে গাছের সব পাতা ঝরে যায়। একটি পাতাও মাঝে মাঝে অবশিষ্ট থাকে না। গাছটিকে দেখে যদি আপনি নিঃস্ব, অসহায় কিংবা ব্যর্থ ভাবেন, তবে মাস

BanglaBook.org

দু'য়েক পরে অর্থ্যাৎ বসন্তকালে সে আগের চেয়ে দ্বিগুণ পাতা আর গাঢ় সবুজ রঙে সে আপনার কথার উপযুক্ত জবাব দিতে আসবে। তবে তার আগ পর্যন্ত অর্থ্যাৎ বসন্ত না আসা পর্যন্ত তাকে শুধু বেঁচে থাকতে হবে। যদি সে বেঁচে থাকে তবে নিশ্চিত সে শীতকালে হারানো বর্ণহীন পাতার চেয়েও দ্বিগুণ পাতা নিয়ে সে আসবেই। বিশ্বাস করুন, শুধু আপনাকে মোটিভেশন দিতেই বিধাতার এত সব আয়োজন। যে বিধাতা আপনাকে সৃষ্টি করে সফলতার মোটিভেশন যোগাচ্ছে, সেখানে কার এত সাধ্য আছে আপনাকে হতাশ কিংবা ব্যর্থ করার?

সাহসীরা ভাগ্যকে গড়েন, আর অলস ও কাপুরুষরা ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। যারা এভারেস্ট জয় করেছেন, তারা লিফটে চড়ে এভারেস্ট এর চূড়ায় পৌঁছেননি। নিজের পায়ে ভর দিয়ে, শত বাধা পেরিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথেই তারা এভারেস্ট জয় করেছেন। কে কবে মাতৃত্ব পেয়েছে প্রসব বেদনা ছাড়া, কে কবে দৌড়বিদ হয়েছে হোঁচট খাওয়া ছাড়া! আপনাকে বাধা আর ব্যর্থতার মাঝেই সফলতার বীজ রোপন করা আছে। পাহাড়ের বাধা পেয়ে, আঁকাবাকা পথ বেয়ে পানি আসে বলেই ঝরনার দৃশ্য এত সুন্দর! ঝরনা তো আপনার ঘরে আছে, সেটি কেন এত সুন্দর না? সহজ উত্তর সে ঝরনার পানি বাধাহীনভাবে পড়ে বলেই সেখানে ছন্দও নেই, সৌন্দর্যও নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রোড টু চ্যালেঞ্জিং সাকসেস

ইতিহাস যখন বলছে মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আগুন, চাকা কিংবা কম্পিউটার। তখন আমি বিশ্বাসের সাথে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি– মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আগুন নয়, চাকা নয় এমনকি কম্পিউটারও নয়। মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আত্মবিশ্বাস। যে আত্মবিশ্বাসে পাখির উড়া দেখে মানুষ বিমান আবিষ্কার করে, গাধা ছাত্র আইনস্টাইন হয়ে উঠে পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী। যাকে একসময় বস্তির ছেলে বলে পার্কে ঢুকতে দেয়া হয়নি ছেঁড়া পোশাকের কারণে, সেদিনের সেই বস্তির ছেলে এন্ড্রু কার্নেগি হয়ে উঠে শ্রেষ্ঠ ধনপতি। দেশের সেরা মেধাবীদের যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বুয়েটে ভর্তির জন্য যুদ্ধে লিপ্ত, ঠিক তখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছেলেটি দেশ সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবীদের পেছনে ফেলে বিসিএস পরীক্ষায় জাতীয় মেধায় শীর্ষস্থানে চলে যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেও কেউ কেউ হয়ে উঠেন সম্মানিত জজ। এর পেছনে যে কারিশমা লুকিয়ে আছে তা হলো আত্মবিশ্বাস। যে আত্মবিশ্বাস বলে– আমি পারবোই, ইয়েস! আমাকে পারতেই হবে।

জন্মের পর একটি শিশু যখন কাঁদে তখন হয়তো আপনি শুনতে পান ছেলেটি কাঁদছে "ওয়াউ ওয়াউ" বলে। কিন্তু আমি শুনতে পাই সে আসলে বলছে "WOW"! কারণ জন্মের সাথে সাথেই সে ইতিহাসের বিজয়ীর খাতায় নাম লিখালো। কীভাবে? জন্মই আপনার আজন্ম সাফল্য! চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে– একটি শুক্রানু আর ডিম্বানুর মিলনের ফলেই শিশুর জন্ম হয়। মাতৃগর্ভে একটি ডিম্বানুকে নিষিক্ত করতে কোটি কোটি শুক্রানু প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। কিন্তু একটি ডিম্বানুকে নিষিক্ত করতে প্রয়োজন হয় শুধু একটি শুক্রানুর। সেই কোটি কোটি শুক্রানুকে পরাজিত করে যে নির্দিষ্ট শুক্রানুটি সফলভাবে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করেছিল, তারই পরিপূর্ণ রূপ আমি, আপনি আমরা সবাই। যে আপনি পৃথিবীতে আসার আগেই মাতৃগর্ভে কোটি কোটি প্রাণকে পরাজিত করেছেন, আজ সেই বিজয়ী আপনি কেন পৃথিবীতে এসে পরাজয়ের ভয় পাচ্ছেন? জন্মের আগেই আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন আপনার সফলতার অসীম ক্ষমতা। আপনি ব্যর্থ হতেই পারেন, কিন্ত হাল ছাড়বেন না। আগামীর সূর্য আপনারই জন্য।

এক সূর্যেই সবার সকাল হয়, এক আকাশের নিচেই সবার আশ্রয়; অথচ কেউ কেউ শুধু নোবেল পদকগুলো বানিয়েই যায়, আর কেউ কেউ বিশ্বজয় করে সে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হয়। আপনি কি নোবেল পদক নির্মাতা শ্রমিক হবেন, নাকি নোবেল পদকে ভূষিত বিজয়ী বীর হবেন– সে সিদ্ধান্ত আপনার।

আগুন নেভাতে কোন ধরনের পানি লাগে? মিনারেল ওয়াটার, ফুটন্ত পানি নাকি বৃষ্টি কিংবা পুকুরের পানি? ভাই, আগুন নেভাতে শুধু পানিই দরকার। সেটা পুকুরের পানি হোক কিংবা নর্দমার পানিই হোক। আপনার সফলতার জন্যও

BanglaBook.org

আপনার অতীতের ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড, দামি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা নামি মানুষের সাথে সম্পর্ক লাগবে না। আপনার সফলতার জন্য শুধু আপনাকেই লাগবে। ইয়েস, শুধুই আপনাকে। আপনি চাইলেই আপনার ইতিহাস লেখা হবে নতুন করে। আপনিই হচ্ছেন আপনার ক্যারিয়ারের শ্রেষ্ঠ স্থপতি।

আপনি যখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন, তখন হয়তো আপনার পাশের বন্ধুটি এসে বলবে– "ছেড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখো না।" তখন আমার কাছে আসেন, আমি আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলে দিব, যারা লাখ টাকার স্বপ্ন দেখেছেন তারা লাখপতি নয়, কোটিপতিও নয়, শ্রেষ্ঠ ধনপতি হয়েছেন। তারা স্বপ্ন দেখার সময় ঐ ছেঁড়া কাঁথাটুকুও পাননি। শৈশবে স্কুলে ভর্তি হতে মাত্র ১২০ টাকার জন্য ভিক্ষা করেছিলেন যে ছেলেটি, পরবর্তীতে তিনিই হয়েছিলেন বাংলাদেশের গভর্নর। কী অবিশ্বাস্য গল্প আতিউর রহমানের। যে একসময় ভিক্ষা করেছিল, পরে তার স্বাক্ষর ছাড়া টাকাই তৈরি হয় না। যে এন্ড্রু কার্নেগিকে বস্তির ছেলে বলে পার্কে ঢুকতে দেয়া হয়নি, সে কি না কিনে নিল পার্কটি আর হয়ে গেল শ্রেষ্ঠ ধনপতি। বিশ্বাস করেন এমন কাহিনি যা গল্পকেও হার মানায়, এসব লিখতে গিয়ে আমারই গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

গরু জন্মের সাথে সাথেই দৌড়াতে পারে, কিন্তু জন্মের পর একটি মানব শিশু হাঁটা তো দূরে থাক বসতেও পারে না। বসতে গেলেই সে ব্যর্থ হয়, হাঁটতে গেলেও সে ব্যর্থ হয়। অথচ বিধাতা মানুষকেই বলেছেন– শ্রেষ্ঠ জীব, গরুকে নয়। যে মানব শিশুটি জন্মের পর হাঁটতেই পারে না, পরবর্তীতে সে-ই হয়ে যায় ইতিহাস বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই! সে ব্যর্থ হতে হতেই শ্রেষ্ঠ হয়।

BanglaBook.org

মনে রাখবেন– WINNERS aren't people who never fail, but people who never quit. যারা ব্যর্থ হয়ে ছাড়েনি, তারাই চূড়ান্ত বিজয় দেখেছে। আজকের ব্যর্থতাই কালকের অনুপ্রেরণা। আপনার দুর্বলতায় আপনার প্রধান শক্তি। পাহাড়ের বাধা পেয়ে, আঁকাবাকা পথ বেয়ে পানি আসে বলেই ঝরনার দৃশ্য এত সুন্দর! নেলসন মান্ডেলা বলেছেন– "Don't judge me by my success, judge me by how many times i fell down & got back up again."

ছন্দময় কবিতায়ও মাঝে মাঝে দাঁড়িকমার বাধা আসে, দাঁড়িকমা আসলেই আবৃত্তিশিল্পীকে একটু থামতে হয়। কেন এই থেমে যাওয়া? এর মানে কবিতা থেমে যাওয়া নয়, বিরামচিহ্নের এই বাধা আসে কবিতার ছন্দ আরো বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আমি বিশ্বাস করি, আপনার জীবনের বাধাগুলোও আপনার সফলতার পথের কাঁটা নয়, বরং জীবনের সৌন্দর্য। সফল অনেকেই হয় কিন্তু বিখ্যাত সফল তারাই হয় যারা বাধা ডিঙাতে পেরেছে।

চ্যালেঞ্জ নিন, আত্মবিশ্বাসী হোন

একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ, অনড় সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে জীবনের সব হিসেব-নিকেশ। আপনি যখন দু'কদম হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে যান, তখন ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় উসাইন বোল্ট ২০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে এনেছেন; মুসা ইব্রাহিম এভারেস্ট জয় করে এনেছেন। দুধে টক পড়লে আপনি যখন দুধ নষ্ট হলো বলে আক্ষেপ করেন, ঠিক তখন আমি দুধের সাথে টকের মিশ্রণে সুস্বাদু দই বানাই। ঘটনা একই শুধু চিন্তাটা ভিন্ন। যে কাজটি করতে গিয়ে আপনি হতাশায় ভুগছেন, ইতিহাস খুঁজে দেখেন সেই একই কাজে কেউ একজন চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসে আসেন। আপনি যখন বলছেন, আমি কিছুই পারি না। তখন আমি বলছি এমন কোনো কাজ নেই যা আপনি পারেন না। আপনি যখন বলেছেন, 'আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।' তখন আমি বলছি আপনাকে ছাড়াই কিছু হবে না।

বাতাস পেলে ঘুড়ি উড়ে, কাগজ উড়ে, পালক উড়ে কিন্তু পাখি বাতস ছাড়াই আকাশে উড়ে। বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজটি করার ক্ষমতাও বিধাতা আপনাকে দিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় হয় আপনি জিতবেন, না হয় শিখবেন। কিন্তু হেরে যাওয়ার কোনো অপশন নেই। ব্যর্থ হওয়া মানে এটাই প্রমাণ করা আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি ঐ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নের সাথে লড়াই করেছেন। স্কুলের বাস্কেটবল টিম থেকে বাদ পড়া ছেলেটি যদি পরের দুই যুগে বাস্কেটবলের ইতিহাসে বেস্ট প্লেয়ার মাইকেল জর্ডান হতে পারে, তবে আমি চ্যালেঞ্জ করেই বলছি আপনার অসাধ্য বলে কিছুই থাকতে পারে না। আপনার এখনো অনেক কিছুই দেখানো বাকি। আপনার ভাগ্য ১ ইঞ্চি তাবিজে নয়, কয়েক ইঞ্চি হাতের রেখায় নয়, আপনার ভাগ্য জ্যোতিষীর গণনায়ও নয়; আপনার ভাগ্য আপনার হাতের মুঠোয়।

আপনি যখন চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলবেন– ৩৩ তম বিসিএস এ প্রিলিতে ফেল করা ওয়ালিদ যদি ৩৪ তম বিসিএস এ ফার্স্ট হতে পারে; টমাস আলভা এডিসন যদি হাজারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও হাল ছেড়ে না দেয়ার কারণে ইতিহাস বিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারেন; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে যদি ২ বারের চরম ব্যর্থতা ও "চর্যাপদ" আবিষ্কারের পথ থেকে এক চুলও বিচ্যুত করতে না পারে; মাধ্যমিকও পাশ না করা নজরুলের বই যদি দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যপুস্তক হতে পারে; তবে আমার অসাধ্য বলতে কিছুই থাকতে পারে না। ঠিক এমন কঠিন শপথে যখন আপনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন, আপনার নেতিবাচক বন্ধটি হয়তো মুচকি হেসে বলবে– "পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে।" ঐ মুহূর্তে একবার আমার কাছে আসেন, আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করে আমি প্রমাণ করে দিব পিপীলিকার পাখা মরিবার তরে গজায় না; পিপীলিকার পাখা গজায় উড়িবার তরে।

BanglaBook.org

হ্যালো, সাহস এখনো জাগেনি আপনার? তবে শুনুন আমি আপনাকে বলছি! যে আপনি জন্মের পর কথা বলতে পারতেন না, সে আপনিই আজ শ্রেষ্ঠ বক্তা। যে আপনি একসময় সামান্য দাঁড়াতে গেলেই ব্যর্থ হতেন, সে আপনি আজ শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ। যে আপনি সাইকেল চালাতে গিয়ে শতবার আছাড় খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন, সে আপনিই আজ পাইলট। যে আপনি বাবার হাত না ধরে ছোটবেলায় ঘরের চৌকাঠ পার হতে পারতেন না, সে আপনিই আজ পাইলট হয়ে সীমান্ত পাড়ি দেন একাই; নিয়ে যান হাজারো মানুষকে। হে মানুষ! তুমিই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছ বারবার। তোমার অসাধ্য কিছু নেই! যে কাজে আপনি সফল হতে চান, তবে সে কাজে যদি আগে কেউ সফল হয় তবে তাকে অনুসরণ করুন। যদি কেউ সে কাজে আগে সফল না হয়, তবে আপনি নিজেই হয়ে যান ইতিহাসের উদাহরণ। দাঁতে দাঁত চেপে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে একবার কি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না– ইয়েস! আমি পারবোই।

আপনার সফলতার পথে পুরো পৃথিবী বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেও কেউ একজন আপনার মাথার উপর ছায়া হয়ে থাকবে। তিনি হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেই বলেছেন– "সৃষ্টির সেরা জীব।" সুতরাং আপনি সফল হওয়া মানেই বিধাতায় সেই কথাটি প্রমাণ হয়ে যাওয়া।

ব্যর্থতার চূড়ায় সাফল্যের পদচিহ্ন

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস এর নাম– আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। অনার্স পাশ করা যেকোনো ছেলে বা মেয়ের কাছে সবচেয়ে বিব্রতকর প্রশ্ন "তুমি এখন কি করো"? কোনো আত্মীয়ের বাসায় গেলে, গাড়িতে কারো সাথে হঠাৎ দেখা হলে, স্কুলের সেই প্রিয় স্যার এর সাথে দেখা হলে, কোন অনুষ্ঠানে মা কাউকে সালাম করতে বলে পরিচয় করিয়ে দিলে– সবার তখন একটাই প্রশ্ন "বাবা, তুমি এখন কি করো"? আপনি কী করছেন সেটাই যেন এক জাতীয় সমস্যা! রাস্তায় কিংবা গাড়িতে বা কোন অনুষ্ঠানে হঠাৎ পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে তারও একই প্রশ্ন, "দোস্ত এখন কি করিস"? আপনার আজকের একটা কঠিন সিদ্ধান্তই আগামীতে উত্তর নিয়ে আসতে পারে এমন প্রশ্নের।

BanglaBook.org

পৃথিবীতে এমন লোকও পাওয়া যাবে না, যে কিনা সফল হতে চায় না। তবে "আমার দ্বারা হবে না" এ কথা বলা লোকের সংখ্যা কিন্তু প্রচুর। যে বলে "আমার দ্বারা হবে না" সে নিজেও কিন্তু সফল হতে চায়। শুধু ভয় তার ব্যর্থতার। একটা কাজে ব্যর্থ হলে সে আর অন্য কাজে হাত বাড়াতে চায় না। চুন খেলে গাল পুড়ে গেলে তখন দই দেখলেও ভয় লাগে। ব্যর্থতাও জীবনের এক শিক্ষা। এ.পি.জে আবদুল কালাম বলেছেন– Don't read success stories, you will get only message. Read failure stories, you will get some ideas to get success. যদি আপনি জীবনে ক্রমাগত

ব্যর্থই হয়ে থাকেন, তবে আজ আমি সত্যজিৎ আপনাকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম। যদি আপনি হতাশ না হয়ে কাজ করে যান, তবে আপনি সফল হবেনই হবেন, চ্যালেঞ্জ!!

কথা হল একজন নব্য এএসপির সাথে, আজ থেকে ৩ বছর আগেও নাকি কেউ তাকে বিসিএস ক্যাডার হওয়ার স্বপ্ন দেখালে তিনি তাকে পাগল বলতেন। এতটাই অবিশ্বাস হচ্ছিল উনার এই সফলতা! আরেকজন বলেছেন, তিনি নাকি ম্যাজিস্ট্রেট হবেন এটা শুনে তার বন্ধুরা হাসাহাসি করত সামান্য একটা সেকেন্ড ক্লাস জবও হচ্ছিল না বলে। হ্যাঁ, সত্যি তাঁর কোন ব্যাংক, সেকেন্ড ক্লাস জব কোথাও চাকরি হয়নি। কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব খেলা, যার একটা সেকেন্ড ক্লাস জবও হয় না, সেই তিনি আজ ফার্স্ট ক্লাস গেজেটের অফিসার; মানে ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর যে বন্ধুরা এতদিন তাঁর স্বপ্ন নিয়ে হাসাহাসি করেছিল, আজ তারাই বলছে– "জানতাম তুই পারবি।" দেখেছেন কিভাবে মুখের কথা বদলে যায় একটি সফলতায়। মনে রাখবেন– "আপনি যদি প্রশিক্ষণের মাঠে ঘাম না ঝরান, তবে যুদ্ধের ময়দানে আপনাকে রক্ত ঝরাতে হবে"। প্রসব বেদনা ছাড়া কেউ কখনো মাতৃত্বের স্বাদ পায়নি। আপনি কেন আশা করছেন কষ্ট ছাড়াই সফরতার স্বাদ পাবেন?

সাহসীরা যখন উচ্চারণ করে Do or Die...! তখন আমি সত্যজিৎ আরো কঠিন আত্মবিশ্বাসে চিৎকার দিয়ে বলি, DO BEFORE DIE...! জীবন তখনই মহা মূল্যবান হয়ে যায়, যখন আপনার ছোট একটি স্বাক্ষর হয়ে যায় বহু আকাঙ্খিত মানুষের প্রিয় অটোগ্রাফ। যদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে থাকেন কিছু করার তবে সেটা মরার আগেই করতে হবে। স্পিড ব্রেকার কবে থামাতে পেরেছে গাড়ির গন্তব্যে পৌছানো, রাস্তার ঐ লাল বাতিটি দেখে গাড়ি কখনো পেছনে যায় না শুধু অপেক্ষা করে একটি সবুজ সংকেতের। সবুজ বাতি জ্বললেই সে আবার দৌড়াবে তার গন্তব্যে। মাঝখানে শুধু থেমে থাকার ধৈর্য্য। যিনি হতাশ হয়ে পেছনে চলে যান, তিনি কখনো গন্তব্যে পৌছান না।

জীবনের আসল মানে বুঝবেন সেদিন, যখন আপনার বন্ধুটি ফোন করে বলবে, "দোস্ত, কাল পার্টি আছে, আমি চাকরিটা পেয়ে গেছি"। এ সুসংবাদটি পাওয়া মাত্র আপনার মনে হবে কেউ আপনার কানে গরম তেল ঢেলে দিল। কারণ এ ছেলেটিই আপনার ক্লাসমেট। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি শুরু করেছিল বলেই আজ সে সরকারি কর্মকর্তা। আর আপনি...?

পরের দিন একান্ত বাধ্য হয়ে পার্টিতে যোগ দিয়ে দেখবেন, আপনারই অনেক সমবয়সী ভিজিটিং কার্ড দিচ্ছে আপনাকে। এখন জনাব আমার প্রশ্ন আপনার কাছে, আপনার ভিজিটিং কার্ডটি কোথায়? কয়েক ইঞ্চি একটা ভিজিটিং কার্ডেও যে এত সম্মান লুকিয়ে আছে জীবনে এই প্রথম অনুভব করলেন। যখন পার্টিতে বসে চিকেন টিক্কা খাচ্ছেন তখন মনে হবে যেন নিজের মাংস নিজেই খাচ্ছেন!! উফ! এত কষ্ট বেকারত্বের।

BanglaBook.org

ব্যর্থতার আকাশেই জীবন্ত সফলতার উড়ন্ত ঘুড়ি দেখা যায়। কে কবে মাতৃত্ব পেয়েছে প্রসব বেদনা ছাড়া! পিচঢালা মসৃন রাজপথে কিংবা দামী টাইলস বা মোজাইকের উপর কখনো ফসল জন্মায় না, ফসল হয় কাদা মাখা বিশ্রি মাঠে। যখনই হতাশা আপনাকে ঘিরে ধরবে, ব্যর্থতা আপনাকে পেছনে টেনে রাখবে তখনই ব্যর্থতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলবেন- I will not immediately but definitely.

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুশিল্পীর নাম কি আপনার জানা আছে, যিনি চাইলেই সব করতে পারেন! শ্রেষ্ঠ যাদুশিল্পীটি কে জানেন? আর কেউ নয়; সেই পৃথিবী বিখ্যাত যাদুশিল্পীটি আপনি নিজে। আপনিই পৃথিবী বিখ্যাত সেই শ্রেষ্ঠ স্থপতি যার অসাধ্য বলতে কিছু নেই।

সফলতার উদাহরণ দেয়ার জন্য এডিসন, আইনস্টাইন, আব্রাহাম লিংকন কিংবা ড. আতিউর রহমানের নাম জানার দরকার নাই। আপনি নিজেই সফলতার এক বিরাট দৃষ্টান্ত। আজকের যে আপনি চাকরিপ্রার্থী, সে আপনিই কাল হয়ে যাবেন চাকরিজীবী। যে আপনি আজ বেকারত্বের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এপ্লিকেশন লেটার নিয়ে ঘুরেন, কাল সে আপনিই আইডেন্টিটি কার্ড ঝুলিয়ে এপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে অফিসে যাবেন। শুধু মাঝখানের ব্যর্থতার হতাশাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলেই আপনিও হয়ে যাবেন কিংবদন্তি। কিংবদন্তীরা ব্যর্থতার পায়ে ভর দিয়েই জন্মায়।

মেডিকেলে কখনো সুস্থ হৃদপিণ্ডের গ্রাফ দেখেছেন? সুস্থ হৃদপিণ্ডের ECG এর গ্রাফ থাকে Ups & Downs. অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের গ্রাফটি যদি উঠানামা করে তার মানে আপনি সুস্থ। একমাত্র মৃত ব্যক্তির হৃদপিণ্ডের মাঝে কোনো Ups & Downs নেই। আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও সফলতা ব্যর্থতায় জীবনে উত্থান-পতন আসবেই। আর আমি বিশ্বাস করি এগুলো আসা মানেই আপনি এখনো জীবন্ত, ঠিক সেই হৃদপিণ্ডের ECG গ্রাফ এর মত। পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেলে বলা আছে, "নরকের পথ সৎ উদ্দেশ্যে তৈরী।" তেমনি আপনার সকল ব্যর্থতাও বড় কোনো সফলতা প্রাপ্তির জন্যই সৃষ্টি। জীবন আপনার, সফলতা-ব্যর্থতাও আপনার; সুতরাং জীবনের কঠিন সিদ্ধান্তটি আপনাকেই নিতে হবে।

BanglaBook.org

বাঁচার জন্য আত্মহত্যা

আত্মহত্যা! যে মেয়েটি গোলাপের পাঁপড়ি ছেঁড়া নিয়ে প্রিয়তম মানুষটির সাথে অভিমান করে, সে কী করে নিজের জীবনকেই জীবন থেকে ছিঁড়ে ফেলে; কেন সে আত্মহত্যা করে? যে যুবকটি তার প্রেয়সীর হাতের আঙ্গুল কাটার রক্ত দেখে চোখের জলে পাঁপড়ি ভেজায়; গভীর রাতে মুঠোফোনে যে যুবকটি হাতে মেহেদী রাঙানোর স্বপ্ন দেখায়; কেন সে একদিন নিজের পুরো শরীরই রক্তে রাঙিয়ে দেয়, কেন সে আত্মহত্যা করে?

যে ছেলেটি আত্মহত্যা করেছিল, সে আসলে বাঁচতে চেয়েছিল। বাঁচার জন্যই আত্মহত্যা; মরার জন্য নয়। নিঃশ্বাসের আড়ালে বেঁচে থাকার নাম যদি জীবন হয়, তবে দীর্ঘায়ু অভিশাপ। যে ছেলেটি কথা দিয়েছিল চাকরিটা পেলেই প্রেয়সীকে ঘরে তুলবে; আজ তার চাকরির বয়স শেষ। কোটা প্রথার দৌরাত্ম আর ঘুষের টাকার অভাবে তার চাকরিটা জুটল না। তার প্রেয়সীর রাঙা মেহেদি আজ ছুঁয়ে আছে অন্য কারো হাত। বেকারত্ব আর প্রেম হারানো যন্ত্রণা নিয়ে ছেলেটি আজ মরতে চায়। কী বলে সান্ত্বনা দিবে আজ তুমি তাকে? আমি বিশ্বাস করি– সে আসলে মরতে চাইনি, চেয়েছিল প্রেয়সীর সাথে পড়ন্ত বিকেলে ফুসকা খাওয়ার দৃশ্যটি ভুলতে। সে চেয়েছিল বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়, কদমফুল হাতে আসতে দেরি করার অভিযোগে প্রেমিকার অভিমান করা মুখটি স্মৃতি থেকে মুছে দিতে। কারণ তার প্রেয়সী আজ অন্য কারো। কিন্তু স্মৃতি ভুলার সহজ উপায় হিসেবে সে মৃত্যুকে বেছে নিল।

যে মেয়েটি স্বপ্ন বুনেছিল একটি সুন্দর ছোট্ট সংসারের। কোনো এক প্রতারক তার প্রেমের নামে ছলনার আগনে মেয়েটির গর্ভে সন্তান এনেই পালিয়ে গেল। মেয়েটি লজ্জায় আজ মরতে চায়। সে আসলে মরতে চাইনি, চেয়েছিল এই কলঙ্কটি থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু এমন কলঙ্কে তার পাশে কাউকে না পেয়ে সে আজ নিজেকেই মুক্ত করে দিল পৃথিবী থেকে। যে সন্তানটি মায়ের গর্ভেই মারা গেল ভ্রূণ অবস্থায়, তুমি কি পরিচয়ে বাঁচাবে তাকে। জন্মানোর আগেই যে জীবন মৃত হয়, তার কলঙ্কের ভার কার?

যে মেয়েটি মুখ ঝলসে গেল এসিডের দহনে; যে ছেলেটির চাকরি হয় না ঘুষের কারণে, যে মেয়েটি বিশ্বাস করে কলঙ্কিত হয়েছে কিংবা যে মেয়েটি ধর্ষিত হয়েছে; যে ছেলেটি ব্যর্থ প্রেমে মাদকসেবন করে; কী বলে তাদের তুমি মৃত্যু থেকে বাঁচাবে? এরা কেউই তো মরতে চাইনি, আজ তারা শুধু বেঁচে থাকার কারণটিই হারিয়ে ফেলেছে। আমরা তাদের বেঁচে থাকার কারণ না দেখিয়ে এড়িয়ে চলেছি বলেই আজ তারা মৃত। এরা সবাই তো সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল।

জীবন সাজাতে যখন এক প্রান্তের মানুষ ব্যস্ত, অন্য প্রান্তে কেন মানুষ জীবনের বোঝা বইতে না পেরে আত্মহত্যা করবে? চলুন জীবনে জীবন আনি। এ জীবন কোনো ঘটনার কাছে হেরে যাবার জন্য জন্মায়নি; এ পৃথিবীটাও নয় কোনো

BanglaBook.org

ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। আমি বিশ্বাস করি, এ জীবন বিধাতার শ্রেষ্ঠ উপহার! একে সাজাতে হয়, বাঁচাতে হয়, স্বপ্ন দেখাতে হয়। বিধাতার শ্রেষ্ঠ উপহারকে হত্যা করার কোনো অধিকার তোমার নেই। যে তুমি নতুন কোনো জীবনের সৃষ্টি করতে পারো না, সে তুমি কেন বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবনকে হত্যা করতে চাও! আসুন বাঁচতে শিখি, বাঁচতে শিখায়। ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বরং চলুন ঘটনাকেই প্রভাবিত করি। যে হতাশা, ব্যর্থতা বা বাঁচার কারণ খুঁজে না পাওয়া মানুষগুলো আত্মহত্যা করে; সে একই কারণে আত্মহত্যা না করে আপনি যদি বেঁচে থেকে নতুন জীবন সাজাতে পারেন, তবেই আপনিই হবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী; আপনার জীবনটাই হবে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম।

প্রিয়জনের প্রিয়বচন

প্রিয়জনকে অন্তত একবার মিথ্যা করে হরেও বলুন, "জানি তুমি সফল হবেই; বৃথা যাবে না তোমার পরিশ্রম।" তবে দেখবেন আপনার ক্যারিয়ার অসচেতন প্রিয় মানুষটিও আপনার এই মিথ্যা প্রশংসায় অনুপ্রাণিত হয়ে বা তার প্রতি আপনার বিশ্বাস সত্যি করার জন্য হলেও তিনি অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশি পরিশ্রম করবেন। নতুন করে ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবতে শুরু করবে। হয়তো একদিন সত্যি তিনি সফল হয়ে উঠবেন।

প্রতি ঘণ্টায় একটি করে সিগারেট খাওয়া ছেলেটিও কয়েক ঘণ্টা সিগারেট ছাড়াই দিব্যি কাটিয়ে দেয় তার প্রিয়সীর সাথে ঘুরতে গিয়ে; কারণ তার প্রেয়সীর বিশ্বাস ছেলেটি ধূমপান করে না। এই একটি মিথ্যা বিশ্বাসকে সত্যি করতে কত চেইন স্মোকার সারাটা দিন ধূমপান ছাড়াই কাটিয়ে দিল প্রিয়সীর সাথে লং ড্রাইবে গিয়ে, তা শুধু ঐ ছেলেটিই জানে।

ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করা বন্ধুটিকে একবার মিথ্যা করে হলেও বলুন, "তোর ইংরেজি উচ্চারণ খুব সুন্দর।" দেখবেন মনে অগোচরে সেই বন্ধুটি সবার সাথে ইংরেজিতে কথা বলছে। অল্প আধটু ইংরেঝি জানা ছেলেটিও এভাবে একদিন IELTS এ সর্বোচ্চ স্কোর নিয়ে বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আসে।

অল্প একটু গান জানা প্রিয়জনকে মিথ্যা করে হলেও বলুন, "তুমি খুব ভালো গান করতে পারো।" তবে দেখবেন আপনার এই মিথ্যা প্রশংসায় অনুপ্রাণিত হয়ে বা তার প্রতি আপনার বিশ্বাস সত্যি করার জন্য হলেও তিনি অন্যদিনের তুলনায় রোজ ৫ মিনিট বেশি গান অনুশীলন করবে। হয়তো একদিন সত্যি সত্যিই তিনি ভালো শিল্পী হয়ে উঠবেন।

কথাগুলো বিশ্বাস হচ্ছে না? "তোমার হাসিটা খুব সুন্দর" এমন প্রশংসা যে মেয়েটি শুনেছে, সে কতশত বার যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কারণ ছাড়াই হেসেছে তার হিসেব ঐ মেয়েটির কাছে আছে। যে ছেলেটিকে "হেয়ার স্টাইলের" প্রশংসা করা হয়, সে দিনে অন্তত কয়েকবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের যত্ন

BanglaBook.org

নিবে। কেন এমনটি হয়? কারণ আমরা প্রিয় মানুষের বিশ্বাসগুলোকে মিথ্যা হতে দিতে চাই না। তাই অন্তত মিথ্যা করে হলেও প্রিয় মানুষটিকে একবার বলুন– "জানি তুমি পারবেই"। আপনার এই একটি মিথ্যা প্রশংসাকে সত্যি করতে হলেও, সে একদিন পারবেই। পৃথিবীর কত গুণের যে জন্ম হয়েছে মিথ্যা প্রশংসাকে আর প্রিয়জনের বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে তা শুধু ইতিহাসই জানে। এজন্যই আমি নিজেও আমার সকল হতাশাগ্রস্ত প্রিয় মানুষগুলোকে সবসময় বলি, "এগিয়ে যান, সাফল্য আসবেই।"

মনে রাখবেন, নেতিবাচক চিন্তা একটি ছোঁয়াচে রোগ। হতাশা একটি ঘাতক ব্যাধি; নীরবেই ধ্বংস করে দেয় সাফল্যের পথটুকু। তাই ছাড়ুন হতাশা, বাঁচান আশা; আপনার হাতের মুঠোয় সফলতা।

ক্যারিয়ার কথন

হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া মানে থেমে থাকা নয়; বরং এটিই প্রমাণ করা, আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদের সাথে লড়াই করেছিলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দালানটি প্রথমে মাটির সবথেকে নিচে ফাউন্ডেশন গড়েছিল। একটি ভবন কত উঁচু হবে সেটা নির্ভর করবে, ভবনটির ফাউন্ডেশন নিচে কতটুকু গেল তার উপর। একটি ফুটবল কত স্পিডে গোলপোস্টে যাবে, সেটা নির্ভর করবে আপনি কত পেছনে গিয়ে বলটি কিক করেছেন তার উপর। আমিও বিশ্বাস করি, একজন পরাজিত মানুষ যত পেছনে পড়ে থাকেন, সঠিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারলে তিনিই সবচেয়ে বড় সাফল্যটি ছিনিয়ে আনতে পারেন।

BanglaBook.org

প্রতিদিন নানা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসে পত্রিকায়। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, এএসপি, ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসব নিয়োগ কার জন্য? অবশ্যই আপনার জন্য। শুধু আপনি স্বপ্ন পূরণ করবেন বলেই প্রতিদিন এত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসে সরকারি ওয়েবসাইটে। আপনার পাশের যে বিলাশবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শপিং সেন্টারটি আছে, বলুনতো সেটা কার জন্য তৈরি? সেটা জনাব আপনার জন্যই তারা সাজিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী রেস্টুরেন্টটি দেশি-বিদেশি খাবারে তারা সাজিয়ে রেখেছে শুধু আপনার জন্য। শুধু আপনি থাকবেন বলেই চারিদিকে তৈরি হচ্ছে লাক্সারি এপার্টমেন্ট। কিন্তু আপনি প্রস্তুত তো এসব উপভোগ করার জন্য?

আপনি চাকরি নিয়ে ঠিক তখনই ব্যর্থতার ভয় পাচ্ছেন, যখন আপনি অনার্স/মাস্টার্স সম্পন্ন করে সফলতার একটা ইতিহাস ইতোমধ্যে তৈরি করেছেন। আপনি আপনার সেই বন্ধুটির কাছে যান, যে প্রাইমারি স্কুল থেকে হাই স্কুলেই যেতে পারল না কিংবা সেই বন্ধুটির কাছে যান, যে কলেজেই উঠতে পারল না। তারা

বুঝিয়ে দিবে তাদের তুলনায় আপনি কতটুকু সফল। যারা স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে কলেজের বারান্দায় হাঁটার সুযোগ পায়নি, তারা তো চাকরির পরীক্ষার যুদ্ধের জন্য নিজেকে যোদ্ধা হিসেবেও পরিচয় দিতে পারছে না। আর সে জায়গায় আপনি বিসিএস ফরমে ১ম চয়েস এডমিন দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হবেন নাকি পুলিশ কিংবা অন্য কোন সম্মানজনক পদের জন্য লড়বেন সে চিন্তা করছেন! সফলতা এমন একটি অর্জন যেটা পাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার কাছে স্বপ্ন মনে হবে, আর আপনি সফলতা পেয়ে গেলে অন্যদের কাছে তা ভাগ্য মনে হবে। কিন্তু আমার কাছে পুরোটাই পরিশ্রমের প্রাপ্তি। কে কবে দেখেছে স্বপ্নহীন মানুষ গন্তব্যে পৌঁছাতে।

চোখ বন্ধ করুন আর ভাবুন, আপনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, গাড়ি থেকে নামলেন। আপনার সামনে পেছনে পুলিশ গার্ড দিচ্ছে। তারা আপনাকে স্যার স্যার বলে সম্বোধন করছে। আপনি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছেন। আপনাকে দেখে ঐ কোটিপতি ক্ষমতাবান লোকটিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আপনি চোখ বন্ধ করুন আর ভাবুন, আপনি একজন পুলিশের এএসপি; যে আপনি ছোটবেলায় পুলিশ দেখলে লুকিয়ে থাকতেন, আজ সে আপনিই গাড়ি থেকে নামামাত্র একঝাঁক পুলিশ আপনাকে স্যালুট জানাতে এক ঘণ্টা আগে থেকে প্রস্তুত। কি সুখের অনুভূতি! আপনি একজন সহকারী জজ। ভাবুন এবার আপনি আদালতে বসে বিচার করছেন, আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একসময়ের ক্ষমতাবান মন্ত্রী। এই বিচার কাজটি সম্পন্ন করছেন আপনি। আপনার রায়ের উপর নির্ভর করছে সাবেক মন্ত্রীর ভবিষ্যৎ। বিশ্বাস করেন, আমার নিজেরই গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবুন আপনি একজন সম্মানিত বিসিএ কাস্টমার, আপনার একটি স্বাক্ষর ছাড়া কারো মূল্যবান সার্টিফিকেট সত্যায়িত হচ্ছে না। এ যে কেমন এক সুখের অনুভূতি তা কল্পনা করতেও অর্ধেক স্বাদ পেয়ে যাচ্ছেন। ভাবুন, যে আপনি ছোটবেলায় একশত টাকা পেলে দশ টাকার আইসক্রিম খাওয়ার পর বাকি নব্বই টাকা কি করবেন তারই হিসেব মিলাতে পারতেন না; আজ সেই আপনিই বাংলাদেশ ব্যাংকের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে নিয়োগ পেয়ে লক্ষ কোটি টাকার হিসেব মিলাচ্ছেন। এমন স্বপ্নই আপনাকে ঠিক পথে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। পৃথিবীর সকল সফল ব্যক্তিই বড় স্বপ্নবাজ ছিলেন। এমন স্বপ্নে যখন আপনাকে কোনো এক নেগেটিভ ব্যক্তি এসে বলবে, "ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখো না।" ঠিক তখনই আমি আপনাকে বলছি, যাঁরা লাখ টাকার স্বপ্ন দেখেছেন তারা ঐ ছেঁড়া কাঁথাটুকুও পাননি। যে বস্তির ছেলে এন্ড্রু কার্নেগিকে ছেঁড়া শার্টের কারণে পার্কে ঢুকতে দেয়া হয়নি, সেই বস্তির ছেলেটি একসময় পুরো পার্কটি কিনে নিয়েছিলেন, হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনপতি। কি এমন অসাধ্য আছে মানুষের! এখানে একটিও কাল্পনিক কথা নয়; সবটুকুই আপনার পরিচিত ঘটনা।

হে যোদ্ধারা! চলুক তবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এ যুদ্ধ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ, এ যুদ্ধ মা-বাবার মুখে হাসি ফুটানোর যুদ্ধ, এ যুদ্ধ একটি আত্মপরিচয় নির্মাণের যুদ্ধ। যদি এখন আপনার সামনে গিয়ে চিৎকার কর জিজ্ঞেস করা হয়, হে যোদ্ধা তুমি কি

BanglaBook.org

প্রস্তুত নিতে আছো আগামী যুদ্ধের? তবে কি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে একবার বলবেন না, "ইয়েস, আমি প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য?" চলুন স্বপ্ন গড়ি একসাথে।

চ্যালেঞ্জ

একদিন জীবনটা গল্প হবে। এতটাই অবিশ্বাস্য গল্প হবে যে, সেই গল্পের নায়ককে একটিবার দেখতে ইচ্ছে হবে। ইচ্ছে হবে তাঁর সাথে একটি সেলফি তুলতে, নিজের যত্ন করে রাখা ডায়েরিটাতে ইচ্ছে হবে সেই গল্পের নায়কের একটা অটোগ্রাফ নিতে। কে সে গল্পের নায়ক? দিনরাত পরিশ্রম করে যে পড়াশুনা করে, মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যে স্বপ্ন দেখে নিজে। কিন্তু বারবার সে ব্যর্থ হয়। যারা এতদিন তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল, একদিন তাদের স্বপ্নও মরিচীকা হয়ে যাবে। যারা একদিন আপনার পরিশ্রম আর সাধনা দেখে বিশ্বাস করেছিল, "আপনি পারবেন।" কিন্তু আপনার বারবার ব্যর্থতা একদিন তাদের বিশ্বাসের জায়গাটা দুর্বল করে দিবে। যারা এতদিন ভেবেছিল আপনি অবশ্যই পারবেন, আপনার ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে একদিন তাদের বিশ্বাস করতেই কষ্ট হবে যে, আপনি আসলেই পারবেন তো!

প্রতিযোগিতায় নামলেন, রেজাল্ট আসল। এবারও শুনতে হল No. ভাই No মানে না নয়, আজ থেকে বলুন No মানে Next Opportunity. পৃথিবী বিখ্যাত সফলরা কি কখনোই ব্যর্থ ছিলেন না? এরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ মানুষ ছিলেন এক সময়। শুধু হাল ছাড়েননি বলে, পরিশ্রমের কারণেই তারা আজ সফল ব্যক্তি। ব্যর্থতার পর নিজেকে আরেকবার সুযোগ দিয়েছিল বলেই আমরা বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ পেয়েছিলাম। কারণ এটি আবিষ্কার করতে দিয়ে ২বার ব্যর্থ হয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ব্যর্থতার পর নিজেকে আরেকবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলেই আমরা এডিসনকে পেয়েছিলাম, যিনি হাজার বার ব্যর্থ হয়েছেন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করতে। কিন্তু আবিষ্কার করে শেষ হাসিটা তিনিই হাসলেন। পৃথিবীর যত বিখ্যাত সফল ব্যক্তি আছেন তারা সবাই নিজেকে আরেকটিবার সুযোগ দিয়েছিলেন প্রতিযোগিতায়। আজ যারা সচিব, ম্যাজিস্ট্রেট, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আছেন তাঁরা সবাই কি প্রথম চেষ্টায় সফল হয়েছিল? একবার ভাবুন সেই জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা এএসপির কথা যিনি ৪র্থ বারে গিয়ে চাকরিটা পেয়েছিলেন। যদি ৩য় বারের ব্যর্থতার পর তিনি হাল ছেড়ে দিতেন তবে কি ৪র্থ বারের এমন সাফল্য তার হাতে ধরা দিত?

আপনার চূড়ান্ত পরাজয় কেবল তখনই হবে যখন আপনি হাল ছেড়ে দিবেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আপনি জীবনে যত বারই ব্যর্থ হোন না কেন,

BanglaBook.org

যদি হাল ছেড়ে না দেন তবে আপনাকে পরাজিত করবে এমন কেউ নাই। বিধাতাও আপনার পাশে আছেন, কারণ আপনি তারই সৃষ্টি। কেন আপনি এত হতাশায় ভুগেন? আপনি কি জানেন, আপনি অনেকের কাছে এক উজ্জ্বল উদাহরণ! অনেকে আপনার মত একটা জীবন চেয়েও পায়নি। কত মা-বাবাই চেয়েছিল তার সন্তানটি আপনার মত কলেজে/ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। কিন্তু পারেনি, আপনি তাদের কাছে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আর এমন নক্ষত্রের কাছে কেউ হতাশা আশা করে না।

যে আপনি আজ চিন্তায় থাকেন, হতাশায় ভুগেন শুধু একটি চাকরির জন্য; সে আপনিই একদিন সফলতার কথা বলবেন, আর আজকের এই হতাশা নিয়ে তখন নিজে নিজে মুখ লুকিয়ে হাসবেন। তাই চলুন সব হতাশা, দুঃশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে যুদ্ধে নামি। আজকের দিনটিই হচ্ছে আপনার সেই ভবিষ্যৎ, যা নিয়ে আপনি গতকাল, গতমাস, গতবছর চিন্তিত ছিলেন। আজ অন্তত এমন কিছু করুন, যা নিয়ে আগামী মাস কিংবা আগামী বছর আপনাকে ভাবতে না হয়। ছাড়ুন হতাশা, বাঁচান আশা, আপনার হাতেই আগামীর সফলতা।

আপনি সফল হওয়ার পর আপনার ব্যর্থতা কেউ মনে রাখবে না। যদিও কেউ কখনো আপনার ব্যর্থতার কথা বলে তখন সেটা অনুপ্রেরণা হিসেবে নিবে সবাই। চলুন, আবার শুরু করা যাক একটা যুদ্ধ। বিজয়ের মঞ্চ প্রস্তুত। আগামীর মঞ্চে আমিই হব মুকুটধারী বিজয়ী এই মন্ত্রে শপথ নিই। আর কত অন্যের সফলতা শুনে মুগ্ধ হব, আর কত অন্যের সফলতার গল্প শুনিয়ে অন্যদের মুগ্ধ করার, সময় এসেছে এবার নিজের সফলতার গল্প শুনিয়ে অন্যদের মুগ্ধ করার, সময় এসেছে এবার বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত তালি নেওয়ার। আমি আবার দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করছি– সফলতার ভাগ্য হাতের রেখায় নয়, হাতের মুঠোয়।

BanglaBook.org

ট্রেনের বেকার যাত্রীরা

একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি মানেই লাখো প্রার্থীর স্বপ্নের যাত্রা। যে ছেলেটি টেকনাফে বসে প্রস্তুতি নিচ্ছে তার প্রতিযোগি তৈরি হচ্ছে তেঁতুলিয়ার শেষ প্রান্তে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাঠুরিয়া; ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চিতেই এক বেকারের বিপরীতে চাকরিযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে লাখো প্রতিযোগি। যে ছেলেটি ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল কিংবা যে ছেলেটি ৩৩ নাম্বারের জন্য যুদ্ধ করত পরীক্ষার আগের রাতে, যে মেয়েটি সবসময় বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্টের দিন মনে মনে আল্লাহকে ডাকত যেন সব বিষয়ে এ প্লাস থাকে, কিংবা যে মেয়েটি শুধু চেয়ে

আছে গণিতে পাশ মার্কস থাকবে কি না, কারণ গণিতে পাশ করতে পারলেই সে নতুন ক্লাসে প্রমোশন পাবে! সেদিনের সব ছেলে-মেয়ে আজ বেকার ট্রেনের যাত্রী। কে কোন সময় ফার্স্ট ছিল, আর কে ছিল লাস্ট বেঞ্চের স্টুডেন্ট, তার আজ কোন হিসেব নেই! এখন হিসেব শুধু একটাই– চাকরি চাই! চাকরি চাই!!
অসহ্য বেকারত্ব! টিউশনের টাকা পকেটে রাখার দায় হয়ে পড়েছে বেকার যুবকটির। একেকটা পরীক্ষা মানেই আবেদনের জন্য টাকা, একেকটা পরীক্ষা মানেই ঢাকায় যাওয়ার গাড়িভাড়া! দুপুরের পিৎজা, চিকেন, বার্গার কিংবা মোগলাই বিরানীর দোকানের সামনে দিয়ে বেকার যুবকটি শুধু দীর্ঘশ্বাসে ভালো খাবারের গন্ধ নাকে নিয়ে হেঁটে যায় পাশের মামার টঙে, একটা ৫ টাকার রুটি আর এক কাপ চায়ের জন্য। হায়রে জীবন! তবু মলিন মুখে একটু হাসি, সামনেই তো একটা নিয়োগ পরীক্ষা। চাকরিটা এবার হলেই হয়। প্রতিদিন নামাজের সময় কত মা যে আল্লাহকে বলেন ছেলের চাকরির জন্য, প্রতিদিন কত মা ঠাকুর ঘরে উপোস করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আপনারই একটা চাকরির জন্য, তা শুধু ঐ বিধাতায় জানে।

প্রতি বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা সহ সরাদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে স্বপ্ন আসে রাতের ট্রেনে চড়ে। একটা চাকরি মানেই মায়ের স্বপ্ন পূরণ, একটা চাকরি মানেই বাবার শাসনভরা চোখে সুখের আস্ফালন। একটা চাকরি মানেই ভিজিটিং কার্ডে নামের নিচে ছোট করে পদবি লেখা, একটা চাকরি মানেই অপেক্ষায় থাকা প্রেয়সীর নতুন স্বপ্ন দেখা।

BanglaBook.org

আমি সেই বোনটির কথা ভাবছি, যে লং জার্নি করতে পারে না বলে দূরে কোথাও যায়নি কখনো। আর সেও চাকরি লাভের আশায় এখন নিত্য ঢাকার যাত্রি। আয়নায় যে বোনটি আগে নিজের মুখটি দেখত কতশত বার, চোখের কাজলটি একটু দিতে ভুল হলেই যে মুছত কয়েকবার, আর এখন? রাত জেগে পড়তে পড়তে চোখের নিচে যে কালি পড়ে গেছে সেদিকে তার নজরই নেই। যে ছেলেটি আগে সারাদিন দেখত ফেসবুক ম্যাসেজের রিপ্লাই এসেছে কি না, তার ছবিতে বিশেষ কেউ কমেন্ট দিয়েছে কি না! এখন তার সেদিকে কোন খেয়ালই নেই, এখন সে দেখে পত্রিকায় নতুন কোন চাকরির বিজ্ঞপ্তি এসেছে কি না।

লাজুক সে মেয়েটি কিংবা ঘরকুনো ছেলেটি যে খুব একটা ঘরের বাইরে যেত না, সে এখন এক গাদা বই হাতে বিশ্বভ্রমণ করে। বইয়ের প্রথম পাতায় বাংলাদেশ থেকে শুরু করে আমেরিকা, সৌদি আরব. রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান ভ্রমণ করে আসে সে কয়েক ঘণ্টায়। মুহূর্তেই তার জানা হয়ে যায় কোন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা কী, মুদ্রা বা রাজধানীর নাম কী? শুধু জানা হয় না, চাকরিটি তার কখন হবে! শুধু একটি চাকরির আশায় লাজুক বোনটিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে ঢাকার

শুক্রবারের রাস্তায়। এইতো সেদিন কলেজ ভর্তি হতে যে মেয়েটি বাবাকে ছাড়া যেতে পারেনি, আজ সে বড্ড আদরের মেয়েটিও চাকরির পরীক্ষা কেন্দ্র জানতে ঢাকার মৌচাক থেকে মালিবাগ, কাওরান বাজার থেকে স্বামীবাগ, সব রাস্তার মোড়ে শুধু পরীক্ষা কেন্দ্র খুঁজে ফিরে।

আমি বিধাতার কাছে আকুল প্রার্থনা করি, তিনি যেন কষ্টের সঠিক প্রতিদান দেন, তিনি যেন সব মা-বাবার মুখে এক টুকরো হাসি দেন, সবার মনের আশা পূরণ করেন। শুধু বিশ্বাস করি, বিধাতা কখনোই তার সৃষ্ট জীবকে তার কষ্টের প্রতিদান না দিয়ে বিমুখ করবেন না। লক্ষ্য যেখানে অটল, বিশ্বাস সেখানে অনড়, মনোবল সেখানে ইস্পাত কঠিন, স্বপ্ন যেখানে বিজয়ের; সেখানে সকল বাধা পেরিয়ে, ভাগ্যচাকা ঘুরিয়ে ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছাবেই। সকল এডমিট কার্ড/ এপ্লিকেশন লেটার একদিন হয়ে যাবে এপয়েন্টমেন্ট লেটার। আর তখনই বেলা বোসের ফোনে কল দিয়ে জানিয়ে দেয়া হবে গানটি– "চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো..."

অধূমপায়ী বন্ধুগ্রুপ

নন্দিত মানুষ, নিন্দিত গন্তব্য। যখন সিগারেটের ধোঁয়ায়, মদের ছোঁয়ায় মাতাল এক প্রান্তের যুবক; তখন মাদকবিরোধী সেমিনারে অন্য প্রান্তে চলছে মাদকমুক্ত সমাজের শপথ। কত ব্যবধান মানুষে মানুষে! যারা খুন করছে আর যারা খুন হচ্ছে উভয়েই মানুষ, যারা অপরাধ করছে আর যারা অপরাধের বিচার চাইছে তারা উভয়েই মানুষ। অথচ মানুষে মানুষে কত ব্যবধান! কিন্তু সবাই নিজেদের যুক্তিতে সঠিক।

আপনি সমাজের জন্য কিছু করতে চান? সমাজকে নিয়ে আপনি প্রতিনিয়ত ভাবেন? কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না এই তো! সমাজকে বদলে দিতে আপনাকে হাজার টাকার ব্যানার ছাপাতে হবে না, দেয়ালে দেয়ালে রঙিন পোস্টার দিতে হবে না, এমপি, মন্ত্রীকে দাওয়াত দিয়ে লক্ষ টাকার ডোনেশন নিয়ে মিডিয়ার সামনে বড় অনুষ্ঠানও করতে হবে না। যদি আপনি ধূমপায়ী হোন তবে আজ থেকেই সেসব মাদক বর্জন করে পৃথিবী থেকে একজন ধূমপায়ী কমান। আপনার ধূমপায়ী বন্ধুকে ধুমপান মুক্ত করার চ্যালেঞ্জ নিন। একজন বন্ধুই পৃথিবীর বড় সাইকোলজিস্ট; সে সব পারে। পৃথিবীর ৯৯% ধূমপায়ীই ধূমপান শুরু করে বন্ধুর আহ্বানে। কোনো এক বন্ধু যদি কাউকে ধূমপানি উৎসাহিত করতে পারে, তবে আপনিই অন্তত হয়ে যান সেই বন্ধু যে তার ধূমপায়ী বন্ধুকে ধূমপানমুক্ত করতে পারে। পুরো পৃথিবী ধূমপানমুক্ত করার কাজটা আপনার জন্য কঠিন। কিন্তু আপনি এটা প্রমাণ করতে পারেন আপনার বন্ধু গ্রুপটি অধূমপায়ী।

কারো জীবন পাল্টে দেয়ার ক্ষমতা হয়তো আপনার নেই। কিন্তু জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

BanglaBook.org

ভুলগুলো ঠিক করে দেয়ার ক্ষমতা আপনার আছে। আজ আপনার বন্ধুটিকে ধুমপানমুক্ত করার মানে হল কাল আপনি তার দ্বারা ধুমপানে আকৃষ্ট হওয়ার পথটা বন্ধ করে দেয়া। সেলফি তো অনেক তুলেছেন। এবার একটি সেলফি তুলুন অধুমপায়ী বন্ধুরা মিলে। ক্যাপশন দিবেন "অধুমপায়ী বন্ধু গ্রুপ।" সপ্তাহে অন্তত একজন ধুমপায়ীকে ধুমপানমুক্ত করে গ্রুপের সংখ্যা বাড়ান। হাজার মাইলের যাত্রা পথ নাকি একটা মাত্র পদক্ষেপ দিয়ে শুরু হয়। তবে ধুমপান মুক্ত বন্ধুগ্রুপ নির্মাণ করেই হোক আমাদের এই যাত্রা। চ্যালেঞ্জ হোক- ধুমপায়ী বন্ধুকে ধুমপানমুক্ত করার। আমি নিলাম সেই শপথ. আপনি আছেন তো? যদি ধুমপায়ী বন্ধুকে অধুমপায়ী করতে না পারেন, তবে নতুন ধুমপায়ীদের অন্তত ধুমপানে নিরুৎসাহিত করুন। তাও যদি না পারেন, তবে যারা এখনো ধুমপান শুরু করেনি তাদের অন্তত অধুমপায়ী থাকার জন্য অভিনন্দন জানান। ভালো কাজে সফল হতে না পারলেও অন্তত বলতে পারবেন- আমি চেষ্টাটুকু করেছিলাম।

বিজয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে

আর কত বন্ধুর ভিজিটিং কার্ডে পকেট ভারি করবেন। এবার সময় এসেছে নিজের ভিজিটিং কার্ড বন্ধুকে উপহার দেয়ার। বিজয়মঞ্চের নিচে বসে আর কত অন্যের সফলতার গল্প শুনে হাত তালি দিবেন? এবার সময় এসেছে নিজেই সফলতার গল্প শুনানোর। অনেকগুলো হাত আজ অপেক্ষায় আছে আপনি মঞ্চে উঠলে হাত তালি দিবে বলে, অনেকগুলো ফুল প্রতিদিন ফুটে চলেছে আপনি সফল হলে মালা পড়াবে বলে। বিশ্বাস রাখুন নিজের উপর, চ্যালেঞ্জ নিন শপথে শপথে আর মুষ্টিবদ্ধ হাতে চিৎকার দিয়ে জানান দিন- ইয়েস! আমি পারবোই।

BanglaBook.org

আগুনের প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল পাথরের সাথে পাথরের ঘর্ষণের ফলেই। আবিষ্কারের আগেও আগুন ছিল, শুধু পাথরটি কেউ ঘষতে পারেনি বলে আগুনটি দেখেনি, দেখেনি আগুনের তেজ। যেদিন পাথরে পাথর ঘষা লাগল সেদিনই দেখল সবাই আগুন, আর আগুনের তেজ। আপনার মাঝেও লুকায়িত আছে আগুনের সেই শিখা, স্বপ্নের সফলতা; এবার অপেক্ষা শুধু ঘর্ষণের, অপেক্ষা একটি চ্যালেঞ্জের। আর কত সফলতার ইতিহাস পড়বেন, এমন একটা চ্যালেঞ্জ নিন যেন নিজেই এক ইতিহাস হয়ে যান।

ব্যর্থ হয়ে চোখ ভিজিয়ে কোন লাভ নেই। সফলতার পথটা একটা চলন্ত বাস ভ্রমণ। গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আপনাকে স্পিড ব্রেকার থামিয়ে দিবে, ট্রাফিক সিগন্যাল লাল বাতি আপনাকে মাঝে মাঝে পথ আটকে রাখবে, কিন্তু যার গন্তব্যে পৌঁছার মত ধৈর্য্য, সাহস আর সাধনা থাকবে, সে ঠিকই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। আপনার চোখের জলে দু'দিন সবাই মায়া দেখাবে কিন্তু পরের দিন তারাই আপনাকে নিয়ে ব্যর্থতার উদাহারণ তৈরী করবে। যারা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াতে জানে, তারাই একদিন হাসির নক্ষত্র হয়। ইয়েস, আমি বিশ্বাস করি- আজকের

তৈরী করবে। যারা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াতে জানে, তারাই একদিন হাসির নক্ষত্র হয়। ইয়েস, আমি বিশ্বাস করি- আজকের এক ফোঁটা চোখের পানি, কালকের অট্টহাসিতে পরিণত হবে। শুধু প্রয়োজন ধৈর্য ধরে হাল না ছেড়ে, লড়াই করে যাওয়ার সাহস। নায়কের জন্ম তখনই হয়, যখন ব্যর্থতা তাকে ঘিরে রাখে, আশাবাদী মানুষেরাও তার প্রতি আশা ছেড়ে দেয়, কাছের মানুষগুলোও দূরে সরে যায়, কিন্তু একদিন সবাইকে চমকে দিয়ে সেই ব্যর্থ ছেলেটিই হয়ে যায় শীর্ষ সফল ব্যক্তি। যারা একসময় বলেছিল আপনি পারবেন না, আপনার সফলতাই তারাই আবার বলবে- "জানতাম তুমিই পারবে।" এভাবেই একটি সফলতা, বদলে দেয় মানুষের মুখের কথা।

বাধার পাহাড়ে জয়ধ্বনি

সাহসীরা ভাগ্যকে গড়েন, আর অলস ও কাপুরুষরা ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। যারা এভারেস্ট জয় করেছেন, তারা লিফটে চড়ে এভারেস্ট এর চূড়ায় পৌঁছেননি। নিজের পায়ে ভর দিয়ে, শত বাধা পেরিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথেই তারা এভারেস্ট জয় করেছেন। কে কবে মাতৃত্ব পেয়েছে প্রসব বেদনা ছাড়া, কে কবে দৌড়বিদ হয়েছে হোঁচট খাওয়া ছাড়া! তাহলে আপনি কেন পরিশ্রম আর কঠোর সাধনা ছাড়াই সফলতা আশা করেন? আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষই একেকজন ভাগ্য নির্মাতা মহান স্থপতি।

জীবনে চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিলেই সেটা তীরে গিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাবে না। দু'হাতে নৌকার বৈঠা চালালে তবেই তো সেটি গন্তব্যের সন্ধান পাবে। স্বপ্ন শুধু দেখলেই হয় না, স্বপ্ন পূরণে চাই ইস্পাত কঠিন মনোবল। বাধা আসলেই অনেকের পরিকল্পনার "পরি" টা উড়ে যায়, পড়ে থাকে শুধুই "কল্পনা"। অথচ কেউ কেউ বাধার ভয় ডিঙিয়ে, ভাগ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কল্পনাকেই গড়ে তুলে সাফল্যের মহা পরিকল্পনা হিসেবে।

জীবন মানে রক্ত মাংসপিণ্ডের এক মানবসভ্যতা নয়, জীবন মানে দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে শুধুই বেঁচে থাকা নয়। জীবন মানে চ্যালেঞ্জ! অস্তমিত সূর্যকে কেউ প্রণাম করে না। শান্ত সমুদ্রে কেউ দক্ষ নাবিক হতে পারে না। আপনার বাধা আর ব্যর্থতার মাঝেই সফলতার বীজ রোপন করা আছে। পাহাড়ের বাঁধা পেয়ে, আঁকাবাকা পথ বেয়ে পানি আসে বলেই ঝরণার দৃশ্য এত সুন্দর। ঝরণা তো আপনার ঘরেই আছে, সেটা কেন এত সুন্দর না? কারণ সহজ পথে বাধা না পেয়ে আসে বলেই।

জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হল, হেরে যাওয়ার পর আগামী প্রতিযোগিতায় নিজেকে আরেকবার সুযোগ দেয়া। কেউ কখনো পরাজিত হয় না, এই পৃথিবীতে কেউ কখনো পরাজিত হয়নি।

BanglaBook.org

প্রতিযোগিতা হয় আপনি জিতবেন, না হয় শিখবেন। একবার পরাজিত হওয়া মানেই আগামীতে ব্যর্থ না হওয়ার কয়েকটি কৌশল শেখা।

আগেই বলেছিলাম, যে আপনি জন্মের পর কথা বলতে পারতেন না, সে আপনিই আজ শ্রেষ্ঠ বক্তা। যে আপনি একসময় সামান্য দাঁড়াতে গেলেই ব্যর্থ হতেন, সে আপনি আজ শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ। যে আপনি সাইকেল চালাতে গিয়ে শতবার আছাড় খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন, সেই আপনি আজ পাইলট। হে মানুষ! তুমিই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছো বারবার। তোমার অসাধ্য কিছু নেই! যে শিশুটি ছোটবেলায় বাবাকে ছাড়া ঘরের চৌকাঠ পেরোতে পারত না, একসময় সেই ছেলেটিই বিমানের পাইলট হয়ে হাজার হাজার মানুষকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন দেশে। আমি সাফল্য দেখি হাতের রেখায় নয়, জ্যোতিষীর গণনায় নয়; আমি সাফল্য দেখি মানুষের অসীম ক্ষমতায়।

যিনি পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা থেকে সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টিকর্তা আপনাকেও সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে দিয়েছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা। এবার সময় শুধু সেই মর্যাদা রক্ষার, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের। মনে রাখবেন, দুর্ঘটনা বলতে কিছুই নেই, সবই শুধু ঘটনা। যারা ঘটনার নেতিবাচক শিকার হন, তাদের কাছে সেটি হয় দুর্ঘটনা। আবার কেউ কেউ দুর্ঘটনাকে সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন একটা সফল ঘটনা হিসেবে। ১ কেজি দুধের মধ্যে কয়েক ফোঁটা টক পড়লে আপনি নষ্ট হলো বলে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু আমি সেই টকযুক্ত দুধকে আরো একদিন সংরক্ষণ করে সুস্বাদু দই বানাতে পারি। সিদ্ধান্ত আপনার, ঘটনা দ্বারা আপনি নিয়ন্ত্রিত হবেন নাকি ঘটনাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

BanglaBook.org

যেখানে স্বয়ং বিধাতা বলেছেন "আপনি শ্রেষ্ঠ" সেখানে আপনার ভয় কিসের? তবে মনে রাখবেন, God helps those who help themselves. ব্যর্থতার পর নিজেকে নিজে আরেকবার সুযোগ দিন। প্রশিক্ষণের মাঠে যদি ঘাম না ঝরান, তবে যুদ্ধের ময়দানে আপনাকে রক্ত ঝড়াতে হবে।

দুর্ভাগ্যের রেখায় সৌভাগ্যের চিহ্ন

সফলতার প্রথম সিঁড়ি হল ব্যর্থতা। ব্যর্থ সবাই হতে পারেনা। ব্যর্থ সে-ই হতে পারে যার সফল হওয়ার মন গুনাবলি আছে। নৌকা ডুবে যাবে এই ভয়ে যে নাবিক নদীতে কখনো নৌকাই ভাসাইনি, তার আবার ব্যর্থতা বা সফলতা কিসের? সে তো এক জীবন্ত লাশ। ব্যর্থ সে-ই হতে পারে যে তীব্র সফলতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাঠে নামে, যার চূড়ান্ত পরিনতি নিশ্চিত সাফল্য।

আপনি হতাশ হওয়ার জন্য ঘটনা যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী আপনি ঘটনাকে কীভাবে দেখছেন সেটা। ব্যর্থ হওয়ার পর আপনি যদি ভাবেন জীবন এখানেই শেষ, তবে ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কারক এডিসন ১০ হাজার বার ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হওয়ার পর আপনি যদি ভাবেন 'আমাকে দিয়ে কিছু হবে না', তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে চর্যাপদ আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ২ বার ব্যর্থ হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কার করতে গিয়ে। ব্যর্থ হওয়ার পর শুধু এটাই ভাবুন- সকল সফল ব্যাক্তির প্রথম লক্ষণ আপনার মাঝে প্রকাশিত হল। তার মানে আপনিও সফল হতে যাচ্ছেন। ইয়েস। আপনিই সফল হবেন।

হে বিজয়ী বীর! আমি সত্যজিৎ বলছি- আপনিই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। যেখানে মেডিক্যালে নিত্য মৃত্যুর আত্মচিৎকার উঠে, চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায় পথিক, যেখানে ব্যর্থ প্রেমিক বিষপানে আত্মহত্যা করে; সেখানে বেঁচে থাকাটাই অনেক সৌভাগ্যের! আপনিই সেই সৌভাগ্যবান। এবার একটু হাসুন! হাসিই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা যেটি সবাই বুঝে। নিউজিল্যান্ড থেকে কানাডা, নেপাল থেকে সেনেগাল সব দেশের লোকই বুঝে। হাসি মুখে কখনো রাগা যায়না, হাসি মুখে কাউকে আঘাত দেয়া যায় না। হাসতে হাসতে আপনি হযে যাবেন জনপ্রিয় ব্যক্তি, সফল ব্যক্তি।

সফলতা জ্যোতিষীর গণনা করা কোন ভবিষ্যৎবাণী নয়, সফলতা হল আপনার অসীম ক্ষমতা ব্যবহারের ফলাফল। মানুষ তাই হয়েছে, যা সে হতে চেয়েছে। মানুষ তাই করেনি যা কেউ ভাবেনি আগে। আজ থেকে কয়েক'শ বছর আগেও মানুষ ভাবেনি, মূহুর্তের মধ্যেই কেউ কয়েক'শ মাইল উড়ে উড়ে পাড়ি দিতে পারবে কয়েকটি দেশে। অথচ মানুষই সেটা সম্ভব করেছে বিমান আবিষ্কার করে। ইয়েস, মানুষই করেছে! আর আপনিও মানুষ। আপনি যখন দু'পথ পাড়ি দিয়েই ক্লান্ত হয়ে যান, তখন ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে কেউ কেউ নিজের পায়ে ভর করে এভারেস্ট জয় করে এসেছে।
এক সূর্যেই সবার সকাল হয়, এক আকাশের নিচেই সবার আশ্রয়; অথচ কেউ কেউ শুধু নোবেল পদকগুলো বানিয়েই যায়, আর কেউ কেউ বিশ্বজয় করে সে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হয়। আপনি কি নোবেল পদক নির্মাতা শ্রমিক হবেন, নাকি নোবেল পদকে ভূষিত বিজয়ী বীর হবেন- সে সিদ্ধান্ত আপনার।

BanglaBook.org

যে লোকটির রক্ত ঘাম হয়ে ঝরেছে ইটের গাঁথুনিতে একটি বিল্ডিং তৈরি করতে, সে বিল্ডিংটি তৈরি হওয়ার পর তার আর সেখানে প্রবেশের অধিকার থাকেনা, অথচ কেউ একজন সে বিল্ডিং এর মালিক হয়ে দিব্যি সুখে আছে। যে লোকটি ছাপাখানায় প্রতিদিন কতশত বই ছাপায়, সে লোকটির বই পড়ার কোন সুযোগই নেই; অথচ কেউ একজন সে বই পড়ে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, এএসপি কিংবা সচিব হয়ে যায়।

জীবনটা চ্যালেঞ্জর। ব্যর্থতা আপনার পথের কাটা নয়, বরং আপনার সফলতার একটি শিক্ষনীয় রাস্তা। শান্ত সমুদ্রে কখনো দক্ষ নাবিক হওয়া যায় না। মনে রাখবেন-**WINNERS are made not born.** পৃথিবীতে কোন বিজয়ীর জন্ম হয়নি, জন্মের পরই কেউ কেউ বিজয়ী হয়েছে স্বপ্ন, পরিশ্রম আর সিদ্ধান্তের কারণে। আমি আবার দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করছি- সফলতার ভাগ্য হাতের রেখায় নয়, হাতের মুঠোয়।

চ্যালেঞ্জ

হ্যালো, বিজয়মঞ্চের বিজয়ী! আপনি যখন হতাশাগ্রস্থ, ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে সফলতার আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমি আপনাকে বলতে এসেছি- নিশ্চিত আপনিই আগামীর বিজয়ী! বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন "চর্যাপদ" আবিষ্কার করতে যেয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২বার ব্যর্থ হয়েছিলেন, কে রাখে আজ সে খবর! এডিসনের বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করতে গিয়ে দশ হাজার বার ব্যর্থ হওয়াটাই আজ সবার অনুপ্রেরণা। মনে রাখবেন-**WINNERS aren't people who never fail but people who never quit.** যারা ব্যর্থ হয়ে হাল ছাড়েনি, তারাই চূড়ান্ত বিজয় দেখেছে। আজকের ব্যর্থতাই কালকের অনুপ্রেরণা। আপনার দুর্বলতায় আপনার প্রধান শক্তি। পাহাড়ের বাঁধা পেয়ে, আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে পানি আসে বলেই ঝর্নার দৃশ্য এত সুন্দর! **Nelson Mendela** বলেছেন-"**Don't judge me by my success, judge me by how many times I fell down and got back up again.**"।
প্রতিটি ব্যর্থতাই সফলতার একেকটা প্রশিক্ষণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যদি ২বার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিতেন তবে তিনি "চর্যাপদ" আবিষ্কার করতে পারতেন না। এডিসন যদি ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিতেন তবে আজ তাকে কেউ চিনতই না। সফল মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া ব্যর্থতাই অন্যের অনুপ্রেরণা।

আপনার ভাগ্যকে হাতের কয়েক ইঞ্চি রেখায় সীমাবদ্ধ করবেন না। শপথ নিন, চ্যালেঞ্জ করে বলুন- **I will win not immediately but definitely.**

সফলতার ভাগ্য হাতের রেখায় নয়, হাতের মুঠোয়। শুধু মনে রাখবেন-

"বহু শক্তিমান হাল ছেড়ে দেয়
হার মানে যত দ্রুতগামী,
জীবন যুদ্ধে তারাই জিতে
যারা বলে জিতবই আমি।"

চলুন রাগ নিয়ন্ত্রণ করি

আমরা মানুষ, খুব সহজেই রেগে যায়। আচ্ছা, মানুষ রাগে কখন? যখন তার বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক সব কিছু পরিস্থিতির কাছে অকার্যকর হয়ে যায়, তখনই মানুষ রেগে যায়। আপনি রিক্সায় করে অফিসে যাবেন কিন্তু রিক্সাওয়ালা ভাড়া চেয়ে বসলো দ্বিগুন, মাথা আপনার গরম হয়ে গেল। আপনিও রেগে গিয়ে খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে তাকে ইচ্ছেমত গালমন্দ করলেন। জনাব, এতে কি আপনার রিক্সা ভাড়া কিছু কমেছে? আপনি চিৎকার করে গালমন্দ করে নিজের ব্যক্তিত্বটা কিছুটা বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু কি করতে পেরেছেন? গতকাল পর্যন্ত যে লোকগুলো আপনাকে খুব ভদ্র জানত, শুধু আজকের ব্যবহারে তারা আপনার সম্পর্কে নেগেটিভ ভাবতে শুরু করল।

এইবার হয়তো আপনি আমার উপর রেগে গিয়ে বলবেন, "রিক্সা ভাড়া দ্বিগুন চাইলে রাগবো না তো কী করবো?" জনাব, একটু থামুন। আপনি খুব বিচক্ষণ একটা লোক। আপনি কি চান আপনার প্রতিটি কাজের একটা সুন্দর অর্থ থাকুক? নিশ্চয় চান। তাহলে এই জীবনে রেগে গিয়ে কোন কাজটা আপনি সুন্দরভাবে করতে পেরেছেন? আপনি চাইলে অন্য একটা রিক্সা খোঁজ করতে পারেন। এই সহজ কাজটা না করে আপনি রেগে যাওয়ার মত কঠিন কাজটা করতে গেলেন। শুধু কি তাই! ঘরে রান্নায় একটু লবণ বেশি হলে আপনি রেগে যান, অফিসের একটা ফাইল হারিয়ে গেলে আপনি রেগে যান, কেউ আপনার মনের মত কাজ করতে না পারলে আপনি রেগে যান, আপনার অধঃস্তন কর্মচারী একটু ভুল করলেই আপনি রেগে যান। অথচ আপনি চাইলেই প্রতিটি কাজে শান্ত থাকতে পারতেন। কারণ রেগে গেলে কোন সমস্যার সমাধান তো হয়ই না বরং নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। যার উপর আপনি রেগে গেলেন, রেগে চিৎকার চেঁচামেচি করলেন, গালমন্দও করলেন, সে লোকটি কি আর আপনাকে ভালবাসবে? আপনি হলে কি করতেন? কেউ যদি আপনাকে খুব গালমন্দ করে, তাহলে কি আপনার শুনতে খারাপ লাগবে না? এই যে জনাব, আপনি ঠিক যেমনটি ব্যবহার পেতে চান, ঠিক তেমন ব্যবহার অন্যদের সাথে করুন।

BanglaBook.org

জীবনটা প্রতিধ্বনির মত, যা দিবেন তাই ফেরত পাবেন। রেগে গেলে কী হয়? রেগে গেলে আপনি প্রথমে নিজের উপরই নিয়ন্ত্রণ হারান। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল রেগে গেলে আপনি খুব চিৎকার করে কথা বলেন। কেন চিৎকার করেন? যার উপর রাগ দেখাচ্ছেন লোকটা তো ১ মাইল দূরে নয়, আপনার কাছেই, আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে আপনার এত চিৎকারের দরকার কী? আপনি যে রেগে গেলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারান, এটাই তার বড় প্রমাণ। রেগে গেলেই মানুষের ব্লাড প্রেসারসহ- নানা রোগ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই রাগ থেকে হার্ট এ্যাটাক করে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। তাহলে এই রাগের মানেটা কী?

মনে করুন আপনি বাসা থেকে বের হবেন। এমন সময় আপনার ছোট শিশুটি পানি পান করতে গিয়ে টেবিল থেকে গ্লাসটি ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেলল। এই মুহূর্তে আপনি খুব রেগে গিয়ে তাকে মারলেন, বকাও দিলেন, হয়তো রেগে গিয়ে এমন কিছু ভাষায় তাকে গালমন্দ করলেন যা খুবই বাজে। এতে কি হল? আপনার সন্তানটিকে আপনি নিজেই কিছু বাজে শব্দ শিখিয়ে দিলেন। সে সাথে গ্লাস ভাঙ্গার কারণে তাকে মারার ফলে, তার মধ্যে কাজের প্রতি একটা ভয় সৃষ্টি হল। যার ফলে ভবিষ্যৎতে সে যেকোন কাজ করতে ভয় পাবে। অথচ আপনি চাইলেই এই গ্লাস ভাঙ্গার জন্য তাকে না মেরে বা বকা না দিয়ে যদি ভালবেসে কাছে ডেকে ঐ ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরোগুলো কিভাবে সাবধানে তুলে নিতে হয় সেটি শিখিয়ে দিতেন, তবে কাজের প্রতি তার আগ্রহ বাড়ত এবং আপনার প্রতি তার ভালবাসাও বেড়ে যেত। এভাবেই শিশুরা সৃজনশীল মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে। তাহলে দেখুন আপনার রাগটি শুধু আপনারই ক্ষতি করছে না, আপনার আশেপাশের মানুষকেও ক্ষতি করছে, এমনকি আপনার সন্তানেরও।

BanglaBook.org

রেগে গিয়ে আপনি হাতের মোবাইলে সেটটি ভেঙ্গে ফেলতে এক মিনিটও দেরী করেন না। এমনকি হাতের কাছে যা পান তাই ভেঙ্গে ফেলেন। অথচ সেই জিনিসটি কিনতেই আপনাকে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রেগে গেলে সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে। আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন আপনি যার উপর রেগে যান, সে আপনার যত প্রিয় মানুষই হোক না কেন তার সাথে আপনি খুব খারাপ ব্যবহার করেন ঐ মূহুর্তে। তাহলে ফলাফল কি দাঁড়াল? রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। আজ থেকে সব রাগ, একসাথে চুলোয় যাক। আপনিও হয়ে উঠুন হাসিমাখা এক চমৎকার এক ব্যক্তি, যাকে সবাই ভালবাসবে।

সুন্দর জীবনের সন্ধানে

আমরা সবাই চাই লোকে আমাকে সম্মান করুক। আপনিও নিশ্চয় চান সবাই আপনাকে সম্মান করুক, সবাই আপনাকে ভালবাসুক। কিন্তু কী করলে সবার সম্মান পাওয়া যায় তার রহস্য হয়তো এখনো খুঁজে পাননি। আচ্ছা আপনি যেসব লোককে সম্মান করেন, একটু ভাবুনতো কেন আপনি তাদের সম্মান করেন? নিশ্চয় সে লোকটি কখনো কারো উপর রেগে যায়নি, সবসময় হাসিমুখে কথা বলে, কখনো মিথ্যা বলেনি, লোকটি ধূমপান করেন না..... এইসব তো? তাহলে তো খুব সহজে আপনার জানা হয়ে গেল, কেন মানুষ মানুষকে সম্মান করে, ভালোবাসে। আপনি যেসব কারণে মানুষকে সম্মান করেন, আপনি সেই গুনগুলো নিজের মাঝে আনার চেষ্টা করুন, তাহলে লোকেও আপনাকে সম্মান করবে ভালোবাসবে।

কোন লোক শুধু জ্ঞানী বলেই লোকে তাকে সম্মান করে না, আপনাকে ভালো ব্যবহারের একজন হাসিমাখা মুখের মানুষও হতে হবে। পৃথিবীতে একেক দেশের একেক ভাষা কিন্তু "হাসি" এমন একটা ভাষা যেটা পৃথিবীর সবাই বুঝে। বো'বা ও বুঝে, শিশু থেকে বয়স্ক, নিউজিল্যান্ড থেকে ব্রাজিল, ভারত থেকে আমেরিকা পৃথিবীর সকল মানুষ হাসির অর্থ বুঝে। আপনি যদি মুখে সবসময় জোর করেও হাসি রাখেন তাহলে আপনি কখনো কারো সাথে দুর্ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ হাসিমাখা মুখে কারো উপর রাগা যায় না, হাসিমাখা মুখে কারো সাথে দুর্ব্যবহার করা যায় না। আর আপনি যতক্ষণ হাসিমুখে থাকবেন ততক্ষণ যেহেতু কারো সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। এমনকি আপনার ছোট খাটো ভুলগুলোও অন্যরা খুব সুন্দর চোখে দেখবে। আর এভাবে যদি আপনার সারাটি দিন যায়, অর্থাৎ সবাই আপনার সাথে ভাল ব্যবহার করছে, ছোট ছোট ভুলগুলোও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখছে, তাহলে তো আপনার সারাটি দিনই ভাল গেল।

সুতরাং আপনার ভাল থাকাটা পুরোটাই আপনার উপর নির্ভর করছে। নিজেকে প্রতিদিন সুখ উপহার দিন নিজেই। একজন হাসিমাখা মানুষকে কষ্ট দেওয়া পৃথিবীর কঠিন কাজগুলোর একটি। যে লোকটি আপনার সাথে হেসে বিনয়ের সাথে কথা বলে, সে লোকটিকে আপনি কখনো কটু কথা বলতে পারবেন না। কারণ হাসির শক্তি অসীম। একটা হাসি মানুষকে আপন করতে সাহায্য করে।

বলেছিলাম সুন্দর জীবনের কথা। মানুষ সুখের সন্ধান করে। আমরা সুখ খুঁজি লটারিতে পাওয়া টাকার মধ্যে, আমরা সুখ খুঁজি একটা চাকরি পাওয়ার মধ্যে, আমরা সুখ খুঁজি ব্যবসায়িক সফলতায়। সুখ কি খোঁজার জিনিস? সুখ অনুভবের বিষয়। সুখ খুঁজলেও সারাজীবনে আপনার সুখ পাওয়া হবে না। সুখকে অনুভব করতে হয়। হয়তো ভাবছেন বাইরের এত সমস্যার মাঝে সুখ অনুভব করি কিভাবে? বাইরের কোন ঘটনা আপনার মনে কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করল, তার জন্য ঘটনা যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী

আপনি ঘটনাকে কিভাবে দেখছেন সেটা। আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, পাশে আপনার পরিচিত কোন ছেলে হেঁচে গেল কিন্তু আপনাকে সালাম দিল না, এটা ভেবে আপনার মাথাটা গরম হয়ে গেল। কেন সে আমাকে সালাম দিল না! সাধারণ একটা সালাম না দেওয়া বিষয় নিয়েও আপনার মাথা গরম হয়, আপনি রেগে যান। অফিস থেকে বাসায় ফিরবেন, কিন্তু রিকসাওয়ালা ভাড়া ৫টাকা বেশি চাইলো বলে এখানেও আপনার মাথা গরম হয়ে গেল।

দেখুন আপনি কিন্তু ঘটনাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারছেন না, উল্টো ঘটনা আপনাকে নিয়ন্ত্রন করছে। অথচ হওয়ার কথা ছিল উল্টোটা। শুধু তাই নয়, বাজারে জিনিসের দাম বেশি কেন, রাস্তায় এত জ্যাম কেন, গাড়ির হর্ণ এত জোরে বাজায় কেন, আপনার ছেলেমেয়ে এ প্লাস পেল না কেন, এ প্লাস পেল কিন্তু ফার্স্ট হল না কেন.....এরকম হাজারটি "কেন" আপনাকে অশান্তিতে রেখেছে। আপনিই চাইলেই পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন না কিংবা পুরো পৃথিবীকেও আপনার মত করতে পারবেন না। আপনি শুধু নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন। অথচ আপনি যেটা পারবেন সেটা না করে, যেটা পারবেন না সেটাই করতে চাইবেন।

রিকসাওয়ালা ভাড়া বেশি চাইতেই পারে, তাতে আপনার এত রেগে যাওয়ার কি আছে? সরকার কি আপনাকে ঐ রিকসাতেই চড়তে বাধ্য করেছে? আপনি চাইলে তো অন্য রিকসায়ও যেতে পারেন। কিন্তু আপনি তা না করে রেগে যাচ্ছেন। কিন্তু রাগ আসলে কি করবো? ভাই, রাগ আসে কিভাবে? আপনি রাগ করছেন বলেই তো রাগটা আসছে। আপনি রাগ না করলেই তো হলো। আপনি যদি না রাগেন, তাহলে পৃথিবীর এমন কি শক্তি আছে যেটা আপনাকে রাগিয়ে দিবে? আপনি যদি ব্যথা না পেতে চান, তবে চাইলেই যে কেহ আপনাকে একটা লাঠির আঘাতে ব্যথা দিতে পারে। অর্থাৎ এটা আপনার চাওয়ার উপর হয়তো নির্ভর করছেনা। কিন্তু আপনি রেগে না গেলে আপনাকে রাগাবে এমন সাধ্য তো কারো নাই।

BanglaBook.org

আপনি যদি সুখে থাকতে চান, তবে হাসুন প্রাণ খুলে। অন্যদের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন, ভাল ব্যবহার করুন। হাসিতেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সৌন্দয্য লুকিয়ে আছে।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

কোনো এক মহান ব্যক্তি বলেছেন– মানুষ স্বপ্নের সমান বড়। কথাটি আসলেই সত্যি। যখন আমি ইতিহাস খুঁজে দেখি, মানুষের সফলতা দেখি তখন আমার আরো এক ধাপ এগিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়– মানুষ তার স্বপ্নের চেয়েও বড়। আমি এমন অনেককে দেখেছি যাদের নিয়ে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখেনি; অথচ নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় আর হার না মানা মনোভাবের কারণে এসব ব্যক্তি সবাইকে অবাক করে দিয়ে সফলতার এমন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, যা দেখে মানুষ তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। যাকে নিয়ে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখেনি, তার ঈর্ষণীয় সফলতায় একসময় সবাই তার মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

আমরা ক্যারিয়ার এর পথ বাছাই করার সময় সেরা পথটি বাছাই করতে চাই। ক্যারিয়ার কখনো সেরা হয় না, বরং মানুষই ক্যারিয়ারকে সেরা করে। আপনার পাশের বাড়ির লোকটি বিসিএস ক্যাডার অফিসার রয়েছে। সবাই তাকে সম্মান করে। এটা দেখে আপনারও সাধ জাগতে পারে তার মতো হওয়ার। কিন্তু আপনার লক্ষ্য যদি তাকে কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করার, আর তখন যদি ঐ সম্মানিত বিসিএস ক্যাডারকে দেখে আপনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ঐ পথে পা বাড়ান তবে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি। কাউকে দেখে নয়, নিজের ক্যারিয়ার নিজেকেই বাছাই করতে হবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী। কোনো ক্যারিয়ারের পথই খারাপ নয়। একজন সম্মানীত বিসিএস ক্যাডার কিংবা সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাজটি যেমন সম্মানের; ঠিক তেমনি কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর অফিসার হওয়াটাও সম্মানের। আপনি কখনো একটির সাথে অন্যটির তুলনা করতে পারবেন না।

আপনি যদি বৈধ পথে সম্মানের সাথে লক্ষ টাকা বেতনের চাকরি করতে চান, তবে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীকে বাছাই করতে পারেন। আর যদি আপনার লক্ষ্য থাকে আপনি একজন সম্মানীত সরকারি অফিসার হওয়ার তবে সে পথটিও আপনি বাছাই করতে পারেন।

বিসিএস ও সরকারি চাকরির পথ; যাদের স্বপ্ন থাকে বিসিএস ক্যাডার কিংবা সরকারি অফিসার হওয়ার তাদের পথটি বেশ পরিশ্রমের। আপনি পুলিশের এএসপি হতে চান, ম্যাজিস্ট্রেট হতে চান, সচিব হতে চান কিংবা উর্ধ্বতন কোন সরকারি অফিসার হতে চান– আপনি যা চান তাই হতে পারবেন যদি সঠিক ভাবে, সঠিক পরিশ্রম দিতে পাবেন। ক্যারিয়ার নিয়ে লেখালেখি করার কারণে আমার সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্মানীত পুলিশ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়র সহকারী জজ, কমিশনার, ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে চাকরি প্রার্থী বেকার যুবক-যুবতী প্রায় সবার সাথে নিয়মিত কথা হয়।

BanglaBook.org

অনেকে হতাশগ্রস্ত যুবকের প্রশ্ন থাকে–

* আমি তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থী আমি কি বিসিএস ক্যাডার হতে পারব?
* আমার জিপিএ অনেক কম, আমাকে দিয়ে বোধহয় এসব হবে না।
* আমার কোনো "উপর মহলের" সাথে যোগদাযোগ নেই, আমি কি চাকরিটি পাব?

আচ্ছা এসব প্রশ্নের ভীড়ে যদি আপনাকেই পাল্টা প্রশ্ন করি, সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোথাও কি উল্লেখ আছে আপনাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হতে হবে?

বাংলাদেশ পুলিশের সিনিয়র এএসপি জনাব মাশরুফ হোসাইন বেসরকারি বিশ্বাবিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি আরো জানালেন তার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অনেকে আছেন যারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেই বিসিএস ক্যাডার হয়েছেন। সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শিপলু কুমার দে' এর সাথে একান্ত আলাপে তিনি জানালেন– বিশ্ববিদ্যালয় আপনার প্রমোশন বা চাকরিপ্রাপ্তিতে কোনো ভূমিকা রাখবে না। বরং তিনি নিজেও একজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং তারই অনেক সহপাঠি ঐ একই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সহাকারী জজ কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে হীনমন্যতায় ভুগছেন ঠিক তখনই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় অজস্র বিসিএস ক্যাডার, সহকারী জজ, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারি অফিসারগণ কাজে ব্যস্ত; যারা আপনার মতই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন।

অনেকে আবার হীনমন্যতায় ভুগেন কম জিপিএ নিয়ে। এই যে জনাব, আপনার জিপিএ কত কম? ৩০ তম বিসিএস-এ যিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছিলেন তার জিপিএ ছিল ২.৭৪। যদি এত কম জিপিএ নিয়েও বিসিএস ক্যাডার হওয়া যায়; শুধু তাই নয় বড় বড় জিপিএ নিয়েও বিসিএস ক্যাডার হওয়া যায়; শুধু তাই নয় ভালো জিপিএ প্রাপ্তদেরও পাশ কাটিয়ে প্রথম হওয়া যায়, তবে সে জায়গায় আপনার কেন এত হীনমন্যতা।

নামি-দামী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ভালো জিপিএ আপনার বিসিএস ক্যাডার হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুবিধা দিবেন না। আপনাকে চাকরিটি পেতে হবে নিয়োগ পরীক্ষায় উর্ত্তীন হয়ে। আপনি জানেন– এভরিথিং ইজ ইজি, হোয়েন য়্যু আর ক্রেজি। আপনাকে চাওয়ার মতো চাইতে হবে হতে নিশ্চিতভাবে পাওয়াটাও আপনার হয়ে যাবে।

অনেকে আবার বলে থাকেন, যারা বিসিএস ক্যাডার হন তারা অনেক মেধাবী; আমি তো মেধাবী নয়। আমি কি তাহলে চাকরিটি পাব? মেধাবী বলতে কিছু নেই। মেধাবী মানে কী? আপনি তাকে মেধাবী কেন বলেছেন? তিনি সব পারে এজন্যই? যে পারে, সে যদি মেধাবী হয়। তার মানে কথাটি কী দাঁড়াল? আপনি পারলে আপনিও মেধাবী হবেন।

BanglaBook.org

চাকরির জন্য যা যা পড়তে হয়, তা তা পড়লে তো হয়ে যায়। মেধাবী কোন অলীক বস্তু নয়; মেধাবী পরিশ্রমের ফসল মাত্র। যারা সময়কে ব্যবহার করছেন, সময়ই তাদের সফলতা দিয়েছে। আর যারা সময়ের অপব্যবহার করেছেন, সময়ই তাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন।

You don't need more time in your day,
You need to make more use of the time you have.

২৪ ঘন্টায় তো সবারই এক দিন হয়। সেই ২৪টি ঘন্টাকে কিভাবে ব্যবহার করছে সেটাই নির্ধারন করে দেয় আপনার সফলতা কিংবা ব্যর্থতার।

বিসিএস ও সরকারি চাকরির পথঃ

যাদের স্বপ্ন থাকে বিসিএস ক্যাডার কিংবা সরকারি অফিসার হওয়ার, তাদের পথটা বেশ পরিশ্রমের। আপনি পুলিশের এএসপি হতে চান, ম্যাজিস্ট্রেট হতে চান, সচিব হতে চান, কিংবা উর্ধ্বতন কোন সরকারি অফিসার হতে চান- আপনি যা চান তাই হতে পারবেন যদি সঠিক ভাবে, সঠিক পরিশ্রম দিতে পারেন। ক্যারিয়ার নিয়ে লেখালেখি করার কারণে আমার সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্মানীত পুলিশ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়ার সহকারী জজ, কমিশনার, ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু চাকরি প্রার্থী বেকার যুবক যুবতী প্রায় সবার সাথে নিয়েমিত কথা হয়।

অনেক হতাশাগ্রস্ত যুবকের প্রশ্ন থাকে-

*আমি তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমি কি বিসিএস ক্যাডার হতে পারবো?

*আমার জিপিএ অনেক কম, আমাকে দিয়ে বোধ হয় এসব হবে না!

*আমার কোনো "উপর মহলের" সাথে যোগাযোগ নেই, আমি কি চাকরিটি পাব?

BanglaBook.org

আচ্ছা এসব প্রশ্নের ভীড়ে যদি আপনাকেই পাল্টা প্রশ্ন করি, সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোথাও কি উল্লেখ আছে আপনাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হতে হবে?

বাংলাদেশ পুলিশের সিনিয়র এএসপি জনাব মাশরুফ হোসাইন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি আরো জানালেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অনেকে আছেন যারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থকে পাশ করেই বিসিএস ক্যাডার হয়েছেন। সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শিপলু কুমার দে' এর সাথে একান্ত আলাপে তিনি জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয় আপনার প্রমোশনে কিংবা চাকরিপ্রাপ্তিতে কোনো ভূমিকা রাখবে না। বরং তিনি নিজেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং তার অনেক সহপাঠি ঐ একই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যাল থেকে পাশ করে সহকারী জজ কিংবা সিনিয়র জজ হিসেবে কর্মরত আছেন। আপনি যখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে হীনমন্যতায় ভুগছেন, ঠিক তখনই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় অজস্র বিসিএস ক্যাডার, সহকারী জজ, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারি অফিসারগণ কাজে ব্যস্ত; যারা আপনার মতই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন।

অনেকে আবার হীনমন্যতায় ভুগেন কম জিপিএ নিয়ে। এই যে জনাব, আপনার জিপিএ কত কম? ৩০তম বিসিএস- এ যিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছিলেন তার অনার্সের জিপিএ ২.৭৪ যদি এত কম জিপিএ নিয়েও বিসিএস ক্যাডার হওয়া যায়; শুধু তাই নয় বড় বড় জিপিএ প্রাপ্তদের পাশ কাটিয়ে ১ম হওয়া যায়, তবে সে জায়গায় আপনার কেন এত হীনমন্যতা? দামী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বড় জিপিএ আপনার বিসিএস ক্যাডার হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুবিধা দিবে না। আপনাকে চাকরিটি পেতে হবে নিয়োগ পরীক্ষায় কোয়ালিফাই হয়ে। মনে রাখবেন- আপনাকে চাওয়ার মত চাইতে হবে, তবে নিশ্চিতভাবে পাওয়াটাও আপনার হয়ে যাবে।

অনেকে আবার বলে থাকেন, যারা বিসিএস ক্যাডার হন তারা অনেক মেধাবী; আমি তো মেধাবী নয়। আমি কি তাহলে চাকরিটি পাব? মেধাবী বলতে কিছু নেই। মেধাবী মানে কী? আপনি তাকে মেধাবী কেন বলছেন? তিনি সব পারে এজন্যই? যে পারে, সে যদি মেধাবী হয়। তার মানে কথাটি কী দাঁড়াল? আপনি পারলে আপনিও মেধাবী হবেন। চাকরির জন্য যা যা পড়তে হয়, তা তা পড়লে তো হলে যায়। মেধাবী কোন অলীক বস্তু নয়; মেধাবী পরিশ্রমের ফসল মাত্র। যারা সময়কে ব্যবহার করেছেনে, সময়ই তাদের সফলতা দিয়েছে। আর যারা সময়কে অপব্যবহার করেছেন, সময়ই তাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন।
২৪ ঘন্টায় তো সবারই একদিন হয়। সে ২৪ ঘন্টাকে কীভাবে ব্যবহার করছে সেটাই নির্ধারণ করে দেয় আপনার সফলতা কিংবা ব্যর্থতার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর কমিশনার হিসেবে কর্মরত জনাব মওদুদ ভূঁইয়ার সাথে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এর আলোচনায় তিনি জানালেন-

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক লেভেলে ভালো ছাত্র ছিলাম না, সত্যিকথা বলতে হওয়ার চেষ্টাও কখনো করিনি, স্কুল পালানোই ছিল নিত্য কাজ।
পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, পদে পদেই বাঁধা।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ দিকে এসে বোধ করলাম, সারা জীবনই তো ব্যাক-বেঞ্চার ছিলাম ঠকে ঠকে এতটুকু, আর কত!
কিছু একটা করতে চাই, নিজের জন্য নয়, শুধু আমার মমতাময়ী মায়ের জন্য, যাকে আমি খুব ভালোবাসি, মায়ের সারাজীবনের কষ্টময় মুখটা উজ্জল করার জন্য।

BanglaBook.org

বাঁধা হয়ে দাঁড়াল– ইচ্ছা। হ্যাঁ, মানুষের সফলতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধার নাম– তার মনের ইচ্ছা। ইচ্ছা করলে উপায় হয় কিন্তু ইচ্ছাটা হয় না।
চ্যালেঞ্জ আসল ইচ্ছাটাকে জয় করার, চোখ বন্ধ করে মায়ের ছবিটা কল্পনা করলাম, ব্যাস সাথে সাথে রিচার্জ। কম্বিনেশন ঘটিয়েছি ধৈর্য আর পরিকল্পিত পরিশ্রমের। মন থেকে বিশ্বাস করেছি– আমি পারব, অবশ্যই আমি পারব আমার মায়ের জন্য পারব। এই কথার মধ্যে প্রচণ্ড একশক্তি খুঁজে পেতাম।

ফলো করছি 'KAIZEN ' নীতি
If you go fast, go alone.
If you go far, go together.
নিয়মিত করছি গ্রুপস্টাডি। সবার দোয়া আর সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা সব মিলে-মিশে এই সফলতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বাংলাদেশ দূতাবাস এথেন্স এর প্রথম সচিব হিসেবে কর্মরত জনাব সুজন দেবনাথ এর সাথে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এর আলোচনায় তিনি জানালেন–

BanglaBook.org

বিসিএস ক্যাডার হতে গেলে কী খুব মেধাসমম্পন্ন একাডেমিক রেজাল্ট প্রয়োজন?
–খুবই সাধারণ একাডেমিক রেজাল্ট নিয়ে ক্যাডার হচ্ছে, প্রতিটি বিসিএসেই এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। তাই বিসিএসের জন্য একাডেমিক রেজাল্ট কখনওই তেমন বড় কিছু নয়। একাডেমিক রেজাল্ট কি ছিলো, সেটা এই মুহূর্তেই ভুলে যান। আপনি এখন যা করছেন, তাই আপনার ভবিষ্যৎ। শুধু নিজের বর্তমান ইচ্ছাশক্তি , এখনকার প্রিপারেশন আর এই মুহূর্তের আত্মবিশ্বাসই আপনাকে ক্যাডার করতে পারবে।

কেন অনেক মেধাবী বারবার ব্যর্থ হয়?
– প্রতিযোগিতামূলক যেকোন পরীক্ষায় সফল হতে ঐ নিদির্ষ্ট বিষয়ের জন্য সঠিক পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা জরুরী। বিসিএসও তাই। সাধারণত যারা অপরিকল্পিতভাবে প্রিপারেশন নেয় এবং কি জানতে হবে আর কি বাদ দিতে হবে সেটা বাছাই না করে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় দেয়, যারা যতোই মেধাবী হোক না কেন, তাদের সফলতার সম্ভাবনা কমে যায়। আগের প্রশ্ন আর সিলেবাস নিজে নিজে অ্যানালাইসিস করে বেসিক ম্যাথ, বাংলাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করলে আপনার মেধা কাজে আসবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশ এ সহকারী পুলিশ সুপার(ASP) হিসেবে কর্মরত জনাব মান্না দে এর সাথে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

এর বিসিএস পরীক্ষার শত প্রকারের জ্ঞানের সমাহার। তাই শিখার আগ্রহটাই মুখ্য। আপনাকে শিখতে হবে তিন ভাগে। প্রথমভাগে জানার জন্য, বুঝার জন্য, তারপরও যদি কিছু মাথায় না নিতে পারেন তাহলে কিছু শিখুন শুধু পরীক্ষার জন্য। এরপরও ভুলে যাবেন। একটু সময় দিয়ে বারবার রিভিউ করে নিবেন।

অনেক পরিশ্রম করার পরও অনেক সময় হয় না। এর কারণ অনেক কিছুই পড়েন কিন্তু যা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই ভালো করে পড়েন না। সব বিষয় মোটামুটি জানলেও যা পরীক্ষায় আসবেই তা ভালো করে জানবেন।

সবশেষ সংক্ষেপে বলবো নিজের সাথে প্রতিযোগিতা করুন। সব সময় যাচাই করে নিবেন যা এইমাত্র পড়লেন তা আসলেই পরীক্ষায় আসলেই আপনি লিখতে বা বলতে পারবেন কিনা।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও বেসরকারি চাকরির সেরা পথের লড়াই

বেসরকারি চাকরির প্রথম ধাপ শুরু হয় একটা সিভি দিয়ে। বিভিন্ন কোম্পানী আপনাকে লক্ষ টাকা বেতনের অফার করে তাদের অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়। আপনার যোগ্যতাটাও নিশ্চয় তেমনটি হওয়া চায়। এখানে সরকারি চাকরির মতো আপনাকে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে না, তবে আপনার বাহ্যিক গুণাবলির যে ডেকোরেশন সেটাই আপনাকে গুছাতে হবে। বিভিন্ন ক্যারিয়ার বিষয়ক প্রোগ্রামে যোগদান করে বিভিন্ন লিডিং ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নিয়োগকর্তারদের সাথে কথা বলে আমি যেসব তথ্য নিশ্চিত হয়েছি– সেসব বিষয়ই আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি।

BanglaBook.org

চাকরি সন্ধানের ক্ষেত্রে অনেক আবেদনকারীই সাক্ষাৎকারের ডাক পান না। এমনও আছেন অনেকবার অনেক প্রতিষ্ঠানে সিভি জমা দিয়েছেন কিন্তু সাক্ষাৎকারের ডাক পাননি। অনেক কারণেই এমন ঘটতে পারে। আপনি যে ধরনের চাকরি চাইছেন, সিভি হয়তো তার সংযোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অথবা সিভিতে আপনার তথ্যদি উপস্থাপন কোথাও ত্রুট রয়ে গেছে কিংবা সিভিতে সব ধরনের তথ্যই উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উপস্থাপন কৌশলে কোথাও হয়তো ভুল হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, আপনার যোগ্যতা প্রমাণে সবচেয়ে উপযুক্ত তথ্যটিই অন্যসব তথ্যের আড়ালে পড়ে গেছে এবং নিয়োগদাতার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সিভিতে এমন অজস্র কৌশলগত দুর্বলতা থেকে যেতে পারে, যা কাম্য নয়।

সিভি দেখতে ক্ষুদ্র। এর পাঠক হয় তো মাত্র কয়েকজন, কিন্তু চাকরি সন্ধানীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে বেশির ভাগ চাকরিপ্রার্থী ব্যক্তিগত পরিচয়টাই সিভিতে উপস্থাপন করেন। অনেকেই মনে করেন, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পরিচয় এবং কি কি শিক্ষাগত সনদ অর্জন করেছেন সিভিতে সেগুলো উপস্থাপন করাই যথেষ্ট। নিজের গুণ এবং দক্ষতা তারা উপস্থাপন করেন না বা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন না। অথচ আধুনিক নিয়োগকর্তরা প্রার্থীর প্রয়োগিক গুণ ও দক্ষতাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। নিয়োগকর্তা জানতে চান প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সাফল্য সম্পর্কে। সুতরাং বর্তমান সময়ের বায়োডাটা বা সিভিতে এর প্রতিটি বিষয়ই উপস্থাপন জরুরি।

বর্তমানে বায়োডাটা শব্দটির পরিবর্তে আরও দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি রেজুমে আরেকটি সিভি অর্থাৎ কারিকুলাম ভিটা। সিভির পরিবর্তে রেজুমে শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও কারিকুলাম ভিটা কিন্তু প্রয়োগিক অর্থে রেজুমে বা সিভি নয়। যদিও সিভি এবং রেজুমে শব্দ দুটি একই উদ্দেশ্য সাধন করে. দ'টোই নিয়োগকর্তার কাছে একজন আদর্শ প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। এদের পার্থক্য মূলত গঠন, বিবরণ, দৈর্ঘ্য এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উচিত নিজ নিজ সিভি করতে শেখা। তৈরি করা সিভিতে প্রকারভেদ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সিভি তৈরির ফরমেট ৩টি।

১) ক্রনোলজিক্যাল,
২) ফাংশনাল এবং
৩) কম্বাইন্ড।

BanglaBook.org

ক্রনোলজিক্যাল সিভি ঃ ক্রনোলজিক্যাল ফরমেট সবচেয়ে প্রচলিত সিভি ফরমেট। চাকরির পদবি, চাকরির স্থান এবং চাকরির কার্যকালকে হেডিং হিসেবে এসে হাইলাইট করা হয়। ক্রনোলজিক্যাল ফরমেট তখনই উপযোগী হবে যখন আপনি একই ধরনের পেশায় বহুদিন কর্মরত ছিলেন। এবং আপনার কাজের ধারা হল ক্রমোন্নতি। এই ফরমেটে সর্বশেষ পেশাগত অবস্থান, প্রতিষ্ঠান, দায়িত্ব ও দায়িত্বকাল অভিজ্ঞতার অংশে প্রথমে চলে আসে। নিয়োগদাতারা এ ধরনের ক্রনোলজি পছন্দ করেন। কারণ তারা প্রার্থীর সর্বশেষ পেশাগত অবস্থা পলকেই জানতে পারেন এ ধরনের সিভি থেকে।

ফাংশনাল সিভি ঃ এ ধরনের সিভিতে দক্ষতাভিত্তিক হেডিং ব্যবহৃত হয়। যে ক্ষেত্রে আপনি সর্বোত্তম দক্ষতা এবং সাফল্য দেখিয়েছেন তা আগে আসে। ফলে তা সময়ানুক্রমিক হয় না। এ ফরমেটে আপনার অর্জনগুলোর তালিকা থেকে আলাদা একটা সংক্ষিপ্ত অংশে কর্মধারাক্রমে সতর্কভাবে উল্লেখ করতে হবে। ফাংশনাল ফরমেট তখনই উপযোগি হবে যখন আপনি ক্যারিয়ার পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন বা গ্যাপ দিয়ে পুনরায় জব মার্কেটে ঢুকতে যাচ্ছেন।

কম্বাইন্ড সিভি : ক্রনোলজিক্যাল এবং ফাংশনাল সিভির সমন্বিত রূপই হল কম্বাইন্ড সিভি। কম্বাইন্ড সিভি দু'ভাবে তৈরি করা যায়। প্রথমে দক্ষতা ও সফলতার বিবরণ দিয়ে তারপর অভিজ্ঞতা ক্রনোলজিক্যাল বিবরণ দিতে পারেন। অথবা ক্রনোলজিক্যাল ফরমেটে অভিজ্ঞতা সাজিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কি কাজ করেছেন তা উল্লেখ করতে পারেন। কম্বাইন্ড ফরমেট উপযোগী হবে যখন আপনার অতীত পেশাগত ইতিহাস সমৃদ্ধ থাকবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার ফলে আপনি ভালো দক্ষতা অর্জন করেছেন। এই দক্ষতাকেই আপনি কাঙ্খিত চাকরি পাওয়ার মূল চাবিকাঠি ভাবছেন।

সিভিতে কী কী থাকবে সিভির প্রথমেই থাকবে হেডিং। এ অংশে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ই-মেইল এড্রেস, এমনকি ওয়েব এড্রেস থাকলে সেটিও উল্লেখ করুন। সিভির শুরুতে এ অংশটুকু পৃষ্ঠার ওপরের মধ্য অংশে বা ডান কোনায় লিখতে হবে। এরপর জব অবজেক্টিভ। কোন পর্যায়ে আপনি দায়িত্ব পালনে আপনি সক্ষম এবং সিভির যাবতীয় তথ্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে পড়তে হবে সেটা জব অবজেক্টিভ নিয়োগ দাতাকে বলে দেবে। সে কারণে জব অবজেক্টিব হবে সংক্ষিপ্ত।

এরপর অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ অংশ। যে পেশা ও পদের নাম আপনি জব অবজেক্টিভ অংশে উল্লেখ করেছেন সে পেশার জন্য কেন আপনি আদর্শ প্রার্থী এখানে সে কথাই লেখা থাকবে। এটি আপনার যোগ্যতার সারসংক্ষেপ অংশ। এখানে আপনার অভিজ্ঞতা, পদবি, আপনার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন, বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা, পার্সনাল ভেল্যুজ, ওয়ার্ক এথিকস, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং যা আপনার কাঙ্খিত পেশার অনুকুলে বিবেচিত হয় লিখুন।

BanglaBook.org

এরপর শিক্ষাগত যোগ্যতা। এ অংশটিকে **Educational Qualification, Educational History** শিরোনামেও দেওয়া যায়। অনেক সময় যোগ্যতার অংশটি সিভির শুরুতে বা সামারি অংশের নিচেও উপস্থাপন করা হয়। এটা তখনই করবে যখন আপনি নতুন গ্রাজুয়েট। অথবা আপনার পেশা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোণে প্রশিক্ষণ বা ডিগ্রি থেকে থাকে। আবার অনেক সময় দরখাস্তের সঙ্গে একাডেমিক তথ্যাদিসহ সিভি চাওয়া হয়। তখনও আপনি এটি করতে পারেন।

সিভিতে ব্যক্তিগত কিছু তথ্যের পর সবশেষে আপনার সম্পর্কে ভালো বলবে এমন ৩ থেকে ৫ জন ব্যক্তির রেফারেন্স সংগ্রহ করে সিভিতে সংযুক্ত করুন। যার রেফারেন্স আপনি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন আগে থেকে তার কাছ থেকে অনুমতি নিন। তালিকায় প্রত্যেকের ক্রমিক নাম্বার, নাম ও পদবি, ঠিকানা, ফোন নাম্বার ই-মেইল অ্যাড্রেস লিখুন। তবে চাকরিদাতা যদি রেফারেন্স না চায় সে ক্ষেত্রে সিভিতে রেফারেন্স উল্লেখ না করাই ভালো।

সিভিতে অনাবশ্যক তথ্য : সিভিতে কী ধরনের তথ্য উল্লেখ করবেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন। অত্যন্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি দিয়ে সিভি অযথা ভারি করতে যাবেন না। এমন অনেক তথ্য আছে যা দরকারি চাকরি এবং কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে চাইলে উল্লেখ করা প্রযোজ্য।

এতক্ষণ আপনাদের কিছু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করলাম মাত্র। এবার জেনে নিন কিভাবে সিভি লিখতে হয়ঃ

১. **Title**/শিরোনামঃ
২. **Career Objective**/-ক্যারিয়ারের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে গুছিয়ে লিখুনঃ
৩. **Experience**/কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিন (যদি থাকে)ঃ
৪. **Objective of Career**/ক্যারিয়ারের উদ্দেশ্য (খুব সংক্ষেপে)ঃ
৫. **Educational Background**/শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
৬. **Internship**/-ইন্টার্নশিপঃ
৭. **Computer Skill**/কম্পিউটার দক্ষতাঃ
৮. **Tranining**/প্রশিক্ষণঃ
৯. **Language Proficiency**/ভাষাগত দক্ষতাঃ
১০. **Scholarship/Award**/ বৃত্তি বা পুরষ্কারঃ
১১. **Hobbies and Interests** /শখ এবং আগ্রহঃ
১২. **Personal Information**/ব্যক্তিগত তথ্যঃ
১৩. **Reference**
১৪. **Declaration**/ ঘোষনাঃ
১৫. **Signature and date**/সই এবং তারিখঃ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

যে কারণে সিভি দুর্বল হয়ে যায়

১। কপি করা ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ লিখলে। অর্থাৎ চাকরির পদের সাথে অবজেক্টিভ এর সামঞ্জস্য পাওয়া না গেলে।

২। আপনার সিভিতে স্থায়ী ঠিকানা লেখার কোনো দরকার নাই। এগুলো কোম্পানি চায়ও না। এছাড়া রিলিওজিওন, সেক্স মেইল নাকি ফিমেইল এসব লিখে সিভিকে বিরক্তিকর ও নিজেকে ব্যাকডেটেড পরিচয় দেয়ার কোনো দরকার নাই। আপনার ছবি আর নাম দেখেই আপনার রিলিওজন ও সেক্স মেইল নাকি ফিমেইল তা বুঝা যায়।

৩। ফ্রেশার হয়েও যদি আপনার মাঝে এক্সট্রা কারিকুলার কিছুই না থাকে, যা দিয়ে আপনাকে তারা এক্টিভ ও স্মার্ট ভাবতে পারে। ফ্রেশার হিসেবে আপনার চাকরির অভিজ্ঞতা থাকবেনা কিন্তু এত বছরের একাডেমিক লাইফে আপনি পড়াশুনার বাইরে আর কিছুই করেননি, এটা প্রমাণ করে আপনি সামাজিক না, কমিউনিকেশন স্কিল ও লিডারশীপ কোয়ালিটি আপনার নেই। সর্বোপরি আপনি বইয়ের বাইরের জগত সম্পর্কে কিছুই জানেন না বা এর বাইরে কিছু করার যোগ্যতা আপনার নেই।

৪। সিভিতে শখের কথা (বাগান করা, ব্লগে লেখালেখি করা, মাছ ধরা) লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে যদি আপনার শখের সাথে চাকরির যোগসুত্র থাকে তবে দিতে পারেন। যেমনঃ আপনার শখ ভ্রমণ করা। এটি আপনি লিখতে পারেন যদি আপনার চাকরিটা হয় বিমানের এয়ারহোস্টেস, টুরিস্ট গাইড বা পাইলট হিসেবে। কিন্তু এই শখটা আপনি লিখতে পারেন না, যদি চাকরিটা হয় মানবসম্পদ বিভাগের অফিসার পদে হয়।

৫। এমন ই-মেইল দিবেন না যেটাতে আপনার কুরুচি ফুটে উঠে। যেমন **udashin@yahoo.com, premikmon@yahoo.com** এগুলো খুব কুরুচিপূর্ণ। অফিসারসুলভ আচরণ করুন সিভিতে।

৬। ভুল তথ্য দিবেন না। আপনি মাইক্রোসফট এক্সেল সম্পর্কে হালকা ধারনা রাখেন, অথচ সিভিতে লিখলেন Expert in Ms Excel এটা কিন্তু ধরা পড়ে যাবেন। কোনো অবস্থাতেই সিভিতে সিংগেল শব্দের ও বানান ভুল এবং গ্রামাটিক্যালী ভুল করা যাবে না।

শেষ কথাঃ

মাত্র ২০ সেকেন্ডেই যে সিভি দেখে নির্ধারিত হবে আপনি ইন্টারভিউয়ের জন্য কল পাবেন কি না, সে সিভিটা এমনভাবে আকর্ষণীয় করুন, যেন তাতে একটাও অপ্রোয়জনীয় তথ্যও না আসে আবার প্রয়োজনীয় একটা তথ্যও যেন বাদ না পড়ে।

BanglaBook.org

সিভি প্রেজেন্টেশন

মাত্র ২০-৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই একটা সিভি স্ক্রিনিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আপনার সিভিকে ইন্টারভিউয়ের জন্য কল করবে নাকি সেটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলবে। তাই সিভি প্রেজেন্টেশন এমন হতে হবে যেন অন্তত ইন্টারভিউয়ের জন্য কল করা হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে ৯০% এর ও বেশি সিভি রিজেক্ট হয়ে যায় প্রপার প্রেজেন্টেশন না থাকায়।

এবার আসুন সিভির বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিক আলচনা করি।
১। ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ অধিকাংশ ক্যান্ডিডেট এই অংশে অন্য কোনো সিভি থেকে কপি করেন। কিংবা কম্পিউটারের যে দোকান থেকে প্রিন্ট করা হয় তার কাছে থাকা একই ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ সবাইকে দিয়ে দেয়া হয়। বিষয়টা খুব ফানি। একজন এসএসসি কিংবা এইচএসসি পর্যন্ত পড়ুয়া কম্পিউটার অপারেটর একজন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ক্যান্ডিডেটের ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ ঠিক করে দিচ্ছে। আর আপনি সেটা মেনেও নিচ্ছেন। এই ধরনের কপি করা লেখাগুলো শতভাগ রিজেক্ট হয়। কোম্পানি ও পদের ধরন বুঝে এটি লিখতে হবে। এক্ষেত্রে কৌশলী হতে হবে।

ক) ধরুন আপনি মার্কেটিং কোম্পানিতে আবেদন করবেন, সেখানে লিখতে পারেন- To develop career in a dynamic marketing environment where my skills and knowledge will play vital role.

খ) আবার ধরুন আপনি টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিতে আবেদন করবেন, সেখানে লিখতে পারেন- Looking for a dynamic position in telecom sector where my efficiency and dedication will be required and valued.
আপনি নিজের মত করে ২ লাইন কমেন্টে লিখতে পারেন। সেটা যাচাই করা হবে।

BanglaBook.org

২। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ সর্বশেষ যোগ্যতা থেকে শুরু করুন। অর্থাৎ মাস্টার্স দিয়ে শুরু করুন এরপর অনার্স সহ বাকিগুলো লিখুন।

৩। প্রশিক্ষনঃ অনেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকেন। আপনার যদি সেরকম কিছু থাকে তবে সেটি উল্লেখ করুন।

৪। এচিভমেন্ট/ লিডারশীপঃ উল্লেখযোগ্য কোনো এচিভমেন্ট থাকলে সেটি দিতে পারেন। যেমন কোনো কম্পিটিশনে এওয়ার্ড প্রাপ্তি বা এই ধরনের কিছু। যদি না

থাকে তবে লিডারশীপ পয়েন্টে আপনি আপনার এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিসগুলো দিতে পারেন, যা উপরে বলেছি।

৫। কম্পিউটার স্কিলঃ এটি লাগবেই। যেমন আপনি এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল বা অন্যান্য যেসব বিষয় পারেন তা উল্লেখ করুন।

৬। রেফারেন্সঃ এমন কোনো ব্যক্তির রেফারেন্স দিন যার সাথে আপনার একাডেমিক সম্পর্ক আছে।

অনেকেই সিভিতে শখ বা হবির কথা লিখে। বস থামেন। আপনার শখ দিয়ে কোম্পানির কিছু যায় আসেনা। এমনকি অযথা স্থায়ী ঠিকানা লিখেও সিভিকে বড় করবেন না। শুরুতেই শুধু বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার আর ই-মেইল এড্রেস দিবেন। ২ পেইজের বেশি সিভি করবেন না। ফ্রেশার হিসেবে চাইলে ১ পেইজেও দিতে পারেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অন্যের কেন্দ্রবিন্দু হোন, চক্ষুশুল নয়

কাউকে ঠকাতে বুদ্ধির দরকার হয় না; একটু বেঈমান হলেই হয়। কারো সাথে মিথ্যা বলতে খুব চালাক হতে হয় না, শুধু সত্যটা অস্বীকার করে নিজেকে মিথ্যুকের জায়গাটা দিয়ে দিলেই হয়। কাউকে ঠকিয়ে বা কারো সাথে প্রতারণা করে, প্রতারক শুধু ভাগ্যের সাথে এক অলিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যেখানে অদৃশ্য কালিতে লেখা থাকে তাকেও অন্য কারো কাছে ঠকতে হবে।

একজন প্রতারক অন্যকে যতটা না ঠকায়, তার চেয়ে বেশি সে নিজেকে ঠকায়। যে মাত্র সে আপনার সাথে প্রতারণা করলো, সে-ই মাত্র সে নিজের চরিত্রে 'প্রতারক সিলটা মেরে দিল। বলুন তো এতে কার বেশি ক্ষতি হল? আপনার ক্ষতিটা সাময়িক কিন্তু প্রতারকের ক্ষতিটা চিরস্থায়ী। কারণ এরপর আজীবন সে প্রতারক হয়েই বেঁচে থাকবে।

দুধে পানি মিশিয়ে একটু বেশি লাভ করে যে বিক্রেতা পকেট ভারি করে খুশিতে মাছ কিনতে যায়, তাকেও ফরমালিন যুক্ত মাছ কিনে অন্যকে ঠকানোর শাস্তিটা পেয়ে বাসায় ফিরতে হয়। পৃথিবীতে আপনি যা দিবেন তাই ফেরত পাবেন। পৃথিবীর সবাইকে ফাঁকি দেয়ার মত বুদ্ধি আপনার থাকতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে কিভাবে ফাঁকি দিবেন? পৃথিবীর সব কিছু অবৈধ দখল করার ক্ষমতা আপনার থাকতেই পারে, কিন্তু মৃত্যুর পর তো থাকার মত সাড়ে ৩ হাত জায়গাটা আপনাকে অন্য কেউ করে দিবে। নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সবসময় যে সেরা কাজগুলো করতে হবে তা কিন্তু নয়; শুধু খারাপ কাজগুলো না করলেই হয়। খারাপ কিছু বর্জন করলে ভালো কিছু এমনিতেই অর্জন হয়। আসুন, প্রতিদিন একটা ভালো কাজ করতে না পারলেও অন্তত একটা খারাপ অভ্যাস হলেও বর্জন করি।

বিপদে কেউ আপনার পাশে দাঁড়ালে আপনি সারাজীবন তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন। কেউ আপনাকে চাকরি দিবে বললে, আপনি তার তোষামোদ করতে করতে দিনের অর্ধেকটা পার করে দেন। চাকরির প্রমোশন দেয়ার জন্য আপনি দিনে কয়েকবার বসের মিথ্যা প্রশংসা করতে থাকেন। কেউ একবার আপনাকে বড় কোনো কাজে সুযোগ দিবে বললে, আপনি তার চাটুকারিতায় মগ্ন থাকেন। অথচ যে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সব দিয়েছেন, তাঁকে কয়জন দিনে অন্তত একবার স্মরণ করেন? কয়জন তাঁর প্রার্থনা করেন! মানুষ উপলক্ষ মাত্র, সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। শুভাকাঙ্খীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন, তবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসটি রাখুন।

যদি বিধাতা আপনার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হোন, তবে কারো সাহায্য আপনাকে চাইতেও হবে না। আর তিনি যদি অসন্তুষ্ট হোন, তবে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান মানুষের সাহায্য নিয়েও কাজ হবে না। আপনি এতটাই শক্তিশালী যে, বক্সিং এ ৫বার

BanglaBook.org

চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দুই হাতের শক্তিতে। অথচ সেই দুই হাত যদি একবার প্যারালাইজড হয়ে যায়, তখন আপনার সেই চ্যাম্পিয়ান মার্কা হাত দিয়ে সামান্য একটা পিঁপড়া ও সরাতে পারবেন না। ধর্ম না মানা কোনো স্মার্টনেস নয়। বরং নাস্তিক হয়ে আপনি এটাই প্রমাণ করেছেন, ধর্ম সম্পর্কে আপনি যথেষ্ট অজ্ঞ। যে সবার কথা চিন্তা করে, তার কথা কাউকে চিন্তা করতে হয় না। কারণ তার জন্য সৃষ্টিকর্তায় ভাবেন। বিধাতার প্রতি বিশ্বাস রেখে আপনিও হয়ে যান আত্মবিশ্বাসী।

আপনার অনেক গুণ, মেধা আর অনেক টাকা! আপনি এতসব গুণের ভিড়ে এতটাই অহংকারী হয়ে উঠেছেন যে, অহংকারে আপনার পা মাটিতেই পড়ে না। আজ যে অহংকারে আপনার পা মাটিতেই পড়ছে না, কাল হয়তো সে পা দুটোই আপনার নাও থাকতে পারে। জীবনের সব সঞ্চয় দিয়ে উঁচু তলা বিল্ডিং করে যে লোকটি নিচু তলার লোকদের অবজ্ঞা করা শুরু করলো, মাত্র ১০ সেকেন্ডের একটা ভুমিকম্পে তার পুরো বিল্ডিংটিই ধ্বসে পড়ল। আপনার অহংকার চূর্ণ হতে মাত্র ১০ সেকেন্ড লাগে।

আপনার যত গুণই থাকুক না কেন, যদি স্রষ্টা আপনার প্রতি বিরক্ত হোন তবে পৃথিবীর দ্বিতীয় কারো সাধ্য নেই আপনাকে সফল করবে। লাখো ফলোয়ারের সেলিব্রেটির ফেসবুক আইডিও ছোট্ট একটা ঘটনায় ফলোয়ার শূন্য হয়ে যেতে পারে কিংবা নিজেই হয়তো পপুলার আইডি বন্ধ করে নতুন আইডি খুলতে বাধ্য হবেন। বিসিএস এর সর্বোচ্চ পর্যায় মেধার সাথে অতিক্রম করেও ফাইনালি অনেকেই তো চাকরিটা পায়না। কোয়ালিফাইড হয়েও তো অনেকের নাম গেজেটেড হয় না। সবচেয়ে ভালো গানের প্রস্তুতি নিয়েও তো মঞ্চে অনেকের পারফরম্যান্স বাজে হয়ে গেছে কী-বোর্ড কিংবা গীটারের সুর ঠিক না থাকার কারণে। মনে রাখবেন- আপনার সবকিছু শুধু আপনার উপর নির্ভর করেনা; নির্ভর করে স্রষ্টার উপর। আপনার সব শ্রম ও মেধাকে স্রষ্টার কাছে সমর্পন করুন; দেখবেন স্রষ্টাই আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। যে মানুষ মাত্র ৩ মিনিট স্রষ্টার দেয়া অক্সিজেন ছাড়া নিজ চেষ্টায় বেঁচে থাকার যোগ্যতা রাখেনা; তার কিসের এত অহংকার? আমাদের একমাত্র অহংকার হোক আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব।

আপনি বিত্তশালী! চাইলেই কিনতে পারেন দামি হারমোনিয়াম। কিন্তু আঙুলের কারুকার্যে সুর তোলার জন্য আপনাকে ঠিকই অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে। আপনি রং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সেরা ব্যবসায়ী। কিন্তু সেই রঙের পরশে, তুলির আঁচড়ে, ক্যানভাসে কিছু আঁকতে গেলেই আপনাকে চারুশিল্পের কাছে মাথা নত করতেই হবে। আপনি ভালো লিখেন বলেই শ্রেষ্ঠ লেখক নয় বরং আপনার লেখা পাঠকেরা স্রহণ করেছে বলেই আপনি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছেন। যে মানুষ নিজের জীবনের ১ সেকেন্ড নিশ্চয়তা দিতে পারেনা, তার অহংকার করার কিছুই থাকেনা। আমাদের সবচেয়ে বড় অহংকার হোক- আমরা নিরহংকারী।

আজও তো পৃথিবীতে আমার বয়সী কতজনই মারা গেল, আমি যে এখনো বেঁচে

BanglaBook.org

আছি এটাই তো একটা বোনাস। আজ আমিও হয়তো সেই মৃতব্যক্তির লিস্টে থাকতে পারতাম! পৃথিবীর সবক'টি হাসপাতালে কত রোগীই তো এই মুহূর্তে মৃত্যুর যন্ত্রনায় লাইফ সাপোর্ট নিয়ে টিকে আছে শুধু আর কিছুদিন বেঁচে থাকার আশায়। সে জায়গায় আপনি যে এখনো সুস্থ আছেন, সেটাই তো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। সারাদিনে অন্তত একবেলা দু'মুঠো খাবারের আশায় আজ কত ভিখারিই তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। সে জায়গায় আপনি তো অন্তত ডাইনিং টেবিলে বসে মেন্যু সিলেক্ট করছেন আজ লাঞ্চে কী খাবেন আর ডিনার করবেন কী দিয়ে?

আপনি নিজে অন্য কারো মত হতে চাইছেন ; অথচ আপনার লাইফ স্টাইলটা যে অনেকের কাছে একটা ড্রিম হয়ে বসে আছে সেটাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ শুধু আপনার মত একটা জীবন পেলে নিজেকে পৃথিবীতে সেরা সুখি ভাবত। যে টাকা দিয়ে আপনি এমবি কিনে ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, অনেক পঙ্গু ভিখারি সে পরিমাণ টাকার আশায় সারাদিন রাস্তায় ঘুরে হাত পাতে শুধু দু'মুঠো খাবারের আশায়। এর মানে কী দাঁড়ালো- আপনার বিনোদনের জন্য খরচ করা টাকাটাও কিন্তু কারো কারো সারাদিনের ইনকামের টার্গেট। কতটা সুখি আপনি একবার ভাবুন! কী নেই সেটা ভেবে যদি আপনি আফসোস করেন, তবে এই জীবনে আপনি কখনোই সুখি হতে পারবেন না। কারণ আপনি যত উপরেই উঠেন না কেন, আপনার উপরেও সবসময় কেউ না কেউ একজন থাকবেই। তবে কী আছে সেটা নিয়ে যদি একবার গভীর ভাবনায় ডুব দেন, দেখবেন আপনি অনেক সুখি একজন ব্যক্তি। সুখ কেউ কাউকে দিতে পারেনা, কেউ কেড়ে নিতেও পারে না। এটা অনুভবের বিষয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

শুধু নিঃশ্বাসে নয়, বিশ্বাসেও বাঁচুন

শুধু নিঃশ্বাস নয়, মানুষ বিশ্বাসও নিয়ে বাঁচে। আপনার নিজের নামে ব্যাংকে একাউন্ট খুলে কখনো এটা আশা করবেন না, অন্য কেউ এসে প্রতিমাসে সে একাউন্টে টাকা দিয়ে যাবে। নিজের ক্যারিয়ার, ভালো রেজাল্ট কিংবা ব্যবসায়ে সফল হওয়ার জন্যও এটা অন্তত আশা করবেন না, অন্য কেউ এসে আপনার স্বপ্ন পূরণ করে দিয়ে যাবে।

হোঁচট খেয়ে পড়ে থাকলে সবাই আপনাকে দেখে আফসোস করবে, দুঃখ করবে, কেউ কেউ হয়তো মায়াকান্নাও করবে; কিন্তু হাত ধরে কেউ তুলবে না। কেউ হাত ধরে আপনাকে তখনই তুলবে, যখন আপনি নিজে আগে হাত বাড়িয়ে দিবেন। অতএব, নিজের ব্যর্থতার জন্য কখনো দারিদ্র্যকে, কখনো সিস্টেমকে, কখনো সরকারকে দোষ দেয়া যতক্ষণ বন্ধ না করবেন, ততক্ষন আপনি ভুল পথে সফলতার সন্ধান করে পুনরায় ব্যর্থ হবেন। আপনি ঠিক ততদূর যাবেন যতদূর আপনি হাঁটবেন। ২ মাইল হেঁটে কেউ আড়াই মাইল যেতে পারেনি। আপনিও পারবেন না। এই ধ্রুব সত্যটি মেনে নিন। দুঃখিত, কথাগুলো কঠোর ভাষায় ছিল; কিন্তু দরকার ছিল।

আপনি গতকাল পারেননি, আজকেও পারেননি; এর মানে এই নয় যে, আর কোনোদিন আপনি পারবেন না। আজকের এই না পারাটাকে যদি আপনি জেদ ও চ্যালেঞ্জে পরিণত করতে পারেন, তবে আজ যারা পেরেছে আপনি তাদেরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। যে ছেলেটি আত্মবিশ্বাসের অভাবে বিসিএস এ কোনোদিন আবেদনই করেনি, শুধু চেয়েছে একটা ছোট খাট সেকেন্ড ক্লাস জব। আজ শুনলাম সে বিসিএস গেজেটেড অফিসার হয়েছেন এএসপি। প্রায় সবকটি সেকেন্ড ক্লাস জবে আবেদন করেও কোথাও টিকেননি, অথচ বয়সের শেষ সীমানায় এসে ফার্স্ট ক্লাস সরকারি চাকরিকেরা বন্ধুর "ভাব দেখানো কথা"কে যেই মাত্র দাঁতে দাঁত চেপে জিদ করে বিসিএসে আবেদন করে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসলেন, ঠিক তার বছরখানেক পর তার সেই জেদ আজ তাকে এএসপি বানিয়ে দিল।

আপনি চাইছেন পুলিশের এস আই হতে কিন্তু বিধাতা চাইছেন আপনাকে এস আই পদের ও কয়েক ধাপ উপরে এএসপি পদে বসানোর জন্য, তাহলে তিনি কেন আপনাকে এস আই পদের জন্য আশীর্বাদ করবেন? সেখানে তো আপনার ফেল করাটাই সৌভাগ্যের। আপনি চাইছেন সেকেন্ড ক্লাস জব অথচ বিধাতা চাইছে আপনি ফার্স্ট ক্লাস জব করুন। আপনি চাইছেন বড় কোনো কোম্পানীর বড় অফিসার হতে; অথচ বিধাতা নকশা করে রেখেছেন আপনাকে বড় কোনো কোম্পানীর মালিক বানাতে। তাহলে আপনি তো সকল চাকরিতে ব্যর্থ হওয়ার মত গৌরব অর্জন করবেনই। আজ যারা বড় বড় পদে আছেন, তারা প্রত্যেকে ছোট ছোট পদে একসময় ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রমাণ চাইলে আমার আর্টিকেলগুলো পড়ে নিবেন।

গতকাল পর্যন্ত যে কাজটা আপনি পারবেন না বলে মনে হয়েছিল, সে কাজটা যদি আজ শুরু করে দেন তবে আগামীকাল হয়তো কাজটি আপনি পেরেও যেতে পারেন। আমরা অনেক কিছুই করতে পারিনা আমাদের অযোগ্যতার কারণে নয়; শুধু কাজটা 'আমার দ্বারা হবেনা ভেবে শুরুই করতে পারিনা বলে। জন্মের পর তো আপনি হাঁটতেও পারতেন না; অথচ আজ আপনি দৌঁড়াতে পারেন। আপনার অসাধ্য সেটাই, যেটাকে আপনি নিজে অসাধ্য করে রেখেছেন এবং যেটা পারবেন না এমন এক ভিত্তিহীন বিশ্বাসে শুরু করেননি। কোনো কাজ শুরু করে যদি আপনি সাকসেস হতে নাও পারেন, তাতেও কী কোনো সমস্যা আছে? ব্যর্থতার জন্য কখনো মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়না; তবে চেষ্টা না করার কারণে আপনার একটা সুযোগ মিস হয়ে যেতে পারে। সফল হওয়ার মুলমন্ত্র একটাই আগে শূন্য থেকে উঠে সবার মত হব; এরপর সবাইকে ছাড়িয়ে যাব

বড় কিছু অর্জন করতে হলে বড় কোনো শ্রম দিতে হয়। পুকুর পাড়ে আরাম করে বসে বড়শি দিয়ে সর্বোচ্চ ছোট ছোট পুটি মাছ ধরা যায়, কিন্তু বোয়াল মাছ নয়। বড় বোয়াল মাছ ধরতে হলে আপনাকে অবশ্যই বড় জাল নিয়ে পানিতে নামতে হবে। আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটা ভুলই হতে পারে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ। যদি সফলতা অর্জন করতে গিয়ে আপনি সর্বোচ্চ শ্রম দেয়ার পর ও ব্যর্থ হোন, তবে শ্রমের স্টাইল পরিবর্তন করুন, প্রয়োজনে পরিকল্পনা পরিবর্তন করুন; কিন্তু ভুলেও নিজের স্বপ্ন কিংবা টার্গেটকে পরিবর্তন করবেন না।

চ্যাম্পিয়ান রাতারাতি হওয়া যায়না। আমার কাছে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার একটাই সূত্র- আগে শূন্য থেকে উঠে আসব, সবার মত হব; তারপর অধিক শ্রমে সবাইকে ছাড়িয়ে যাব। আজ যিনি দৌঁড়ে চ্যাম্পিয়ান তিনি যতক্ষণ দৌঁড় অনুশীলন করেন, আপনি যদি তার চেয়ে অল্প কিছু সময় বেশি অনুশীলন করতে পারেন, তবে কালকের চ্যাম্পিয়ান আপনিই। বিধাতা সবার জন্য সবকিছু নির্ধারন করে রেখেছেন। শুধু আপনার পরিশ্রমই বলে দিবে আপনার নির্ধারিত জিনিসটা আপনি কত আগে বা পরে পাবেন। যা আপনার পাওয়া হয়নি, ভাববেন বিধাতা তা আপনার জন্য রাখেননি। কিন্তু তিনি যা আপনার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা আপনার হবেই। পৃথিবীর কোনো শক্তিশালী কুস্তিগির কিংবা পালোয়ানের ও সাধ্য নেই বিধাতার নির্ধারিত জিনিসটা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করে। বিশ্বাসটা স্রষ্টার উপর রেখে নিজেই হয়ে যান আত্মবিশ্বাসী।

BanglaBook.org

আবেগ নয়, বেগ দরকার

আপনি কারো সাহায্য চেয়েও পাননি– এর মানে এই নয় যে সে খুব খারাপ। বরং এর মানে হলো, তার সাহায্য পাওয়ার মত সম্পর্ক আপনি এখনো তৈরি করতে পারেননি। খোঁজ নিয়ে দেখেন আপনি যার কাছে ১০০ টাকা চেয়েও পাননি, তিনি হয়তো অন্য কাউকে ১০ হাজার টাকা ধার দিয়ে বসে আছেন। কেউ আপনাকে তখনই সাহায্য করবে যখন সে আপনার দ্বারা কনভিন্সড হবে বা কোনো না কোনোভাবে সে আপনার দ্বারা মুগ্ধ হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডেও আপনাকে নিয়োগকর্তাদের কনভিন্সড করেই এপয়েন্টমেন্ট লেটারটি নিয়ে আসতে হয়। পৃথিবীতে কোনো কাজ বিনা স্বার্থে হয় না। অযথা কাউকে দোষারোপ করবেন না। আপনাকে সাহায্য করবে– এমন চুক্তিতে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির জন্ম হয়নি।

আপনি নিজেও পথের সব ভিক্ষুককে টাকা দেন না। আপনার পকেটের টাকা সেই ভিক্ষুকের হাতেই যায়, যে কোনো না কোনোভাবে আপনাকে কনভিন্সড করতে পেরেছে। রাস্তায় হাজারো ময়লা পড়ে থাকলে আপনি তা সরান না, অথচ নিজের বাসার সামনে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরা দেখলেও আপনি তা নিজ হাতে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসেন। এটাই স্বার্থ। আপনার এসাইনমেন্ট আপনার যে বন্ধু করে দিয়েছে, সে কিন্তু একই কাজে অন্য আরেকজনকে রিফিউজ করেছে। এখানে স্বার্থটা কী? হয়তো এর আগে তার কোনো কাজে আপনি খুব প্রশংসা করেছিলেন অথবা তার আপনাকে খুব ভালো লাগে। আপনি নিজেকে তার ভালো লাগার জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন-আপনাকে তার ভালো লাগে এটাই তার স্বার্থ। **Don't be emotional** বিশ্বাস করুন, পৃথিবীর সব কিছুই **Give vs Take** নীতিতে চলে। যে ব্যক্তি বিনা কারণেই আপনাকে সাহায্য করছে, হয়তো তিনি তার ভবিষ্যত কোনো কাজের জন্য আপনাকে প্রয়োজন মনে করছে বলেই সে আজ আপনাকে সাহায্য করছে।

আপনি আপনার ঘরের ফ্যানটিকে ততদিন পর্যন্ত যত্ন করবেন, যতদিন এটি আপনাকে ভালোভাবে বাতাস দিবে। মানুষ ও আপনাকে তখনই গুরুত্ব দিবে, যখন আপনি তার জন্য গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠবেন। অযথা "কেউ তো আমাকে পাত্তা দেয়না " বলে মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বরং নিজের মাঝে এমন কিছু কবুণ সৃষ্টি করুন, যেন সবাই আপনাকে গুরুত্ব দেয়। আপনি নিজেও তো সবাইকে পাত্তা দেননা। আপনি একজন ভিখারির চেয়ে তাকেই বেশি গুরুত্ব দেন, যার কাছ থেকে আপনি টাকা ধার নেন। জীবনটা সিম্পল। শুধু আপনি বেঁচে থাকার কারণগুলো সৃষ্টি করুন। লোকে তখনই আপনাকে গুরুত্ব দিবে, যখন গুরুত্ব দেয়ার মত কোনো কারণ আপনি নিজের মাঝে তৈরি করতে পারবেন।

"আপনি একটা ভুল করুন, দেখবেন আপনাকে উপদেশ দেয়ার মানুষের অভাব হবে না। কিন্তু দশটা সঠিক কাজ করার পরও দেখবেন কেউ আপনাকে অভিনন্দন

BanglaBook.org

জানাতে আসবে না। আপনি একবার রেজাল্ট খারাপ করুন, দেখবেন ৩ বার রেজাল্ট খারাপ করা লোকটিও আপনাকে পরামর্শ দিতে আসবে। কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট করুন, দেখবেন আপনার পাশের মিষ্টি খেতেও অনেকের গলায় আটকে যাবে। আপনি একবার ইন্টারভিউতে ব্যর্থ হোন, দেখবেন আপনি ব্যর্থ হওয়ার ১০১ টি কারণ বলে দিবে আপনার প্রতিবেশি হিংসুক। কিন্তু আপনি স্মার্ট বেতনের হ্যান্ডসাম জবটা একবার পেয়ে যান, দেখবেন 'ব্যর্থতার ১০১ টি কারণ' আবিষ্কার করা লোকটির কয়েক রাত স্লিপিং টেবলেট ছাড়া ঘুম হবে না।

আপনাকে সাহায্য করবে– এমন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পৃথিবীতে কেউই জন্মায়নি। তবে জন্মের পর প্রতিনিয়ত অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী অলরেডি তৈরী হয়ে গেছে, যারা মনে প্রাণে চায় আপনার পজিশান তাদের নিচে হোক। মেনে নিন আর নাই মানুন, এটাই চরম বাস্তবতা। সবাইকে হারানোর কম্পিটিশনে নামলে আপনি নিজেই হেরে যেতে পারেন। আপনি শুধু নিজেকে টার্গেট করে নিজেকেই জয়ী করার প্ল্যান করুন, বাকিরা তো এমনিতেই হেরে যাবে।

কোথাও কোনো সহযোগী নেই, সবাই প্রতিযোগী। এই পৃথিবীতে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতায় হয়েছে বেশি। সুযোগকে কখনো হাতছাড়া করবেন না। প্রয়োজনে নিজেই সুযোগ সৃষ্টি করবেন। মনে রাখবেন - Chance comes once. So, Care your career নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। Just Live in Belief. সব বিশ্বাস হারিয়ে গেলে যাক, তবে আত্মবিশ্বাস যেন না হারায়। কারণ এই আত্মবিশ্বাসটুকুই আপনার নিজের তৈরি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

BanglaBook.org

এখানে অসংখ্য বন্ধুর মাঝে শত্রু লুকিয়ে থাকে, অথচ হাজারজন শত্রু খুঁজেও এমন কাউকে পাবেন না, যার মাঝে বন্ধুত্ব লুকিয়ে থাকে। জীবন আপনার, জীবনের ভাবনাগুলোও আপনার। পৃথিবীতে কাউকে দোষারোপ করে একটা সমস্যারও সমাধান করা যায়নি। কিন্তু নিজের দোষ যে খুঁজে বের করতে পেরেছে, সে অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। অন্যের কাজের সমালোচক না হয়ে নিজের কাজের বিচারক হোন। দেখবেন একদিন আপনিও হয়ে যাবেন সেরাদের সেরা।

সমালোচনার শক্তি

আপনি ভুল করছেন বলেই সবাই আপনার দোষ ধরবে না। কেউ কেউ আপনার দোষ ধরবে শুধু আপনি কেন ভুল এত কম করেন এই হিংসায়। অনেকেই আপনাকে অযোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করবে শুধু আপনি তার চেয়ে বেশি যোগ্য বলে। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করুন, যেন আপনার চিরশত্রু প্রকাশ্যে আপনার বিরোধীতা করলেও, মনে মনে তার ছেলেকে আপনার মত বানাতে চায়। নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলুন, যেন আপনার হিংসুটে বন্ধুটি গোপনে আপনার বদনাম করলেও, লুকিয়ে সে আপনাকে ফলো করে আপনারই মত হতে চায়।

বিনা প্রতিশোধে কাউকে ক্ষমা করবেন না। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কারো ক্ষতিও করবেন না। বোকারা অন্যের ক্ষতি করে প্রতিশোধ নেয়। আর বিচক্ষণেরা নিজেকে সেরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেয়। এটাই সেরা প্রতিশোধ। আপনি সেরাটা দেখিয়ে দিতে পারলে, আপনার বদনাম করা মানুষগুলোর ঘুম এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি সুখে আছেন এটাই তো বড় দুঃসংবাদ তাদের জন্য, যারা চেয়েছিল আপনি সুখে না থাকেন।

নিজের আইডেন্টিটি এমনভাবে তৈরি করুন যেন, যে দূরসম্পর্কের আত্মীয়টি এতদিন দূরে দূরে থাকত, সেও আজ সু-সম্পর্ক করার জন্য আপনার পেছনে পেছনে দৌঁড়ায়। যে আপনাকে আজ এভয়েড করছে তাকে এভয়েড করতে দিন। নিজের ক্যারিয়ারকে এমনভাবে তৈরি করুন, যেন যে আপনাকে আজ এভয়েড করছে ভবিষ্যতে সে আপনার সাথে দেখা করতে চাইলে মিনিমাম দুই দিন আগে এপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। এটাই চ্যালেঞ্জ।

BanglaBook.org

যে আজ তার অনুষ্ঠানে আপনাকে ইনভাইট করতে ভুলে গেল, তার নামটি স্মরণ রেখে নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যান, যেন সেদিন আপনাকে ইনভাইট করতে ভুলে যাওয়া লোকটিই আপনাকে ভবিষ্যতে তার অনুষ্ঠানে চীফ গেস্ট করার জন্য সিরিয়াল নিতে লাইনে দাঁড়ায়।

হয়তো কোনো একদিন কেউ কেউ আপনাকে হিংসা করবে, আপনাকে অনেকে ভালোবাসে বলে। কেউ কেউ আপনাকে পেছনে ফেলে দিতে চেষ্টা করবে, আপনি সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে। একজন মানুষ কখনো সবার প্রিয় হতে পারেনা। একজন বিচারক একই সাথে আসামী এবং ভুক্তভোগীর প্রিয় হতে পারবেন না। আপনি ও কখনো সবার প্রিয় হতে পারবেন না। মিষ্টি যতই সুস্বাদু হোক না কেন, ডায়াবেটিস রোগি তার বদনাম করতেই পারে। এতে মিষ্টির মিষ্টতা এতটুকু কমে না। কেউ আপনার বদনাম করলেও আপনার গুণগুলো কমে যাবে না। এই সিম্পল হিসেবটুকু যত দ্রুত বুঝতে পারবেন, আপনি তত সুখি হবেন; প্রেসারমুক্ত থাকবেন। এমন ও হতে পারে, কেউ কেউ আপনাকে অপছন্দ করবে, শুধু অনেকে

আপনাকে পছন্দ করে বলে।
আপনি যতই অন্যের মত হতে চান না কেন, এটা মনে রাখবেন - অনেকে কিন্তু আপনার মত হতে চায়। যে আপনি অন্যকে লিজেন্ড ভাবেন, বিশ্বাস করেন অনেকে কিন্তু সে আপনাকেই লিজেন্ড ভাবে। কলেজের বারান্দায় হাঁটতে না পারা ছেলের কাছে আপনার মত গ্র্যাজুয়েটও একজন লিজেন্ড। ভাবনাগুলো যত পজিটিভ করবেন, আপনি তত সুস্থ থাকবেন। "No poison Can kill a positive thinker, No medicine can save a negative thinker.

আমরা নিঃসঙ্গতার ও নিজেকে অসহায় ভাবি। নিঃসঙ্গ থাকা মানে সঙ্গীহীন থাকা নয়; নিঃসঙ্গ থাকা মানে হল এমন একজন চমৎকার মানুষের সাথে থাকা, যে মানুষটি আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর সে মানুষটি আপনি নিজে। নিঃসঙ্গ থাকা মানে নিজের সঙ্গে নিজে থাকা। আমরা প্রতিনিয়ত কত শত জনকে সময় দেই, অথচ নিজেকে সময় দেয়ার মত সময় আমাদের থাকে না।

আপনাকে আপনার চেয়ে কে বেশি ভালোবাসবে? আপনার জন্য আপনার চেয়ে কে বেশি চিন্তা করবে? কেউ না। তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাটি আগে নিজেকে নিজে উপহার দিন। যে নিজেকে ভালোবাসতে পারে না, সে কিভাবে অন্যকে ভালোবাসবে! 'নিঃসঙ্গতা কোনো দুঃখের নাম না, 'নিঃসঙ্গতা হলো নিজেকে সময় দেয়ার এক অপূর্ব সুযোগ। যে ছেলে বলবে আপনার জন্য জীবন দিতে পারে, সে ভন্ড। যে মেয়ে বলে আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না, সে ছলনাময়ী। যে বলবে আপনাকে ভালোবাসে, শুধু সে-ই আপনার শুভাকাঙ্খী। ভালোবাসায় যত বেশি উপমা, তত বেশি ছলনা। দিনের নির্দিষ্ট একটা অংশ তাই নিজের জন্য রাখা উচিত। ভালোবাসা পৃথিবীর শুদ্ধতম পবিত্র এক সম্পর্ক।

যে আপনার বদনাম করছে, তাকে তা করতে দিন। যে আপনার যেকোনো কাজে হতাশ করে দিতে বলে, 'এই কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না ', তাকে বলতে দিন। যে নেগেটিভলি সব কাজে আপনার বিরোধীতা করে, তাকে আরো উৎসাহ দিন আপনার বিরোধীতা করতে। যেদিন আপনি সত্যিই কিছু করে দেখাতে পারবেন, সেদিন ঐ ব্যক্তিগুলোই সবচেয়ে বেশি লজ্জা পাবে, যারা বলেছিল আপনি পারবেন না, আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না। আপনি কাকে কত বেশি লজ্জা দিতে চান, সেটা নির্ভর করছে বর্তমানে কাকে কত বেশি আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সুযোগ দিচ্ছেন তার উপর। আপনাকে নিয়ে কেউ সমালোচনা করছে? তার মানে সে তার গুরুত্বপুর্ণ সময়ের অর্ধেক আপনার কথা ভেবেই কাটিয়ে দিচ্ছে। কেউ তার জীবনের অর্ধেক আপনাকে ভেবেই কাটিয়ে দিচ্ছে, কত বড় ভিআইপি আপনি একবার ভাবুন তো!

সমালোচক তো সেই ব্যক্তি, যে আপনার অজানা ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে আপনার ক্ষতি করতে গিয়ে মুলত আপনাকে পারফ্যাক্ট করে দিয়ে যায়। প্রতিদিন কাজের

BanglaBook.org

ফাঁকে অন্তত এমন একজন মানুষের সাথে থাকুন, যে আপনাকে উৎসাহ দেয়। দিনে অন্তত ১০ মিনিট হলেও অনুপ্রেরণা যোগায় এমন বই পড়ুন। দা, ছুরি যতই ধারালো হোক না কেন; মাঝে মাঝে এগুলোরও শান দিতে হয়। আপনি নিজেকে যদি শান না দেন তবে কাজের গতি বাড়বে কী করে!

কেউ আপনাকে নিচে নামাতে চাইছে, এর মানে সে স্বীকার করেছে আপনি উপরে আছেন। উপরে অবস্থান না করলে নিচে নামাবেন কী করে? যতক্ষন আপনার হিংসুক বন্ধু কিংবা নিন্দুক প্রতিবেশি আপনার নামে বদনাম না করবে, আপনার সফলতা কিংবা সুখে থাকায় তার রাতের ঘুম নষ্ট না হবে ; ততক্ষন বুঝতে হবে সেরা কাজটা আপনার এখনো করা হয়নি। হিংসুক কিংবা নিন্দুক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চান? তবে আপনি নিজে সুখে থাকুম। আপনি সুখে আছেন- এটাই তো একজন নিন্দুকের কিংবা হিংসুকের চির অসুখের কারণ হবে। আপনি শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন এই সংবাদটিই নিন্দুকের কাছে দুঃসংবাদ হয়ে তার ঘুম হারাম হয়ে যাবে।

কত মানুষ আপনার প্রশংসা করে, সেটা দেখে আপনি নিজের জনপ্রিয়তা যাচাই করতে পারবেন না। বরং কত উঁচু লেভেলের মানুষ আপনাকে হিংসা করে, সেটার উপরই নির্ভর করে আপনি কতটুকু জনপ্রিয়। আপনার পেছনে অনুসরণকারী সবাই আপনার শুভাকাঙ্খী নয়। এদের কেউ কেউ অপেক্ষা করে কখন আপনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন, আর তারা সেই সুযোগটা নিয়ে আপনার হাঁটার বদনাম করবে। বাঘ ও তো হরিণের পেছনে অনুসরণ করে। কিন্তু বাঘ হরিণের শুভাকাঙ্খী নয়; বরং হরিণকে ধরে খেয়ে ফেলার জন্যই মূলত তার পেছনে দৌঁড়ায়। শুধু আপনি সুখে থাকলেই, আপনি ভালো থাকলেই, আপনার অর্ধেক হিংসুক বন্ধু কিংবা নিন্দুক প্রতিবেশি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আপনার ভালো থাকাটাই একজন নিন্দুকের বিরুদ্ধে নেয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ।

আপনি কাউকে হিংসা করে খুব চাইছেন, সে যেন আপনার চেয়ে বেশি কিছু করতে না পারে। বিশ্বাস করেন, এতে কারো সফলতার পথ বন্ধ হবেনা। মাঝখানে আপনি নিজে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবেন, তার সফলতা দেখে। বডি স্প্রে কখনো দুর্গন্ধ দুর করতে পারে না। দুর্গন্ধ দূর করাও তার কাজ নয়। তবে বডি স্প্রের সুগন্ধির পাওয়ারটা ঐ দুর্গন্ধের চেয়েও বেশি শক্তিশালী বলে দুর্গন্ধের পরিবর্তে সুগন্ধিটাই ঘ্রাণে আসে। কাউকে থামিয়ে দিয়ে আপনি কখনো সামনে যেতে পারবেন না। যাকে থামাতে চাইছেন তার থেকে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েই আপনাকে চ্যাম্পিয়ান এওয়ার্ড ছিনিয়ে আনতে হবে। ঐ বডি স্প্রের মত নিজের যোগ্যতার পাওয়ার দিয়েই প্রতিপক্ষকে পেছনে ফেলা যায়। প্রতিটি কম্পিটিশনে এওয়ার্ড কিন্তু রেডি থাকে, দেখার বিষয় সেই এওয়ার্ড আপনার হাতে উঠে কি না। হিংসা কখনো মানুষকে বিখ্যাত করেনি; বরং মানুষ হিংসাকে পরাজিত করেই বিখ্যাত হয়েছে।

BanglaBook.org

নিজেকে চিনতে শিখুন, চিনাতে শিখুন

আপনার বন্ধুটি যখন জীবন সাজাতে বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে, আপনি তখনো জীবনকে টিকিয়ে রাখতে একটা চাকরি খুঁজছেন। পার্থক্যটা হয়তো আংশিক ভাগ্যে আর বাকি পুরোটা পরিকল্পনায় । সময়মত ক্যারিয়ারটাকে দাঁড় করাতে না পারলে দেখবেন, যার বিয়েতে আপনার পাত্র হওয়ার কথা, তার বিয়েতেই আপনি হয়ে যাবেন ইনভাইটেড গেস্ট। এপয়েন্টমেন্ট লেটারে যতক্ষন আপনি নিজের নামটি তুলতে না পারছেন, ততক্ষন পর্যন্ত আপনার প্রেয়সীও তার বিয়ের কার্ডে পাত্রের নামের অপশনে আপনার নামটি বসানোর চিন্তা করবে না। এটা দোষের কিছু না, এটাই বাস্তবতা।

জীবনে আপনার যখন Motion দরকার, তখন যদি আপনি Emotion নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে আপনি হয়তো একজন Emotional প্রেমিক হবেন, কিন্তু কখনো সেই প্রেয়সীর বর হতে পারবেন না। আপনার ক্যারিয়ারের শ্রেষ্ঠ স্থপতি আপনি নিজে। জীবনে আপনি ঠিক ততটুকুর জন্যই পুরস্কৃত হবেন, যতটুকুর জন্য আপনি নিজেকে যোগ্য করে তুলেছেন। যোগ্যতার বাইরে কিছু আশা করাটাই আপনার বড় অযোগ্যতা।

ছেঁড়া শার্ট পরে থাকা ছেলেটিও খুব ভালো করে জানে, ছেঁড়া শার্টের পরিবর্তে ভালো একটা শার্ট পরলে তাকে খুব সুন্দর লাগত। বন্ধুদের আড্ডায় আপনাদের মজাদার টপিক থাকে ঐ ছেঁড়া শার্ট পরা আঁতেল বন্ধুটি। টিউশন কিংবা কাজের অজুহাতে আপনাদের সাথে পিকনিকে কিংবা পার্টিতে যোগদিতে না পারা বন্ধুটিকে আপনারা বলেন অসামাজিক, ব্যাকডেটেড। কখনো কখনো বা হাড় কিপটেও বলেন। পিকনিকে গেলে অনেক মজা হয়, অনেক আনন্দ পাওয়া যায়; এই আনন্দ যেমন আপনি পান, তেমনি ঐ হাড়কিপটে ছেলেটিও পায়। কিন্তু পিকনিকে যাওয়ার মত তার টাকা থাকলে তো সে যাবে! ভালো শার্ট কেনার টাকা থাকলে সে মার্কেটের সবচেয়ে দামি শার্টটিই কিনে নিয়ে আসত।

আপনি যখন বাবার টাকায় গোল্ডলিফে আগুন ধরিয়ে একটা টান দিয়ে "এই মামা যাবি বলে রিক্সায় উঠে পার্টিতে যান, তখন ঐ হাড়কিপটে ছেলেটি নিজের ভার্সিটির টিউশন ফি'র টাকা যোগাড় করতে হেঁটে হেঁটে স্টুডেন্ট এর বাসায় পড়াতে যায়। তাকে লাইফের মিনিং বুঝাতে আসবেন না। লাইফ কী- সেটা আপনি এখনো বুঝেননি। লাইফের মিনিং কী সেটা আপনি টের পাবেন যখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে চাকরির জন্য দৌঁড়াতে হবে তখন। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর যেদিন বাবার পকেট থেকে মিথ্যা বই কেনার টাকা কিংবা ভার্সিটির নানা খরচের অজুহাত দেখিয়ে যখন আর টাকা নিতে পারবেন না, সেদিন বুঝবেন আপনি লাইফের মিনিং কী! তখন গোল্ডলিফের মাথায় আগুন ধরিয়ে রিক্সায় চড়ার আগে, নিজের মাথায় আগুন ধরে যাবে চাকরির জন্য। বাবার টাকায় বিলাসীতা

BanglaBook.org

করা এই আপনি যখন দেখবেন, বাবা রিটায়ার্ড করে আপনার চাকরির আশায় বসে আছে- তখন রাস্তায় রাস্তায় আপনাকেও আঁতেল হয়ে দৌঁড়াতে হবে।

ছেঁড়া শার্ট পরা কিংবা পিকনিকে না যাওয়া যে বন্ধুটিকে আপনি আঁতেল বলতেন, তার ক্যারিয়ার নিশ্চিতভাবেই আপনার আগে শুরু হবে। কারণ সে আপনার অনেক আগেই জীবনের মিনিংটা বুঝতে শিখেছে, সে আপনার আগেই ক্যারিয়ার প্ল্যানিংটা করে রেখেছে। যাকে একসময় আপনি আঁতেল বলতেন, সে যখন প্রপার প্ল্যানিং এ এগিয়ে গিয়ে ক্যারিয়ারকে স্ট্যাবলিশড করে ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল পার্টিতে যোগদান করবে, তখন আপনার নিজেকেই পৃথিবীর সেরা আঁতেল মনে হবে। নিজেকে তার সামনে তুচ্ছ মনে হবে। লাইফকে বুঝতে শিখুন। কেউ আঁতেল নয়। আজ যে আঁতেল, কাল সে হিরো হয়ে যাবে।

দামী রেস্টুরেন্টে বসে এসি'র ঠান্ডা পরিবেশে আপনি যখন মেন্যু দেখে সিলেক্ট করছেন আমেরিকান বার্গার খাবেন নাকি পিৎজা খাবেন; তখন প্রচন্ড রৌদে রাস্তায় কত দিনমজুর আজ ভাবছে দুপুরের খাবারে ভাত খাবে নাকি রুটি আর চা খাবে? বাইরে থেকে এসে আপনি যখন কলিং বেল চেপে দেখতে পান ডাইনিং টেবিলে মা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, তখন এতিমখানার ঐ শিশুগুলো জানেই না মায়েরা কেমন হয়! কতটা সুখি আপনি একবার ভাবুন তো! বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মা যখন বলে "সাবধানে যাস" তখন একবার ঐ এতিম বাচ্চাগুলোর কথা চিন্তা করুন, তাদের এই কথাটি বলার মতও একজন মা নেই। কতটা সুখি আপনি এই পৃথিবীতে। শুধু এই সুখগুলোর কথা চিন্তা করেই তো হাজারটা দুঃখ ভোলা যায়। সুখ খুঁজে নিতে জানতে হয়। সুখ সবার মাঝেই আছে।

সারা পৃথিবীর সবক'টি হাসপাতালে প্রতিদিন কত রোগী মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, কত রোগী অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করছে; কিন্তু বিধাতার অশেষ কৃপায় আপনি এখনো সুস্থ আছেন। কত মানুষ আজ ভিক্ষা করছে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের জন্য; সে জায়গায় ডাইনিং টেবিলে বসে মেন্যু দেখে আপনি সিলেক্ট করছেন কোন আইটেম দিয়ে আজ ডিনার করবেন। ফুটপাতে কত অসহায় মানুষ রাতে শুয়ে শুয়ে জীবন পার করছে, সে জায়গায় আপনি অন্তত নরম বিছানায় বাসায় শুয়ে আছেন। গভীর রাতে চ্যাট করতে করতে হঠাৎ এমবি শেষ হওয়ার সামান্য বিষয় নিয়েও আপনি নিজেকে দুঃখি ভাবেন! অথচ রাস্তার ঐ পঙ্গু ভিখারীটি ফেসবুক কী তা চিনেই না। সবকিছুতেই নিজেকে আমরা দুঃখী ভাবি।

BanglaBook.org

জীবনটা অক্সিজেনের, জীবিকাটা কৌশলের

"আমার কী হবে " ভাবতে ভাবতেই আপনার দিনের অর্ধেক চলে যায়। "আমাকে দিয়ে কিছু হবে না " ভাবতে ভাবতে আপনার রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। "আমি সবার চেয়ে কত পিছিয়ে চিন্তা করতে করতেই আপনি মূল কাজে ফাঁকি দেয়া শুরু করেন। শুধু একবার ভাবুন তো, এই জীবনের কতটা সময় আপনি নিজেকে অযোগ্য ভেবে কাটিয়ে দিয়েছেন। আপনি সাকসেস হওয়ার জন্য শুধু একজন ব্যক্তিকে দরকার, তাকে সম্মান করুন। সেই একজন ব্যক্তি আপনি নিজে। অথচ জীবনের বেশিরভাগ সময় আপনি মনে মনে নিজেকে "কিছু পারেন না "ভেবে অপমান করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। জেগে উঠুন, ঘুরে দাঁড়ান, একটি সিদ্ধান্ত নিন। "তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না - এই কথাটি আপনাকে যে-ই বলুক না কেন, আপনি অন্তত বিশ্বাস করুন, আপনার জীবনে আপনাকে ছাড়াই কিছু হবেনা।

আপনি কারো কাছে স্বপ্নের কথা বললে, তারা আপনার আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে দিবে। কারো কাছে সাহায্য চান, দেখবেন তারা আপনাকে হতাশ করবে। কাউকে একবার বলুন " আমি পারব " দেখবেন তারা আপনার হাজারটা দুর্বলতা দেখিয়ে দিবে। তাই কাউকে নয়, অন্তত নিজেকে বিশ্বাস করুন। প্রতিদিন অন্তত সৃষ্টিকর্তাকে আপনার আত্মবিশ্বাসের কথা বলুন, তিনি তা দ্বিগুণ করে দিবেন। স্রষ্টাকে স্বপ্নের কথা বলুন, তিনি তা পূরণের শক্তি দিবেন। স্রষ্টার উপর বিশ্বাস রেখে আপনি নিজেই হয়ে যান আত্মবিশ্বাসী

ইতিহাস পড়া ছেড়ে দিয়েছেন নাকি? সারা পৃথিবীর দিকে একবার চোখ রাখুন। দেখুন, আপনার মতই কম যোগ্যতা নিয়ে কত মানুষ শুধু একটি সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রমের বিনিময়ে, তার চেয়ে বেশি যোগ্যতার মানুষকে পেছনে ফেলে, সে নিজে সামনে এগিয়ে গেছে। অসাধ্য বলতে কিছু নেই। অসাধ্য হল সেটাই যেটাকে আপনি অসাধ্য করে রেখেছেন।

আপনাকে দেয়া সৃষ্টিকর্তার প্রতিটি দিনকেই আপনি গত দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তুলুন। আজকের দিনটি যদি আপনার গত দিনের চেয়ে ভালো হয়, তবে নিঃসন্দেহে আজকে আপনি গতকালকের চেয়ে অনেক সুখি। বিধাতা আপনাকে বেঁচে থাকার জন্য সময় দিয়েছে, সে সময়কে আজ আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন, সেটাই নির্ধারন করে দিবে আপনার কালকের দিনটি কেমন যাবে। আজকে রাত জাগলে কাল আপনি সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে ক্লান্ত থাকবেন। এটা বুঝার জন্য সাইকোলজিস্ট হতে হয় না। একটা রুটিন একটা জীবনকেই পরিবর্তন করে দিতে পারে। কিছু কিছু অভ্যাস জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিতে পারে। সেরকম একটা রুটিন আর কিছু ভালো অভ্যাস আজ থেকেই তৈরী করুন। ফেসবুকে দেয়া আপনার প্রতি সেকেন্ড সময়কে কাজে লাগিয়ে মার্ক জুকারবার্গ আজ শীর্ষ ধনীদের তালিকায় পৌঁছে গেছেন। অথচ আমরা এখনো নিজদের

BanglaBook.org

সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারছিনা। আমাদের প্রতি সেকেন্ড সময়কে কাজে লাগিয়ে কেউ যদি শীর্ষ ধনীর তালিকায় নাম এন্ট্রি করে নিতে পারে, তবে আমরা নিজেদের জীবনের পুরোটা সময়কে কাজে লাগিয়ে কেন নিজেরা শ্রেষ্ঠ অবস্থানে পৌঁছাতে পারব না? বিশ্বাস করেন, এমন অনেক বিজনেস পলিসিতে আপনি একটা প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছেন। অথচ চাইলেই আপনি নিজেকে কাজে লাগিয়ে এমন অনেক প্রোডাক্টের জন্ম দিতে পারতেন।

শপথ হোক- "আজ থেকে ফেসবুক, ততক্ষন ব্যবহার করব, যতক্ষন এটা আমাকে কিছু দিবে। কিন্তু ভুলেও নিজ থেকে কিছু কেড়ে নিতে দিব না। নিজেকে অন্যের প্রোডাক্ট বানাবো না। বর্তমান ইন্টারনেটের বিশ্বে ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল আপনাকে অনেক কিছুই দিবে যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এসব আপনার থেকে অনেক কিছু কেড়েও নিবে যদি ভুলভাবে ব্যবহার করেন। যে ব্লেড দিয়ে সন্ত্রাসীরা কাউকে রক্তাক্ত করে, সে একই ব্লেড ব্যবহার করে ডাক্তার অপারেশন করে কারো জীবন বাঁচায়। পৃথিবী আপনাকে অনেক ইন্সট্রুমেন্ট দিবে, কিন্তু সেসব ইন্সট্রুমেন্ট কিভাবে ব্যবহার করবেন তার সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

বস! জীবনটা অক্সিজেনের, কিন্তু জীবিকাটা কৌশলের। চাকরি করেন আর ব্যবসায় করেন- আপনার আয়ের টাকাগুলো অন্যের পকেট থেকেই আসে। আবার আপনার খরচ করা টাকাগুলোও অন্যের পকেটে যায়। এখানে যে যত বেশি কৌশলী, সে তত বেশি উপার্জনকারী। একই অফিসে, একই মানের সার্টিফিকেট নিয়ে কাজ করা সত্ত্বেও কারো বেতন হয় ৩০ হাজার আবার কারো বেতন হয় ১ লাখ টাকা। বস, এই দুই বেতনের পার্থক্য তার অনার্সের জিপিএ দিয়ে হয়নি, হয়েছে কৌশলের কারণে। কোম্পানী আপনাকে কেন ১ লাখ টাকা বেতন দিবেন যদি আপনার মাধ্যমে তিনি ১০ লাখ টাকা আয় করতে না পারেন? আপনি যত বড় বিচক্ষণ হোন না কেন, ৫টাকার বাদামওয়ালাও আপনার কাছে বাদাম বিক্রি করে ২ টাকা লাভ করে। "কেনা দামেই শার্টটি বিক্রি করছি" বলে যে দোকানদার আপনাকে হাসিমুখে শার্টটি প্যাকেট করে দেয়, সেখানেও তার ৫০ টাকা লাভ থাকে। এই লাভ তার কৌশলের কারণেই।

যে আপনি সবাইকে কৌশল শিখান, সেই আপনাকেই বোকা বানাতে একজন বাদামওয়ালাই যথেষ্ট। ভাইভাতে আপনার চেয়েও কম জিপিএ নিয়ে আপনার বন্ধুটি এমনি এমনি কোয়ালিফাই হোননি, কৌশল দিয়েই ভাইভা বোর্ডকে কনভিন্স করে এপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে ঘরে এসেছে। পৃথিবীর নেতৃত্ব কৌশলীদের হাতেই। বিল গেটস শীর্ষ ধনী হয়েছেন তার একাডেমিক জিপিএ দিয়ে নয়, কৌশল দিয়ে। মনে রাখবেন- দুইয়ে দুইয়ে শুধু চার নয়, ২২ ও হয়। যদি সফলতা না পান, তবে ধরে নিন আপনার কৌশলে ঘাটতি ছিল। সিস্টেম কিংবা সরকারকে দোষ দিয়ে ৯৯ হাজার যুক্তি দেখিয়ে বিচক্ষণ সাজা যায় কিন্তু সফল হওয়া যায়না। সফল হতে হলে নিজের দুর্বলতা খুঁজতে হয়। আমি ব্যর্থ হয়েছি

BanglaBook.org

আমার কারণেই- এটাই স্মার্ট ভাবনা। যতদিন নিজের ব্যর্থতার জন্য অন্যকে দায়ী করবেন ততদিন ভুল পথে সাফল্য খুঁজে নতুন ব্যর্থতার জন্ম দিবেন।

"যদি একবার সুযোগ পেতাম, তবে আমিও সেরাটা দেখিয়ে দিতাম; আমিও চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতাম।" গুরু থামেন! কে আপনাকে সুযোগ দিবে? আপনাকে সুযোগ দিতে পৃথিবীতে কেউ জন্মেনি বরং জন্মের পর কেউ কেউ প্রস্তুত হচ্ছে আপনার সুযোগটি কেড়ে নিতে। কেউ কেউ আপনার চেয়েও বেশি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে স্ট্রাগল করছে শুধু আপনার আগে তার পজিশনটা তৈরি করতে। যে আপনি টেকনাফে বসে নিজেকে সেরা ভেবে রিলাক্সে আছেন, সে আপনাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে ঘাম ঝড়াচ্ছে তেঁতুলিয়ার কোনো এক ক্যান্ডিডেট। এককথায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রুপসা থেকে পাঠুরিয়া সারা দেশের প্রতি ইঞ্চিতেই আপনার কম্পিটিটর।

Your dearest friend is your nearest competitor. ক্যারিয়ার জীবনে আপনার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধুটিই আপনার সবচেয়ে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের সাথে কম্পিটিশনটা সেকেন্ড বয়েরই হয়, লাস্ট বয়ের নয়। অফিসে আপনার পাশের ডেস্কের অফিসারটিই চাইবে আপনার আগে তার প্রমোশনটা করিয়ে নিতে। একজন পিয়ন কখনো অফিসারের সাথে প্রমোশনের কম্পিটিশনে নামবে না। যে বন্ধুটি একাডেমিক লাইফে আপনাকে পাশ করানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা করত, ইন্টারভিউ বোর্ডে সে বন্ধুটিই আপনাকে পরাজিত করতে নিরন্তর চেষ্টা চালাবে। কোনো এক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যদি মাত্র একজন নিয়োগ দেয়া হয়, আর তার বিপরীতে প্রার্থী হিসেবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনারা দুই ঘনিষ্ট বন্ধু। ঠিক সেই বোর্ডে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুটিই প্রমাণ করার চেষ্টা করবে সে আপনার চেয়ে বেশি যোগ্য। এর মানে এই নয় যে, আপনার বন্ধুটি আপনাকে ভালোবাসে না। বরং এর মানে হল আপনার বন্ধুটি নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। এটাই সফলতার মুল রহস্য, জীবনের বাস্তবতা। যে নিজেকে ভালোবাসতে পারেনা, সে অন্যকেও ভালবাসতে পারে না। Don't be emotional. Motion ছাড়া Emotion এর কোনো দাম নেই।

BanglaBook.org

আমরা সিস্টেমকে পাল্টে দিতে চাই, সমাজকে পাল্টে দিতে চাই এমনকি এই পৃথিবীটাকেই পাল্টে দিতে চাই। অথচ আমরা কেউ নিজেকে পাল্টাতে চাইনা। আপনি যেভাবে নিজে পরাজিত হওয়ার জন্য সিস্টেমের ভুল ধরেন, অন্যকে দায়ী করেন; সেভাবে যদি নিজেকে দায়ী করে একবার নিজের ভুলগুলো বের করতে পারতেন, তবে নিঃসন্দেহে আজ চ্যাম্পিয়নদের তালিকায় আপনার নামটিও থাকত।

আমরা নিজেদের দুর্বল শক্তি অনুযায়ী ছোট স্বপ্ন দেখি ; অথচ বড় স্বপ্ন দেখে কেউ নিজের দুর্বল শক্তিকে স্ট্রং পজিশনে নিয়ে যেতে চাইনা। ভুল পথে সেক্রিফাইস আর ভুল মানুষের সাথে কম্প্রোমাইজ আপনাকে কিছুই দিবেনা। Cut your

coat according to your cloth বলে আমাদের সারাজীবন শেখানো হয়েছে আয় বুঝে ব্যয় করার কথা। অথচ জীবনে কেউ একবারও বলেনি ব্যয় বুঝে আয় করার কথা। আপনি ২০ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারবেন না, এটাই আপনাকে বুঝানো হয়। অথচ কেউ বলেনা ঐ ফ্ল্যাটের মালিক হতে হলে আমাকে কত টাকা বেতনের চাকরি পেতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে কিভাবে প্রস্তুত হতে করতে হবে। এভাবেই আমরা স্বপ্নকে ছোট করে ফেলি কিন্তু শক্তিকে স্ট্রং করতে পারিনা। তাই আজ থেকে আমি সত্যজিৎ চ্যালেঞ্জ নিলাম, এখন আর Cut your coat according to your cloth বলে কারো স্বপ্নকে ভুল পথে হাঁটতে দিব না। বরং বলব Buy your cloth according to your size. ব্যয়টা বুঝেই আপনাকে সেই অনুযায়ী আয় করা শিখতে হবে।

এবার আপনি যখন ডিটারমাইন্ড হয়ে চ্যালেঞ্জ নিলেন বড় কিছু হওয়ার, সেরা কিছু করার; তখন একদল লোক এসে আপনাকে হতাশ করে দিবে, আপনার স্বপ্নের কথা শুনে তারা হাসবে আর বিজ্ঞ পন্ডিতের মত বলবে "পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে। " বিশ্বাস করেন এভাবেই আমাদের থামিয়ে দেয়া হয়। আমরা বড় কিছু হতে চাইলে আমাদের শিখানো হয়, ঐটা তোমার জন্য না। অথচ কেউ বলেনা ঐ বড়টা আমার করতে হলে আমাকে কী করতে হবে! কিন্তু আমার কাছে আসুন, আমি আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলে দিব- পিপীলিকার পাখা শুধু মরিবার তরে গজায় না, পিপীলিকার পাখা উড়িবার তরেও গজায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

স্মার্ট সিভিতে স্মার্ট ক্যান্ডিডেট!

আপনি যেমন আপনার স্বার্থে চাকরি চান, ঠিক তেমনি মাল্টিন্যাশনাল বড় কোম্পানীগুলোও নিজেদের স্বার্থে আপনাকে চায়। তারা আপনাকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা বেতন দেয়ার জন্য কেন নিবে, যদি অন্তত এতটুকু তারা নিশ্চিত হতে না পারে আপনাকে দিয়ে মাসে ২ লক্ষ টাকা আয় করানো সম্ভব।

আপনি ভাবছেন এতগুলো কোম্পানিতে সিভি জমা দিলাম কিন্তু একটা থেকেও ইন্টারভিউর জন্য কল আসলো না। অথচ আপনি এটা ভাবছেন না, আপনি যেসব কোম্পানিতে সিভি দিয়েছেন, সেসব কোম্পানীতে আরো অনেকেই সিভি দিয়েছেন। কোম্পানি কেন আপনাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য কল দিবে, যদি আপনার সিভিতে অন্তত এমন কিছু না পায়, যাতে দেখে মনে হয় আপনাকে কল করা দরকার! ৫ মিনিট মনযোগ দিয়ে পড়ার মত ধৈর্য্য না থাকলে নিচের দিকে আর যাবেন না। স্কিপ করে "ফিলিং ইমোশনাল "লিখে স্ট্যাটাস দিন। স্বয়ং নিয়োগদাতা, এক্সপার্টদের মতামত ও বিভিন্ন সামিটে অংশ নিয়ে আমার লব্ধ জ্ঞানের আলোকে এই আর্টিকেল লিখলাম।

বিভিন্ন কোম্পানীতে অভিজ্ঞদের পাশাপাশি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের ও চাকরি হয়। তবুও কোম্পানীগুলো এমন ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট চান, যাদের মাঝেও সত্যিকার অর্থে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আজ পয়েন্টে পয়েন্টে আলোচনা করব। প্রথমত আবিষ্কার করুন আপনার ভেতরে কী অভিজ্ঞতা আছে যা সিভিতে উল্লেখ করা যায়।

DISCOVER YOURSELF

আপনি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট। এখনো কোনো কোম্পানিতে আপনি চাকরি করেননি। তবুও কোম্পানি আপনার কাছ থেকে চাকরির অভিজ্ঞতার সনদ না চাইলেও, কিছু অভিজ্ঞতা কিন্তু অবশ্যই আশা করে। প্রতিটি কোম্পানি চায়, তার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কমিউনিকেশন স্কিল ভালো হোক, স্মার্ট হোক, তাদের মাঝে লিডারশীপ কোয়ালিটি থাকুক, প্রেসার নিয়ে কাজ করার মানসিকতা থাকুক এবং এরা প্রত্যকে সেলফ মোটিভেটেড হোক। কিন্তু এগুলোর একটার ও প্রাতিষ্ঠানিক সনদ নেই কিংবা প্রশিক্ষণ নেই। আচ্ছা আপনি কি কোনো ক্লাবের সাথে যুক্ত নেই, কিংবা কখনো কোনো সামাজিক কাজ করেননি? আপনার গান, আবৃত্তি বা বিতর্ক বা অন্য কোনো প্রতিযোগিতায় আপনার কোনো এচিভমেন্ট আছে? যদি তাও না থাকে তবে যদি আপনি ক্লাস ক্যাপ্টেন থাকেন কখনো তাও হবে। অথবা আপনি নিজে ভোলান্টিয়ার হিসেবে যদি কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন সেটাও হবে। এক কথায় পড়ালেখার বাইরে আপনার এক্সট্রা কারিকুলার

BanglaBook.org

এক্টিভিটিসগুলোই প্রমাণ করে দিবে আপনার মাঝে লিডারশীপ কোয়ালিটি আছে, এতগুলো মানুষ নিয়ে কাজ করেছেন, তার মানে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল ভালো, আপনি স্মার্ট। যেহেতু পড়াশুনার পাশাপাশি আপনি এগুলো করতে পেরেছেন, তার মানে আপনি প্রেশার নিয়েও কাজ করার ক্ষমতা রাখেন। আর কোম্পানি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের থেকে এগুলোই আশা করে। আপনার ক্লাস ফাইভে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি ছিল কি না, এসএসসি তে গোল্ডেন ফাইভ ছিল কিনা, এগুলো দিয়ে আপনি কোম্পানির কোনো কাজেই আসবেন না। যারা আবেদন করে তারা সবাই গ্র্যাজুয়েট। কোম্পানি শুধু এটুকুই চাই কারা এক্সট্রা অর্ডিনারী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG